









# THE TEACHERS JOURNAL

শিক্ষা • সমিতি

AUGUST  
1939

Editor - BIRENDRA NATH CHAKRAVARTI, M.A.B.L

VOL. XVII. NO. 8

**MACMILLAN**

MACMILLAN'S  
**MODERN DICTIONARY**

1,466 PAGES, 140,000 WORDS

Price 12s. 6d.

This new dictionary supplies a wider range of information on words and phrases and on geographical, biographical, Biblical, mythological, etc. items than any other ready-reference, one volume dictionary yet published.

**A MAP BOOK OF EUROPE**

By A. FERRIDAY, M.Sc.

Price 1s. 9d.

The object of this little book is to present the chief geographical facts of Europe in map form. The page facing each map explains most of the details indicated on the map, and in some cases supplements these.

**THE STUDENT EDITOR**

By JAMES W. MANN.

Price 4s. 6d.

It is a guide-book to give practical assistance in editing school papers or magazines.

**SIXTY LETTER AND  
READING GAMES**

By JANE SPENCER

Price 2s. 6d.

(A companion book to "Sixty Number Games for the Infant School" by the same author, price 2s. 6d.)

There are many and varied methods of Teaching Reading but most teachers will agree that in all methods games and activities have their place and value. The first half of the book deals with "sound or letter" games, the remaining games introducing words and sentences.

# EVERYTHING FOR SCHOOLS

We can furnish you direct with any of the  
following aids :—

**Prize and Library Books.**

**Maps, Globes and Geographical Instruments.**

**Scientific and Hygienic Charts and Apparatuses.**

**Magic Lanterns and Slides.**

**Historical Pictures and Models.**

**School, College, Laboratory and Office Furnitures.**

**Black Boards, Graph Boards and Map Boards with Outlines.**

**Black Board Requisites Dusters Etc.**

**Mathematical, Engineering and Survey Instruments.**

**School Forms and All Sorts of Printing** and

**Question Papers, Magazines Etc.**

**Sports Goods.**

## TRIAL ORDERS SOLICITED.

*Any kind of special Apparatus for  
Science and Geography can be made to order.*

We keep every arrangement in our office to test the quality of the apparatuses. Please depute any of your representative to see the apparatuses at our office before placing orders with other firms. Our quality is the FINEST and our price is the CHEAPEST.

Phone: B. B. 4496.

## EDUCATIONAL EMPORIUM

DEALERS & MANUFACTURERS OF SCHOOL REQUISITES

15, COLLEGE SQUARE, (2nd Floor) CALCUTTA.

# *A Romance of Public Service*

# BOMBAY MUTUAL

## Life Assurance Society, Ltd.

### 1871 TO 1938

This Mutual Society's Service to the insuring public of India is unparalleled in the history of Life Insurance in this country.

#### A PROGRESSIVE INSTITUTION

1933 Paid for business	Rs.	1,29,17,000
1938	"	2,05,00,000

These are the figures which speak of the tremendous popularity of this oldest and biggest Mutual Institution of India.

THE SOCIETY TRANSACTS NOT ONLY IN ALL STANDARD PLANS OF LIFE INSURANCE BUT ALSO IN  
ANNUITIES—IMMEDIATE AND DEFERRED.

For further particulars

please apply to—DASTIDAR & SONS, *Chief Agents.*  
100, Clive Street, CALCUTTA.

### আক্ষুল কাদের, বি-এ, বি-সি-এস প্রণীত —কামাল পাশা—

মোস্ফা কামালের অপূর্ব দেশপ্রেম, শৈর্য-বৌদ্ধ্য ও বিবিধ যুগান্তরকারী সংস্কারের বিশদ বিবরণ। ৩৭ অধ্যায়ে ৩১ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। ১৬০ আনা।

**তুরঙ্গের ইতিহাস**—“নিপুণ গ্রন্থকার …এক মনোরম উপন্যাস রচনা করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না (বঙ্গবাসী)।” ১ম খণ্ড ১৯০ পৃঃ—১১০, ২য় খণ্ড ৩৩৯ পৃঃ ২০ টাকা।

**সোলতান মাহমুদ**—“যাহারা প্রকৃত ইতিহাস জানিতে উৎসুক, তাহারা এই গ্রহ পাঠ করিলে উপকৃত হইবেন (হিতবাদী)। ১৩৮ পৃষ্ঠা মূল্য—১০% আনা।

**স্পেনের ইতিহাস**—“স্পেনে মুসলিম জয় পতাকা উজ্জীবনের বিচিত্র কাহিনী পাঠকদিগকে মুক্ত করিবে (আনন্দবাজার পত্রিকা)।” সচিত্র, বাঁধাই, ১৭৫ পৃষ্ঠা মূল্য—১০।

**মূর-সভ্যতা**—“অত্যন্ত মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ। .....বাঙ্গালা সাহিত্যে এক মূল্যবান দান (অযুতবাজার পত্রিকা)।” সচিত্র, বাঁধাই, ৩৮৬ পৃষ্ঠা মূল্য—২০। টাকা।

**মোস্তাম-কীর্তি**—“সমস্তই দুরদ দিয়া বর্ণিত, স্বল্পর, স্বল্পিথিত ও চমৎকার হইয়াছে। গ্রহকারের হৃদয়ের উদারতা সমস্ত রচনায়ই মুর্জি হইয়া উঠিয়াছে (বাংলার বাণী)।” তিন খণ্ড, বাঁধাই, প্রতি খণ্ড (স্বতন্ত্র বই) ১০।

**উজীর আল-মন্সুর**—“বইখানি গল্লের ন্যায় কৌতুহলপূর্ণ (বঙ্গবাণী)।” বাঁধাই ১০%।

**শ্রেষ্ঠ শাহ**—“উপন্যাসের ন্যায় মনোরম (মাসিক মোহাম্মদী)।” সচিত্র, বাঁধাই ১০%।

**দ্রষ্টব্য**—শেষ পাঁচধানা বই প্রাইজ ও লাইব্রেরীর জন্য অনুমোদিত।

গ্রহকারের (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, কুমিল্লা, এ-বি-আর) নিকট অগ্রিম টাকা পাঠাইয়া একজো সমস্ত বই লইলে রেল-ভাড়া লাগে না। টাকা, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও কলিকাতার সমস্ত বড় লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়।

# The Teachers' Journal

## CONTENTS

SUBJECTS	AUTHOR'S NAME	Page
1. Pedagogy and Palmistry	Rames Chandra Choudhuri, M.A., B.T.	465
2. The New Education and the New Teacher	Sibadas Pal, M.A., B.T.	472
3. The Training of the Teachers in India	Mobarak Ahmed	476
4. A few Words on the principles of English pronunciation	Kshitish Chandra Basu, B.A., B.T.	486
5. The Modern Teacher	Prof. S. N. Q. Zulfaqar Ali	496
6. The Present-Day Educational Philosophy	Santosh Kumar De, M.A. etc.	502

## Our Newly Approved Secondary Books

### MIDDLE ENGLISH GRAMMAR

(For Classes V & VI)

By Bishnupada Ray M. A., B. L., B. T.  
Head Master, Kurigram H. E. School and Examiner  
Calcutta University.

### সন্দৰ্ভ সাহিত্য

(চতুর্থ শ্রেণীর জন্য)

“শ্রেণী” “হাতী মহসিন” ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা।

মৌলবী মহফুজুর রহমান খান প্রণীত।

### সন্দৰ্ভ সাহিত্য

(পঞ্চম শ্রেণীর জন্য)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক, ‘আলমগীর’ ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণেতা এবং  
বারাকপুর গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক

মৌলবী শেখ ইবিবর রহমান, সাহিত্যরত্ন প্রণীত।

### ছেলেদের সাহিত্য

(ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য)

By the same Author.

**NORTH BENGAL PUBLISHING HOUSE**  
**2, Shamacharan De Street, Calcutta.**

# SCHOOL REQUISITES

## SCIENTIFIC APPLIANCES

(Including University Syllabus)

IN

PHYSICS  
CHEMISTRY  
HYGIENE  
ASTRONOMY  
DOMESTIC SCIENCE  
GEOGRAPHY Etc.  
—

MAPS  
GLOBES  
CHARTS  
MINERALS ROCKS <sup>orn</sup>  
MAGIC LANTERNS &  
SLIDES Etc.  
—

PHYSIOLOGICAL &  
ANATOMICAL CHART  
—

SCHOOL FURNITURE :  
BLACK BOARDS  
GRAPH BOARDS & INSTRUMENTS, PUNKHA MATTINGS  
Etc.  
—

## OBJECT LESSON PICTURES AND CHARTS OF

ANIMALS  
BIRDS  
PLANTS & TREES  
SCENERIES  
(Over 200 varieties)  
WOODEN MODELS, PRESERVED INSECTS & OTHER DEMONSTRATION OBJECTS  
—  
BOYS' SCOUT AND GIRLS' GUIDE UNIFORMS  
COOKING CLASS FURNITURE AND REQUISITES  
—

## SANITARY APPLIANCES

STATIONERY  
For SCHOOL & OFFICE

**BENGAL PRESS**  
FOR  
GOOD PRINTING  
OF  
EVERY DESCRIPTION

**YOU WILL GAIN ON EVERY PURCHASE FROM US**

'Gram—'BENGAL PRESS'

Phone—CAL. 3701.

**Industrial Trading Co.**

ESTD. 1931  
28, Convent Road, Calcutta.

**S. K. DAS GUPTA,**  
*Sole Proprietor*

**Contents (Continued)**

SUBJECTS	AUTHOR'S NAME	Page.
7. Plea for Reform in Holidays and School Timings	Kali Das Kapur	507
8. Psychology of Play	Taponath Chakravarty, M.A., B.T.	512
9. Character in Relation to Education Psychology	Saroj Ranjan Chaudhuri	517
10. Gleanings ...	...	519
11. News ...	...	524
12. Review ...	...	530
13. Our Association ...	...	534
14. Teacher in Trouble ...	...	534
15. Notes ...	H.C.	536

**TEACHERS' BENEFIT FUND**

**REMEMBER  
YOUR DISTRESSED BROTHERS  
Helpless Widows & Orphans  
*Contribute your Mite***

**AND**

**HELP TO WIPE AWAY THEIR TEARS**

## For Guidance of Teachers

1. In case of trouble or any misunderstanding with the School Committee, the teachers should make it a point to consult the Association first.
2. Teachers in no case should tender resignation under threat, inducement or pressure without consulting the All-Bengal Teachers' Association.
3. Teachers should always remember that if they resign their posts, their appeals to the Arbitration Board will be of little help to them.
4. Appeal to ~~the~~ <sup>Date</sup> Arbitration Board should be filed as early as possible and within 30 days from the date of receipt of the order of dismissal or discharge.
5. Applications should be made in triplicate together with the A. B. Fee of Rs. 15/- ; a separate copy of the application should be forwarded to the A.B.T.A. through the D.T.A.
6. While making over charges, Head-masters and other teachers should take proper receipts for all papers, documents and accounts from the person taking over the charge.
7. Teachers when availing themselves of leave should get written permission or order and should not rely on mere oral assurance or permission.
8. New entrants should always insist on a written appointment letter clearly laying down terms and condition of the appointment.

M. Sen Gupta  
Secy., A. B. T. A.

১৯৪১-৪২ সালের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য কলিকাতা  
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত আমাদের প্রকাশিত  
পুস্তকাবলী—

১।

## ভূগোল

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক  
শ্রীচাকুচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ.

ও

গুণীপুর আশ্বগোব কলেজের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Teachers' Training  
বিভাগের ভূগোল পাস্সের অধ্যাপক ও পরীক্ষক

শ্রীকুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ., এফ. আর. জি. এস. (লঙ্ঘন) প্রণোঁ  
চতুর্থ সংস্করণ—মূল্য চতুর্টি টাকা।

২।

## ভারতবর্ষের ইতিহাস

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্বগোব অধ্যাপক ও ম্যাট্রিক পরীক্ষার  
ইতিহাসের প্রধান পরীক্ষক

ডক্টর শ্রীমুহুর্মুখ মুখ্য, এম. এ., পি-এইচ. ডি., বি. লিট. (অঞ্জন)  
ও

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কানমাইকেল অধ্যাপক ইন্টার্মিডিয়েট  
পরীক্ষার ফর্ডিচাম্বে প্রধান পরীক্ষক

ডক্টর শ্রীমুহুর্মুখ রায়চৌধুরী, এম. এ., পি-এইচ. ডি. প্রণোঁ  
ষষ্ঠ সংস্করণ—মূল্য এক টাকা দশ টাঙ্কা।

৩।

## ইতিহাসের ইতিহাস

বিলিবাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কানমাইকেল অধ্যাপক

ডক্টর শ্রীমুহুর্মুখ রায়চৌধুরী, এম. এ., পি-এইচ. ডি. কর্তৃক  
আঞ্চলিক পরিদৃষ্ট ও সংশোধিত  
এবং

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক

ডক্টর শ্রীমুহুর্মুখ সরকার, এম. এ., পি. আর. এস., পি-এইচ. ডি.  
ও

কলিকাতা ভিত্তোবিধা ইন্সটিউশনের ইতিহাসের অধ্যাপক

শ্রীগোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ., বি. এল. প্রণোঁ  
তৃতীয় সংস্করণ—মূল্য এক টাকা চালি টাঙ্কা।

দ্রষ্টব্যঃ—অনুগ্রহপূর্বক পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের পূর্বে একবার  
আমাদের এই বইগুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

চক্ৰবৰ্তী, চাটার্জি এণ্ড কোং লিঃ  
১৫নং কলেজ ষ্টোৱার, কলিকাতা

৪।

## পাটীগণিত

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব প্রধান গণিতাধ্যাপক  
রায় শ্রীসারদা প্রসৱ দাস বাহাদুর, এম. এ.

ও

কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের গণিতাধ্যাপক  
ডক্টর আলপেন্দ্রনাথ সেন, ডি. এস-সি., পি. আর. এস. প্রণীত  
চতুর্থ সংস্করণ—মূল্য ছয় টাকা।  
পাটীগণিতের সমাপ্তান—মূল্য ২ টাকা।

৫।

## ন্যূতন জ্যামিতি

বনিশাল বি. এম. কলেজের ভাইস-প্রিসিপিয়াল ও প্রধান গণিতাধ্যাপক  
শ্রীচিত্তাহন রায়, এম. এ.

ও

কলিকাতা ক্ষটিষ চাচ কলেজের প্রধান গণিতাধ্যাপক  
শ্রী. প্রসূদন সরকার, এম. এ. প্রণীত  
তৃতীয় সংস্করণ—মূল্য দেড় টাকা।

ন্যূতন জ্যামিতি ২য় ভাগ—( ত্রিকোণমিতি সমেত ) মূল্য ॥৭০।

৬।

## গ্রেডেশন নির্ভীক

কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের শাবিদ-বিষ্টাব প্রধান অধ্যাপক  
শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্যা, এম. এ., বি. এস-সি.  
এবং

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান কলেজের বসামনের অধ্যাপক  
শ্রীপ্রিয়দীপ রায়, এম. এ., এফ. এন. আই.

ও

ওবানীপুর আঙ্গোস কলেজের পদাৰ্থ-বিজ্ঞান প্রধান অধ্যাপক  
শ্রীমহাদেন চক্ৰবৰ্তী, এম. এস-সি. প্রণীত  
তৃতীয় সংস্করণ—মূল্য এক টাকা বাব আনা।

দ্রষ্টব্যঃ— অনুগ্রহপূর্বক পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের পূর্বে একবার  
আমাদের এই বইগুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

**চক্ৰবৰ্তী, চাটোছিঙ্গ এণ্ড কোং লিউ**  
**১৫৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা**

# ১। মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন-চরিত

( For Rapid Reading )

যোগীজ্ঞনাথ বসু অঙ্গীত

মূল্য বার আনা

## ৮। Practical Grammar and Composition

By Prof. J. L. Bannerjee

Second Edition

Price Rs. 2-0-0

Points of superiority over other books of Grammar and Composition.

1. In no other book of Grammar, have the rules been given with such clearness, lucidity and simplicity.
2. In no other Grammar, will you find such a copious variety of examples and exercises.
3. In no other work of Composition has the right and wrong use of words and idioms been discussed in such a full and comprehensive manner.
4. A whole section of the book has been given to Letter-writing with copious illustrative examples.
5. The subject of paraphrasing, summary-writing and answering general questions (*Third Paper*) in the manner required by the University has been dealt with in a section by itself.

In fact, it is the best, completest and most up-to-date treatise on the subject.

---

ড্রষ্টিব্য ৩—অনুগ্রহপূর্বক পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের পূর্বে একবার  
আমাদের এই বইগুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

---

চক্ৰবৰ্তী, চাটোজি এণ্ড কোং লিঃ  
১৫নং কলেজ কোৱাৰ, কলিকাতা

୧୫। **ମରଳ ପ୍ରକୃତି ପାଠ**

(for Class IV)

By Ganga Charan Dasgupta, B.T.

As. 4/6

ସାହୁ

୧୬। **ମରଳ ସ୍ନାନ୍ୟ କଥା (୩ୟ ଭାଗ)**

(for Classes VII & VIII)

By Surendra Chandra Chakravarti, M.Sc., B.T. As. 12.

୧୭। **ମରଳ ସ୍ନାନ୍ୟ କଥା (୨ୟ ଭାଗ)**

(for Classes V & VI)

By Surendra Chandra Chakravarti, M.Sc., B.T. As. 8.

୧୮। **ମରଳ ସ୍ନାନ୍ୟ କଥା (୧ୟ ଭାଗ--ବାଲକ)**

(for Classes III & IV)

By Surendra Chandra Chakravarti, M.Sc., B.T. As. 6.

୧୯। **ମରଳ ସ୍ନାନ୍ୟ କଥା (୧ୟ ଭାଗ-- ବାଲିକା)**

(for Classes III & IV)

By Surendra Chandra Chakravarti, M.Sc., B.T. As. 6.

ଡ୍ରାଇଂ

୨୦. **Oriental Drawing Book, Part I**

(for Classes III & IV)

By Ranada Ukil

As. 6.

୨୧. **Oriental Drawing Book, Part II**

(for Classes V & VI)

By Ranada Ukil

As. 6.

ଜ୍ଞାନବିଦ୍ୟା : ...ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ବକ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ନିର୍ବାଚନେର ପୂର୍ବେ ଏକବାର  
ଆୟାଦେର ଏହି ବହିଶ୍ଳଳି ଦେଖିତେ ଭୁଲିବେନ ନା ।

ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଚାଟାର୍ଜି ଏଣ୍ଡ କୋଂ ଲ୍ୟାନ୍  
୧୫୯ କଲେଜ ସ୍କୋଲାର, କଲିକାତା

## Help Books

### 1. Matric. Bengali Made Easy, 1st paper

Or Notes on Matric. Bengali Selections (1941-42)

Gen. Editor Prof. J. L. Bannerjee, M.A. Re. 1/8/-

### 2. Matric. Bengali Made Easy, 2nd paper

Or Practical Grammar and Composition with Essays  
from Rapid Readers (1941-42)

Gen. Editor Prof. J. L. Bannerjee, M.A. Re. 1/-

### 3. Matric. Sanskrit Made Easy (1941-42)

Gen. Editor Prof. J. L. Bannerjee, M.A. Rs. 2/-

### 4. Notes on Matric. English Poetry (1941-42)

Gen. Editor Prof. R. Chakravarti Re. 1/12/-

### 5. Notes on Matric. English Prose (1941-42)

Gen. Editor Prof. R. Chakravarti Re. 1/12/-

### 6. Students' Letter-writer

By Prof. J. L. Bannerjee, M.A. As. 10.

### 7. School Essays and Letters

By A. C. Sen & S. C. Sen Re. 1/8/-

### 8. New Geography

(Approved by the D. P. I., Bengal for Classes VII & VIII)

By Ganga Charan Dasgupta, B.T. Re. 1/4/-

### 9. Groundwork of Indian History

(Approved by the Calcutta & Patna Universities and the Boards of  
Intermediate & Secondary Education Dacca, Central  
Provinces, Rajputana & Central India)

By Dr. S. N. Sen, M.A., Ph. D., B. LIT. (OXON)

AND

Dr. H. C. Raychaudhuri, M.A., Ph. D. Re. 1/12/-

### 10. Modern Arithmetic (All India Edition)

(Approved by the D. P. I., Bengal, Bihar & Assam and by  
the Calcutta University)

By Rai Bahadur S. P. Das, M.A. Rs. 2/4/-

দ্রষ্টব্যঃ— অনুগ্রহপূর্বক পাঠ্য পুস্তক নির্বাচনের পূর্বে একবার  
আমাদের এই বইগুলি দেখিতে ভুলিবেন না।

চৰকাৰী, চাওড়াজি এণ্ড কোং লিউট  
১৫৮ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

# SCIENCE & GEOGRAPHY IN HIGH SCHOOLS

We hold *LARGE STOCKS* of Paper Pulp, Rain-gauges, Barometers, Rocks & Minerals, Windvanes, Globes, Maps, Charts, Geographical Pictures and other accessories for the Teaching of Geography

&

All the *SCIENTIFIC APPLIANCES* for the *Teaching of Elementary Scientific Knowledge* in the High Schools under the University of Calcutta.

We also hold large stocks of Black-Boards, Graph-Boards, Cleaners, Black-Board Instruments, Black-Board Paints, Chalk Pencils and other School Requisites.

## BIOLOGICAL CHARTS

*Specially prepared for the Secondary Schools of Bengal & Assam affiliated to the University of Calcutta.*

Beautifully *printed in Colours* on Art Paper and *mounted on strong cloth* with arrangement for suspension in the class-room : Each Chart *designed by Expert Artist* under the guidance of Experienced Professors of Botany and Zoology : *Contains Exhaustive Notes* in both English and Bengali printed at the bottom in Bold Type : In *accuracy, comprehensiveness, finish and durability superior to all charts available in the market.*

**Part I—BOTANY** (Roots, Stems, Leaves, Flowers, Fruits, Rice Plant & Pea Plant).

**Part II—ZOOLOGY** (Ant, Bee, Spider, Mosquito, Butterfly, Frog, Earthworm & Fish).

**Price for Complete Set Rs. 12/- only.**

**CHUCKERVERTY, CHATTERJEE & Co., Ltd.**

Booksellers, Publishers & Suppliers of Scientific & Geographical Appliances.

**15, College Square**

∴

**CALCUTTA**

## SCHOOLS PLEASE NOTE !

REQUIREMENTS OF APPLIANCES FOR SCHOOLS, according to New Calcutta University Syllabus, in SCIENCE, GEOGRAPHY, HYGIENE, MECHANICS, DOMESTIC SCIENCE, DOMESTIC HYGIENE, COMMERCIAL GEOGRAPHY, PHYSICS, CHEMISTRY, and also MAPS, GLOBES, CHARTS, ROCKS and MINERALS, MAGIC LANTERNS, BLACKBOARD INSTRUMENTS, BLACKBOARDS, GRAPH BOARDS, BLACKBOARD PAINTS (Special quality), STUDENTS' BENCHES and DESKS, SCHOOL FURNITURE, LABORATORY TABLES and FITTINGS, LABORATORY FURNISHING, LECTURE GALLERY, and all other things required in a modern School are available from us.

*Schools experiencing financial difficulties in buying their requirements in any of the above lines are cordially invited to correspond with us, stating the nature of help required by them. It is best to have interviews by previous arrangement. We have helped numerous schools in Bengal, and we will be glad to help others.*

*Our stock is the largest and most varied in India.*

**SCIENTIFIC SUPPLIES. (Bengal) Co.**  
C-37 & 38 College Street Market, Calcutta.

TELEGRAMS :—Bitisynd, Calcutta.

OFFICE TELEPHONE :—B. B. 524  
GODOWN-PHONE :—B. B. 1882

## OXFORD BOOKS

*Approved by the Bengal Provincial Text Book Committee  
for use in 1940  
including books approved for the Matriculation  
Examination of 1941*

The publications of the OXFORD UNIVERSITY PRESS are distinguished by the high standard of their contents. They are known throughout the world for the quality of their printing and excellent get-up.

The OXFORD UNIVERSITY PRESS, one of the oldest publishing firms the world has known (the first book issued from Oxford bears the date of 1468) has no shareholders and subserves no private interest. The maintenance of the Learned Press with its output of scholarly and educational books, many of which in their nature are unremunerative, depends on the profitable management of the publications of the Press as a whole. It is the home of scholars of all nationalities and deserves the support of every educationist. Heads of schools are respectfully invited to send applications for Specimen copies.

### CLASS III

<i>English Readers</i>	<b>The Clarendon Readers, Primer</b>	7 as.
	<b>A Way to English, Primer</b>	6 as.
	<b>The Oxford English Course, Primer</b>	
	By Lawrence Faucett, M.A., Ph. D.	7 as.
	<b>The Village Readers, Primer</b>	
	By F. L. Brayne & W. M. Ryburn	5 as.

### CLASSES III & IV

<i>Geography</i>	<b>Adhunik Bhuparichaya</b>	
	By Ajit Kumar Banerjee	12 as.
	<b>Oxford School Atlas in Bengali</b>	
	By John Bartholomew	12 as.

### CLASS IV

<i>English Readers</i>	<b>The Clarendon Readers, Book I</b>	7 as.
	<b>A Way to English, Book I</b>	7 as.
	<b>The Oxford English Course, Book I</b>	
	By Lawrence Faucett, M.A., Ph. D.	7 as.
	<b>The Village Readers, Book I</b>	
	By F. L. Brayne & W. M. Ryburn	5 as

## OXFORD UNIVERSITY PRESS

<i>Supplementary English Readers</i>	<b>Ishwarchandra Vidyasagar</b>	2½ as.
	<b>Harishchandra—The King Who Would not Tell a Lie</b>	2½ as.
	<b>Nine Fables by Lawrence Faucett</b>	3 as.
	<b>The Good Little Men</b>	3 as.
	By Lawrence Faucett	
	<b>Cinderella and Rapunzel</b>	3 as.
	By Lawrence Faucett	
<i>Science</i>	<b>Adhunik Prakritipath. Part I</b>	
	By Dr. S. R. Sen Gupta & S. N. Banerjee	5 as.

### CLASS V

<i>English Readers</i>	<b>The Clarendon Readers, Book II</b>	8 as.
	<b>A Way to English, Book II</b>	8 as.
	<b>The Oxford English Course</b>	
	By Lawrence Faucett, Book II	8 as.
	<b>The Village Readers, Book II</b>	
	By F. L. Brayne & W. M. Ryburn	6 as.
<i>Supplementary English Readers</i>	<b>The First Book of Fables, By H. McKay</b>	9 as.
	<b>The Golden Nest</b>	2½ as.
	<b>Padmini and the Forest King</b>	3 as.
	<b>Sir Syed Ahmed Khan</b>	3 as.
	<b>Stories for the Classroom, Grade BI</b>	6 as.
<i>English Copy Book</i>	<b>Oxford Copy Book, No. 6.</b>	2 as.

### CLASSES V & VI

<i>Science</i>	<b>Adhunik Prakritipath, Part II</b>	
	By Dr. S. R. Sen Gupta & S. N. Banerjee	7½ as.

### CLASS VI

<i>English Readers</i>	<b>The Clarendon Readers, Book III</b>	10 as.
	<b>A Way to English, Book III</b>	10 as.
<i>Supplementary English Readers</i>	<b>The Second Book of Fables, By H. McKay</b>	14 as.
	<b>M. K. Gandhi</b>	3½ as.
	<b>A Stitch in Time, By H. Strang</b>	10 as.
	<b>Sakuntala, and The Clever Carpenter</b>	2½ as.
	<b>Stories for the Classroom, Grade CI</b>	6 as.
<i>English Copy Book</i>	<b>Oxford Copy Book, No. 8</b>	2 as.

# OXFORD UNIVERSITY PRESS

## CLASS VII

<i>English Readers</i>	<b>The Clarendon Readers, Book IV</b>	14as.
	<b>A Way to English, Book IV</b>	14as.
<i>Supplementary English Readers</i>	<b>The Third Book of Fables, By H. McKay</b>	14as.
	<b>The Tales of Friendship, By D. C. Sharma</b>	8as.
	<b>Tales from Gulliver's Travels</b>	7as.
	<b>Stories from Sindbad the Sailor</b>	7as.
	<b>Three Tales By Oscar Wilde</b>	5as.
	<b>Our Letters in the Post</b>	9as.
	<b>In Search of Science—Air, Wind and Rain</b>	5½as.
<i>English Grammar</i>	<b>Practical English Grammar for India, Book III</b>	
	By F. G. French	14as.
	<b>Oxford Grammar for Junior Classes, Book III</b>	14as.
<i>English Composition</i>	<b>Oxford Course in English Composition</b>	Re. 1-4
	<b>Junior Course in English Composition</b>	Re. 1-8
<i>Geography</i>	<b>Bhugol By Kshetra Nath Banerjee</b>	Rs. 2/-
	<b>Oxford Indian School Atlas</b>	
	By John Bartholomew	Re. 1-4
<i>Mathematics</i>	<b>The Matriculation Algebra</b> By Dr. J. Ghosh	Re. 1-8

## CLASS VIII

<i>English Readers</i>	<b>The Clarendon Readers, Book V</b>	14as.
	<b>A Way to English, Book V</b>	14as.
<i>Supplementary English Readers</i>	<b>My Early Life (1869-1914), By M.K. Gandhi</b>	Re. 1/-
	<b>The Story of Rama &amp; Sita, By Stella Mead</b>	Re. 1/-
	<b>Tales from the Indian Drama</b> By C.A. Kincaid	12as.
	<b>Epic Tales of the East, By M. C. Singh</b>	10as.
	<b>Heroines of the Indian Literature</b>	
	By A. C. Mukherjee	3½as
	<b>Paths of Peace, Book I, By Stella Ross</b>	Re. 1/-
	<b>Stories from Scott</b>	14as.
	<b>Old Greek Stories</b>	11as.
<i>English Grammar</i>		
<i>Composition</i>		
<i>Geography</i>		
<i>Mathematics</i>		

} Same as in Class VII

## REFERENCE BOOKS

These are the only books of *Common Errors*, or *English Idiom* or purely *English Dictionaries* that have been approved by the Director of Public Instruction.

### **The Pocket Oxford Dictionary**

By F. G. Fowler & H. W. Fowler  
Revised by H. G. Le Mesurier      Rs. 2-8

### **The Little Oxford Dictionary**

By George Ostler, Revised and Supplemented  
by J. Coulson, Second Edition:      Re. 1/-

### **English Idioms and How to Use Them**

By W. McMordie      Rs. 3-8

### **English Errors in Indian Schools**

By T. L. H. Smith-Pearse      8as.

## MATRICULATION EXAMINATION—1941

<i>Rapid Readers</i>	<b>Quest &amp; Conquest</b> , By Malcolm Burr, <b>Letters from a Father to his Daughter</b> , By Jawaharlal Nehru <b>Legends of Greece &amp; Rome</b> , By G. Kupfer	Re. 1/- 8as. Re. 1/-
<i>Book to indicate the Standard of English expected</i>	<b>My Early Life</b> , By M. K. Gandhi	Re. 1/-
<i>Book of Reference</i>	<b>An A. B. C. of English Usage</b> By H. A. Treble & G. H. Vallins	Rs. 1-4
<i>Mathematics</i>	<b>Matriculation Algebra</b> , By J. Ghosh Senior Professor, Presidency College	Re. 1-8
<i>Geometry</i>	<b>A Primer of Geometry</b> , By W. Parkinson & A. J. Pressland	Re. 1-12
<i>History</i>	<b>Oxford Pictorial Atlas of Indian History</b> By K. S. Kini & B. S. Rao	Re. 1-4
<i>Geography</i>	<b>Bhugol</b> by Kshetra Nath Banerjee <b>India, World &amp; Empire</b> , By H. Pickles English Hindi Urdu	Rs. 2/- Rs. 2-4 Rs. 2/- Rs. 2/-
	<b>Oxford Indian School Atlas</b> By John Bartholomew	Re. 1-4

**OXFORD UNIVERSITY PRESS**  
**MERCANTILE BUILDINGS, CALCUTTA**

[ 1 ]

## — COOPER PUBLISHERS —

*The following textbooks published by us are approved by the Education Department, Bengal, for use in all Government and Government-aided Secondary Schools in Bengal. These books are approved for a period of four years from January 1940. (Vide "The Calcutta Gazette," Part I-B, June 22nd, 1939.)*

### CLASS III

#### ENGLISH PRIMER :—

Martin's New Study Readers, Primer. Price, As. 5.

### CLASS IV

#### ENGLISH READERS :—

Martin's New Study Readers, Reader I. Price, As. 7.

Wren's Indian Class Readers, Reader I. Price, As. 7.

Martin's Active English Readers, Reader I. Price, As. 8.

#### SUPPLEMENTARY ENGLISH PRE-PRIMER :—

Martin's Spoken English Pre-Primer. Price, As. 2.

### CLASS V

#### ENGLISH READERS :—

Martin's New Study Readers, Reader II. Price, As. 9.

Martin's Active English Readers, Reader II. Price, As. 11.

Wren's Indian Class Readers, Reader II. Price, As. 10.

Wren's New Indian Class Readers, Reader II. Price, As. 7.

### CLASS VI

#### ENGLISH READERS :—

Martin's New Study Readers, Reader III. Price, As. 12.

Wren's New Indian Class Readers, Reader III. Price, As. 10.

Martin's Active English Readers, Reader III. Price, As. 14.

#### SUPPLEMENTARY ENGLISH READER :—

Martin's Spoken English Reader I. Price, As. 4-6.

### CLASS VII

#### ENGLISH READERS :—

Martin's New Study Readers, Reader IV. Price, As. 14.

Martin's Active English Readers, Reader IV. Price, Re. 1-2.

#### SUPPLEMENTARY ENGLISH READER :—

Martin's Spoken English Reader II. Price, As. 5-6.

#### ENGLISH GRAMMAR :—

Wren's Elementary Grammar on Modern Lines. Price, Re. 1-2.

Wren's A Shorter English Grammar. Price, Re. 1-8.

**COOPER PUBLISHERS—**

[ 2 ]

**ENGLISH COMPOSITION :—**

- Fraser's Picture Composition, Books 1 & 2. Price, As. 5 each.  
 Martin & Fraser's Teacher's Handbook to Fraser's Picture  
     Composition. (*For teachers only.*) Price, Re. 1-4.  
 Wren's Progressive English Composition. Price, Re. 1-8.  
 Martin's A Junior English Course. Price, Re. 1-8.  
 Wren and Martin's High School English Composition,  
     Price, Rs. 2-4.  
 Martin's High School English. Price, Re. 1-12.

**CLASS VIII****ENGLISH READERS :—**

- Martin's The Reform Method Literary Readers, Book I.  
 Price, Re. 1.  
 Martin's New Study Readers, Reader V. Price, Re. 1.  
 Wren's Indian Class Readers, Reader V. Price, Re. 1-6.

**SUPPLEMENTARY ENGLISH READER :—**

- Martin's Spoken English Reader III. Price, As. 7.

**ENGLISH GRAMMAR :—**

- Wren's Elementary Grammar on Modern Lines. Price, Re. 1-2.  
 Wren's A Shorter English Grammar. Price, Re. 1-8.

**ENGLISH COMPOSITION :—**

- Fraser's Picture Composition, Books 1 & 2. Price, As. 5 each.  
 Martin & Fraser's Teacher's Handbook to Fraser's Picture  
     Composition. (*For teachers only.*) Price, Re. 1-4.  
 Wren's Progressive English Composition. Price, Re. 1-8.  
 Martin's A Junior English Course. Price, Re. 1-8.  
 Wren & Martin's High School English Composition,  
     Price, Rs. 2-4.  
 Martin's High School English. Price, Re. 1-12.

**RECOMMENDED FOR CLASS IX & X :—**

- Wren's High School English Grammar. Price, Rs. 2.

**COOPER--PUBLISHERS-- BOMBAY, 4**

*Sole Selling-Agents for Bengal, Bihar, Orissa and Assam :*

**Messrs. Chuckerverty, Chatterji & Co., Ltd.,**

Booksellers and Publishers,

**15, College Square, Calcutta.**

**COOPER PUBLISHERS**

[ 3 ]

**LIBRARY & PRIZE BOOKS.**

The following books published by us are approved by the Educational Department, Bengal, for School-Libraries and for Prizes for the top four classes of High Schools (Government and Government-aided) in Bengal. (*Vide "The Calcutta Gazette," Part I-B, January, 1939.*)

1. **Wren's Stories for Indian Students.**  
Third Edition. Price, As. 12.
2. **Wren's Reynard the Fox. With Illustrations.**  
Third Edition. Price, As. 5.
3. **Cocks's Tales and Legends of Ancient India.**  
Second Edition. Price, As. 6.
4. **Cocks's Complete Course of English Grammar & Composition.**  
Third Edition. Price, Rs. 2-4.
5. **Dale's Illustrated Easy Stories from English History.**  
Third Edition. Price, Re. 1-4.
6. **Festings' A Picture Story-Book of Indian History.**  
Third Edition. Price, Re. 1-4.
7. **Ramsbotham's Class-Book of Indian History.**  
Third Edition. Price, Re. 1-8.
8. **Ross's Physiology & Hygiene.**  
Third Edition. Price, Re. 1-8.

**COOPER—PUBLISHERS—BOMBAY, 4**

*Sole Selling-Agents for Bengal, Bihar, Orissa and Assam :*

**Messrs. CHUCKERTY CHATTERJI & CO., LTD.,**  
**BOOKSELLERS AND PUBLISHERS,**  
**15, College Square, Calcutta.**



THE  
**Teachers' Journal**

**Organ of The All-Bengal Teachers' Association**

Vol. XVIII. ]

AUGUST, 1939

[ No. 8

## Pedagogy and Palmistry

Rames Chandra Choudhuri, M.A., B.T.

Nawab Bahadur's Institution, Murshidabad.

THE rearing up and education of children is of eternal interest to parents, guardians and to all who are concerned with the welfare of the state. How should education be best adapted to individual needs ? How can the State give the best and most desired training to its members so as to march along the path of progress and prosperity ? How can you give every man his jobs so that there would be no groping in the dark, no aimless rambling, no disappointment and no waste of money and energy ? These are questions of big interest affecting not only individual joy and success but also collective happiness and prosperity.

### Meeting of East and West.

To answer all these knotty questions there have been of late careful researches in the science of pedagogy and in the art of teaching. Eminent psychologists and physiologists have carefully investigated the behaviour of animals. Many devices have been invented to measure the intelligence of man so as to predict the future possibilities of each and every child. Though in some lines of work, the results are not unassailable, they are nevertheless very remarkable and promising. The aim of this article is to show how the modern science of pedagogy so far as it relates to the knowing of the child can be supplemented by the science of Palmistry to achieve results of a more convincing nature. It is an example how the East with its characteristic deep thinking into the inner nature of things and synthetic judgment can throw a flood of light on the western analytic researches and objective experiments.

### Palmistry, an old Science.

Palmistry or the study of the hand is as old as any other branches of human learning. It was taught and practised not in our country alone. The Greek philosopher Anaxagoras characterised it as "a study worthy of the attention of an elevated and enquiring mind." In the original Hebrew Book of Job ( chap. xxxvii ver. 7 ) these significant words are found "God caused signs or seals in the hands of all sons of men, that the sons of men might know their works." In ancient times the greatest study of mankind was man and so it is no wonder that in the most enlightened forms of earliest civilization in India, China, Egypt, Persia, Rome and Greece greatest stress was laid on the study of hand and astrology. Copious references are found from the time of Laksman Sen down to the end of the Mogul period to the belief of the kings and emperors and the people in general to the prediction of future events by the study of the hand. Bankimchandra in many of his novels has skilfully shown how the astrologers and the palmists were much in demand not only among the lay people of the street but also princes and princesses of the Mogul Court and the harem.

### Is heredity intelligence ?

In the old Hindu scheme of education the hereditary equipment and the intelligence of the scholar were not ignored by the preceptors or the *gurus*. Different ages have been prescribed for the initiation

ceremony of Brahmin, Kshatriya and Vyasya lads. After the ceremony the child was considered sufficiently mentally developed to be initiated into the mysteries of mundane and spiritual knowledge. The different ages probably indicated the time at which intelligence appeared in a marked degree among boys of different castes. Probably this classification erred a little by identifying heredity with intelligence. Of course, there is a great correlation between these two factors but one is nevertheless different from the other. The guru at first apprised himself of the family or the *Gotra* of his pupil so as to determine his fitness for learning. From his date of birth he would also cast his horoscopes so as to know the future tendencies of the boy, the educational implications of which cannot be over-emphasised. All these go to show that the Indian teachers recognised the fact even in very remote times that it was not possible to make "a silk purse out of a sow's ear or to make a porcelain vase out of a lump of common clay."

#### Problem of the giant and the dwarf.

The teacher is like a gardener. He is to rear up the kiddies entrusted to his care. He is to watch the growth and development of each pupil. The weak and the sickly should receive his special consideration. The different seeds will be requiring different manuring and nursing--one will develop into a mighty oak and one may turn out to be a feeble creeper which can expect to live only by finding a support in some other stronger plants. The giant and the dwarf cannot be housed together and neither should they receive the same kind of food.

#### Attempts at Solution.

The question of questions is how can we separate the deficient and the feeble-minded boys from the normal ones and how can the bright promising boys be segregated from the less-gifted brethren? This task has been attempted by the application of the mental tests which aim at measuring the mother wit of each educand. Prof. Godfrey, H. Thomson, Dr. C. S. Myers, Prof. C. Spearman, Prof. Zerman, Dr. P. S. Ballard have all worked hard in this line of work and their researches have made considerable headway since the work was started in France. Group testing was born in America and the American Army Tests are credited with having achieved results in the matter of classifying officers for war service. The tests enabled the authorities to find out the fools, to prevent the yoking together

of ox and ass, and to put the right man in the right place. In spite of all these definite results, obstinate questions have been raised regarding the efficacy of the mental tests and their validity and reliability. Some have wondered whether it is possible to measure that wonderful and mystic human mind and all attempts to bring exactitude into a realm which is essentially vague and indeterminate, have been characterised by them as a wild-goose chase. Moreover, the will, personality and character of a man cannot be measured by these mental tests.

#### Language of lines and figures.

My proposition is that palmistry and the science of astrology can be harnessed to the mental tests with a view to meet many of the foregoing objections. They can help the teacher in knowing the complete child and also his future lines of growth. Moreover, the language in which things are written on the hand can be universally understood. The interpretations of the lines and figures of the hands when done with scientific precision are bound to have far-reaching influences on the science of pedagogy specially and also on other branches of human knowledge.

#### What is intelligence ?

Let us first of all show how Palmistry can have an important say in the determination of human intelligence. This raises rather a difficult question, *viz.* What is intelligence ? There are, of course, divergent opinions about the nature of intelligence. Some define it as general adaptability to the new problems and conditions of life. Prof. Spearman seems to say there are two factors in intelligence, one being a general ability and the other a special ability. Intelligence may commonly be understood as "inborn, all-round mental efficiency." It depends to a large extent on a healthy nervous system which can reach quickly to appropriate stimuli. It includes also quickness of understanding and implies the capacity of the human mind to think and solve problems. Students of Palmistry or Cheirognomy must be familiar with the Heart line, the Head line, the Life line and the mounts of Mercury, Apollo, Saturn, Jupiter, Venus etc.

#### Intelligence as read by Palmistry

The intelligence of a boy may be determined by a special reference to these signs of the hand, *viz.* (1) The Head line (2) Life line together with the Health line (3) The Mount of Mercury under the 4th finger.

The Head line represents the mentality or the mental equipment of the boy. The Life line together with the Health line (the absence of the Health line indicates a robust physique) tell a lot about the nervous system and the tone of the body. They may be read with profit by reference to the Mount of Venus. A good nervous system reacts promptly to external stimuli and is a con-comitant factor of intelligence. The Mount of Mercury is closely associated with good mental grasp of facts and ideas and may be read with benefit by reference to the middle phalanx of the thumb which represents the reasoning or the logical side of the human mind. The sciences of Astrology, Physiognomy and Phrenology may all supplement this branch of investigation to arrive at conclusions of a definite and unambiguous nature.

#### Language of Palmistry.

The size and shape of fingers, the nails with their moons, the Apollo line, the Fortune line, Solomon's Ring or Saturn's Ring, the Girdle of Venus, signs like the Star, the Square, the Circle, the Island, the Triangle, the Cross, the Mole have each to tell its own story.

#### Medical Sciences supporting Palmistry.

Though Palmistry is essentially an inductive Science there are cogent reasons warranting many of its conclusions. The Life line is directly connected with a large blood vessel which is closely connected with the heart, the stomach and other vital organs. Medical Sciences also say that there must be an advance growth or change in the brain cells years before your behaviour in a definite line or your other changes in character become the result of such past development in the brain cells. Every deed in our career is the result of some mental changes and as there are more super-sensitive nerves from the brain to the hand it may be that some changes and signs would become visible in our hands long before the actual happening of the incidents which they forecast. In such cases to be forewarned is to be forearmed.

#### Scotland Yard and Criminals.

In fact some of the results of Palmistry are utilized with precise results by a highly specialized band of workers of the Scotland Yard. A whole library of books have been devoted to the detection of criminals by the study of thumb impressions and also the impressions of the tips of the fingers. The brain as it works leaves its traces in all

unthought-of ways. Every blood corpuscle contains the end of a nerve fibre and is in immediate connection with the brain. Every portion of the brain is in touch with the corpuscles found in the tips of the fingers and the lines of the hand. If the people of Scotland Yard can utilise the results of Palmistry in one of its aspects to the detection of criminals, why should the whole science fail to detect the quantity and quality of intelligence which each child possesses ? If researches be carried on in proper lines astonishing results of prognostic value about the mentality, the will power, personality and character of each and every boy can be discovered with scientific precision.

#### The Writing Soul.

Or if you believe in the human Soul as a part of the Universal Soul of all things and beings, it is possible that it can know all things and so through the instrumentality of the brain and its actions writes its knowledge of the future far in advance for the good and benefit of each individual it inhabits. We should do well to remember in this connection the pregnant saying of Hamlet, *wix.* "There are more things in Heaven and Earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy."

#### Key to Some Signs.

The Heart line helps us to know the feelings and affections of a boy and also the sentiments and complexes he is likely to develop. It has also a good deal to predict about the nature of love of the boy—whether it will be predominantly physical or spiritual. The Mount of the Moon can say much about the imaginative side of a boy. As the Head line represents mentality, so the thumb—specially its top or nail portion—reveals the will-power of each individual. These characteristics should, of course, be studied by reference to many other signs and lines of the hand. The shape of the hand, the size and formation of the fingers give very broad unerring hints about the nature and character of each individual. A poor Head line in an Elementary type of hand with a depressed mount of Mercury is often an infallible test of discovering weak and defective children known as idiots.

This is not the place for dealing exhaustively with the different lines and signs of the hand, nor do I claim expert knowledge on the subject. But my object in writing this article is to show the way in which important researches can be carried on with a view to the

arrival of correct knowledge about the educands. If it gives impetus to some of my colleagues to work in the lines suggested, I believe they will be able to contribute some useful knowledge to the science of Pedagogy.

### Stories of the two Hands.

The study of both the Right and the Left hands is essential for the proper understanding of the child. The left hand represents the hereditary equipment and right hand tells the changes that the subject has effected by his own action or inaction. If the left hand gives you an idea of the destiny of the subject, the right hand says that you build your own career brick by brick, i.e. man is the architect of his own fortune. It explains Shakespear's idea of "Character is destiny." There are good physiological reasons behind this interpretation of the two hands. We use the left side of the brain more than we do the right and the nerves cross and go to the right hand! Consequently, it is this hand which reflects the developments of the working brain as the left hand predominantly gives the natural tendencies or inclinations. When something is marked on the left hand and not on the right, the tendency will be in the nature but unless it is also marked on the right hand it will never bear fruit or come to any result. When the two hands are exactly alike, it indicates that the subject has not developed in any way from heredity. Speaking in terms of educational psychology we may say the Right hand represents the A. Q. of the child and the left hand has a wonderful story to tell about his I. Q.—one expresses the clergy wit and the other reveals the mother wit of the subject.

I, of course, believe there is a "Divinity that shapes our ends, rough hew them as we will", but nevertheless the human will has a great deal to do in forging the character of that destiny. Pedagogy and its sister science Astrology when correctly studied can predict our future careers with astonishing precision. If, at the very outset, we can discover children of different grades of intelligence and with different kinds of career, we shall be doing an incalculable service to society and the state. Just think of the random and haphazard way in which children are now brought up. How very defective is our school organisation. The same kind of scholastic mill grinds down all children to the same dead level of mediocrity. The really strong points of our nature are not brought into display, the weak and the defective

do not receive tender and careful nursing. The demon of democracy rules here also. We try to level down all distinctions. In doing so we are working against the forces of Nature and the will of God. So there is always something out of order in our scheme of things. Let not our sciences ignore the fundamental truths hidden in the cover of God's mantle.

"Let knowledge grow from more to more,  
But more of reverence in us dwell."

---

## The New Education and the New Teacher

Sibadas Pal, M.A., B.T.,

Asst. Headmaster, Dainhat High School

### II

**T**HE New Teacher never uses *the terms*, "wicked" "bad", 'hopeless' or 'good for nothing', 'dull'. He respects his boys.

If a student fails in his lessons again and again, he only becomes sorry and wonders why it is so ; but he feels certain that his inability is not due to his want of intelligence—for with the boy failing to him the boy looks as intelligent as many of his to prepare his lesson so-called 'good' friends.

Then he gravely inquires if his failure is due to any work at home, N. T.'s "Never mind" any trouble with health or is it merely a habit ? to his pupils. 'But never mind, still you can catch up'.

Thus slowly but surely the New Teacher restores the self-confidence of his students and removes the most distressing but common phenomenon of students convinced of their 'badness and naughtiness.'

**His free discipline** The New Teacher is he who can cure him of this conviction and the rod can never cure but only aggravates the disease. This method is more a discipline with the teacher than a student and this is *really the free discipline* :

*Some effective organisational methods to secure this free discipline :*

1. The N. T. must mix with his student freely. He is in the field, organises music—অতচারী—Scouts : for these afford most

healthy opportunity for mixing with the students.

He does everything *to order*—himself.

2. *Self government : principles of democracy* invite the class representatives' opinion in fixing the date of the prizes (before or after the vacation) ; about the time of organising a picnic, library etc.

3. *The H. M. must be on his legs* and walk along the verandah as often as possible. There is an association around the name of H. M. This patrolling will effect a bloodless revolution however lenient the H. M. may be. This will greatly dispense with the problem of the *physical aspect* of the discipline or the *negative discipline*.

*Punishment : Is it a necessity ?*

There's an *inverse ratio between* the punishment and the self-respect. The stronger the sense of self-respect, the fewer the occasions for punishment, corporal or otherwise. The N. T. knows that the prime mobile of all progress in the mental life of the students is their growing self-respect. *He cares for nothing but this.* The N. T. *spares the rod for he wishes to spare the sentiment even when dealing with the apparently incurables.* He knows that the severe punishment dealt to these boys with criminal proneness can never be reformatory. *At best such punishment can only be exemplary.*

Even when he has recourse to that, he remembers that thereby he is sacrificing the individual to the many and is committing a sin. He knows that our society is not sufficiently organised to apply a social remedy to this social nemesis. *The true cure lies—he knows—(1) in pressing psychiatry more and more into service, (2) by educating the guardians and (3) in creating an efficient social heredity.*

*A transitional stage :* inevitable. Punishment when necessary is the mildest—next corporal. *A boy with a growing sense of self-respect is overwhelmed with only a 'stand up' or a mere 'flare up' or a mere 'let alone'.* But always the N. T. spares the sentiments of his students.

<i>N. T.'s effective 'Stand up.'</i>	<i>He orders a student to 'stand up' and then proceeds with his class-work and then suddenly after a few minutes break off from his lecture and most generously asks him to 'sit down'—as if he is convinced that the defaulter is all right. The self-regarding sentiments when roused sharpen the boy's sensitiveness to shame.</i>
--	---

*Pile punishment upon punishment and the boy becomes at first rebellious—then insensitive and cane-proof.*

He knows that the *naughty children* are often *the salt of the school*. They become the people with *the 'ironwill'* in their later life. He knows that their will must not be broken. They should be charmed—they should be persuaded. *The New Teacher is already born though he has not accomplished his ends yet.* Any and every person drifting into this profession is not he ! *For he is born and not made.*

### What he looks like ?

1. He hates isolation and the grave face. Monetary embarrassment can not extinguish his genial smile. *He is no isolationist.* He is a friend, philosopher and guide to his students.

The *sluggards* and the characterless persons only are afraid of mixing freely with their boys. They are the pest of the profession and conveniently *skulk away behind the card-built bulwark of prestige*; c.f. *Santiniketan* 'সন্তিনীকেতন' !

2. He believes what he does or professes to his pupils.

3. He keeps his word at any cost.

4. He loves his pupils : The students instinctively feel this. *You can never deceive them with mere camouflage.*

5. Above all he has *unbounded enthusiasm*, earnestness and eager outpouring of his soul into the work. The old T. is specially marked with this want of enthusiasm. He is stranded.

6. He is an enthusiast because he carefully nourishes with *him a young and youthful heart*. The strings of the soul of a growing boy spring into resonant music if only we can touch them aright. This can be done only by those who can share the adolescent's feverish uncertainty in a spirit of love.

It must however be remembered that *a young in years is not necessarily a young in spirit*, and the most enthusiastic and youthful heart may be there under the snow-white head. Who does not acknowledge the *robust enthusiasm of Rabindra Nath*, our Gurudeva and the *Teacher of teachers of Santiniketan* ?

### Beware of ageing.

*But old or young, beware of ageing.* The age is like frozen snow that will blight the budding petals under your care. It will damp the flames (holy) burning in your students. *The New Teacher remembers that he is a gardener in the garden of God.*

He loves and lets them bloom. Let us not *complain with Mr. Charles Robertson*, Chairman of the London Ed. Com., who said in an interview with the Daily Herald the other day that as the authority can not find posts for teachers leaving training colleges, the children lacked the new enthusiasm which young teachers always bring. The *staffs are ageing*, he said gravely. But the new teacher shall not age. He is ever young. *For he knows who puts forth the blossoms* : and how :

তোরা কেউ পারবিনে গো  
পারবিনে ফুল ফোটাতে।

যতই বগিস্, যতই করিস্  
যতই তারে তুলে ধরিস্  
ব্যগ্র হ'য়ে রঞ্জনী দিন  
আঘাত কবিস্ বোঁটাতে

তোদের বিষম গঙ্গোলে.....

He knows

যে পারে সে আপনি পারে  
পাবে সে ফুল ফোটাতে  
সে শুধু চায় নয়ন মেলে  
জু'টি চোখের কিরণ ফেলে,  
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের  
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে



# The Training of the Teachers in India\*

## The Problem of Reorganization

Mubarak Ahmed

ONE of questions that is aching the mind of the educationist in India to-day is the problem of reorganization of the Training Colleges and Departments of Training of Teachers. The cry has been raised that the existing system of training of teachers is hardly satisfactory,—and as such needs a thorough and complete re-examination and overhauling. As the future of the country and nation ultimately hinges upon the proper training and equipment of the teaching staff, it will therefore not be quite out of place here to take a bird's eye view of the whole question, and to offer certain constructive suggestions, based upon the study and observation of the system of training of teachers in Great Britain (including Free State), France, Germany, Soviet Russia, and U. S. A.

Let us enquire into the history of the system of training of teachers. Unlike the United Kingdom the system is quite of recent origin and dates from the first decade of the present century. We propose to confine ourselves within the limit of Post-graduate Training only, reserving the Course of Vernacular Master's training for a future article. Prior to the 20th century the training of teachers did not exist in India and the training received was in the hard school of practical life. "A good scholar must be a good teacher" that seemed to be the motto and attitude of the educationists of those days. In some parts of India a kind of apprenticeship, existed, when a novice gained experience in teaching under the supervision of an efficient Head teacher although indirectly. Teaching was considered to be more or less a labour of love, a kind of social service and as such no question was raised as to the curriculum, status and salary of teachers.

But with the dawn of the 20th century, with the multiplication of secondary schools and increase of students, things began to take a different turn, further accentuated by increasing contact with Western mind and culture. Consequently there was a growing dissatisfaction

---

\* With particular reference to Bengal.

with the existing system of teaching, accelerated further by various forms of disciplinary questions, widening of outlook, broadening of sympathy culminating in the realization that something was wrong in "the state of Denmark". This led to the establishment of two Training Colleges in quick succession, one in Calcutta and the other at Dacca, the former intended for the people of Western Bengal and Bihar and the latter for the newly-created Province of Eastern Bengal and Assam but under the control of the University of Calcutta. How far the existing training colleges have served the needs and requirements of the teachers we propose to consider in the following sections.

(B)

There is at present only one Training College on the average in every Province of British India. The total number of students admitted per year is roughly eighty. The Course, in the majority of cases, is only of 1 (one) year duration and the students seeking admission were third-class graduates of the University to whom all other avenues were closed. Admission used to be made on haphazard manner but now-a-days by open Competitive Test Examination with a few nominations at the discretion of the Head of the institution.

The Training Colleges are under the dual control of the Department of Education of the Province and the Provincial University. The Department controls the organization (i. e. administrative) side and the University the academic side. The staff of the Training Colleges with the exception of the Training Department of the University is poor, both from the point of view of quality and quantity. Most of the teachers have poor academic record (on the general side) with little or no experience in teaching in any school.

The Course, as we have already pointed out, is of one year duration and the highest degree or Diploma conferred is B. T. or B.Ed. with the exception of the Universities of Andhra, Patna, Dacca and Bombay, where there is provision for Master's Degree. The curriculum consists of (i) Principles of Education including Educational Psychology (ii) History of Education both of the East and the West (iii) Method of Education—General and Special (iv) Modern Educational Movement including Educational Measurement with Practice-teaching as part of the curriculum. This practice-teaching is carried on mostly through Demonstration and Criticism Lessons,—not necessarily in the Demonstration Schools, combined with supervised teaching.

Most of the pupil-teachers are under 25 years of age and in the

case of Training Colleges enjoy full or half pay from the Schools from which they have been deputed, supplemented by the stipends from the Colleges. There is no tuition fee in the Training Colleges although it is there in the Training Department of the Universities and also in the Training Colleges attached to denominational Universities. External students are not allowed to appear in the final Degree examination of Education,

The examination is mostly of the Internal type (a kind of "domestic affair" as it is sometimes called) and the Practical Examination although conducted in the presence of the External Examiners is supplemented by the college-record of candidates. Such in brief is the condition of the existing Training College and in the following section we propose to consider how far it can be regarded as satisfactory.

(C)

Let us first of all consider the question of admission into the Training Colleges. In Germany, but particularly in France and Scotland, great stress is being laid upon the general academic proficiency of the secondary school teacher. It is thought in those countries that the teachers of the secondary schools should at least be 2nd class Honours graduates of the Universities. In France the secondary school serves as the probationary period for the ambitious teachers of the Universities. Following the example of those countries we insist that the preliminary qualification for admission into the Training College particularly at the transitional stage, should be 2nd class Honours or 1st class "Pass" degree of the University,—as the irreducible minimum qualification. The competitive Admission Test should be a stiff one so that none but distinguished alumnies equipped with adequate general knowledge and wide outlook may get through the same.

What should be the duration of the Training Course? This is another question which is engaging the attention of the educationists of our country. Some of the eminent educationists inter alia the Principals of the Lahore Central Training and the Aligharh Muslim University Training Colleges (the latter is now the D. P. I. of Kashmir State) recommended the extension of the Training course from one to two years. The existing condition of one year is too inadequate, too short particularly when we remember that courses like Law, Engineering, Medicine etc. take 3 to 5 years to complete. We wonder what led the educational authorities in the early decades to conclude that 1 year would be quite adequate for the purpose of training. A subject

so varied, so vast, so complex, dealing as it does with the entire life of an individual should take at least 2 (two), if not more, years to complete. The consequence of the existing half-hearted training is palpable to everybody. The educand do not take it at all seriously,— consider it only as a side issue, a means to an end, with the inevitable result that as soon as they take their Degree, they too are pleased to give up all further study and investigation into the educational problems of the day. Our suggestion for reconstruction is as follows :—

(i) The course for the initial Degree should *ordinarily* be of two years, the first year being devoted mostly to the Theoretical part of the curriculum, the second year mostly to the Practical part.

(ii) The course of Education may be introduced as one of the alternative subjects in the ordinary Arts (B.A.) Degree as is the case in some of the British Universities and the students who have attained the "required" percentage of marks, particularly those who have secured Honours in Education,—may be granted the privilege of taking the B. Ed. (B.T.) Degree in one year. The benefit claimed by adoption of this procedure is that it will make Education as one of the most important subjects in the eyes of the public.

Should the Bachelor's Degree be regarded quite sufficient for the purpose of Training, particularly for those who are very ambitious and keen ? We believe that the purpose of education cannot be adequately served without the introduction of Higher Degree (M.A.,

*Higher Degree :- M.Ed., or Ph.D)* for the more ambitious students who desire to proceed further with their course but

who have no money to spare for training abroad. We suggest that the M.A. Degree should be mainly by Examination after the London model, M.Ed. and Ph. D. Degrees should be mainly by thesis, i.e. they should be research Degrees. The University should come to a tacit understanding with the Departmental authorities ( of which more hereafter ) that none but high-class graduates (M.A. general and professional) should be appointed teachers of the Training Colleges and when they are appointed in private secondary schools should be given the start not below the rank of Asst. Headmaster with certain minimum pay, and that this higher Degree should be equivalent to the foreign Diplomas and so on, in the matter of direct recruitment. That will add glamour and lustre to the Higher Degree and will encourage enthusiastic learners to attend the course in large numbers. Be it noted that this Higher Degree should be of one year duration after

the successful completion of the first Degree course in the case of M.A. or M. Ed. Degree, or of 2-year duration in case of Ph. D.

Coming now to the question of dual control over the Training Department or Training College by the Education Department of the Province and the University authorities, we suggest that the practice should be discontinued without any further delay. The Training Colleges, of all the institutions, should be deprovincialized, at the first instance, and be placed under the control and supervision of the University, both administrative and academic sides. In other words, it is the University which should make appointment, conduct examination, lay down curriculum and so on, like other Departments under its control. In the case of Training College, like the Training College of Aligarh, there should be a Governing Body consisting of both official and non-official members. Such Training Colleges, if independent

The Dual Control. by itself, should be subsidized by the Education

Department like ordinary Degree Colleges. The merit claimed is that (i) it will encourage the appointment of qualified members in the teaching staff (ii) stimulate greater degree of research and investigation (iii) free the Training Department from too much official pressure (iv) effect economy. In order to secure greater number of trained teachers permission may be granted by the University authorities to the mofussil colleges to open the Post-graduate Training classes subject to the condition laid down already.

We shall next take up the question of the staff of the Training College. We have to confess that at present the qualification of the

The Staff Of  
The Training College, staff of the Training College, particularly those under the management of the Department, is far from being satisfactory.

Some of the teachers of the Training Colleges had poor academic record, with still poorer experience as teacher. The minimum qualification of the teacher of Training Colleges should be a good M.A. Degree (both academic and professional) with experience as teacher (preferably as Headmaster) for at least 5 years. It is believed that if this minimum qualification is adhered to, it will not only enable the teacher of the Training College to command proper respect from the educand but will help him in handling the critical situations efficiently and discreetly enabling him ultimately to speak and interpret the child Psychology from first hand knowledge and experience. Further the University should lay down that the promotion or increment ("Efficiency

Bar" as it is called by the Government) of the teacher of the Training College will depend upon their teaching capacity combined with the amount of original work he has done in this connection. That will be an incentive to the enterprising teacher and induce him to put forth his best endeavour for the promotion of the cause of research and investigation combined with a desire for improvement of their qualification and efficiency.

The curriculum of the Training Department though not seriously wrong requires a little readjustment. As the first Education Degree course will be of two years, instead of one, we see no earthly reason why the standard could not be raised and be made co-equal with the Diploma Course of the foreign Universities, particularly Universities of Great Britain and Ireland. The curriculum of the first Degree course should be as follows :-

**The Problem  
Of Curriculum.**

**(A) Compulsory Theoretical Subjects.**

- ( i ) Principles, Theory or Philosophy of education- 2 papers.
  - (ii) Method & Practice of Education- ... 1 Paper.
  - (iii) Elementary Educational Psychology & Elementary Hygiene. ... 1 Paper.
  - (iv) History of Education (English & Indian) 1 Paper.
- Total five papers.

**(B) Theoretical Optional Papers :—Any two.**

- ( i ) History of Western Education.
- (ii) Recent Educational Movements.
- (iii) Comparative Education.
- (iv) Experimental Education.
- (v) Advanced Educational Psychology.
- (vi) Examination.
- (vii) Adult Education or Education of physically defective children.
- (viii) Physical Education, Etc., Etc.  
or alternatively submission of a thesis of ten to fifteen thousand words based upon research and investigation of the candidates.

**(c) The Course of Professional Training.**

Coming now to the question of practice-teaching, the existing system, to say the least, is thoroughly unsatisfactory. Not only is

there a paucity of Demonstration Schools, but there is a conspicuous absence of adequate opportunity and facility for supervised teaching. We suggest that both theory and practice of teaching should run concurrently and not successively, the first year of the Course being devoted mostly to Demonstration and criticism lessons and the second year to supervised teaching under the eye of a selected number of teachers of the school and professors of the colleges. We believe that greater stress should be laid upon this part of the course, as it is this training which will ultimately stand the candidate in good stead and determine his future in the practical walk of life. The complaint has been raised that trained teachers are no good and in order to rebut this charge it is essential that greater stress should be laid upon the Demonstration, Criticism and supervised lessons so that no black sheep may get through. Besides there should be a few non-examining subjects such as, gardening, painting, music, modelling etc. to which special certificates may be awarded.

Is the system of examination, particularly in the training Colleges satisfactory? We believe here too it is not without its criticism. As most of the Examiners are internal, it is often remarked

that impression based upon the subjective factor,—

Examination often carries a good deal in the allotment of marks. To-day the relative value of Internal and External Examinations have become the subject of considerable debate and discussion, but according to the tradition of the holy prophet Muhammad, as the via-media course between the two extremes always seems to be the best, we therefore suggest that the system of mixed examination should be introduced, i. e. papers are to be set by the Internal Examiner but to be examined by the External Examiners,—so as to obviate the chance of doubt and suspicion. As an alternative measure, following the advice of Dr. Sir Ziauddin Ahmad we suggest that the papers are to be set and examined both by the internal and external examiners,—as is the case with some Universities in India and the United Kingdom. The External Examiners are to be selected from the rank of teachers of sister Training Colleges with a sprinkling of qualified Inspecting Officers, so as to keep the Inspector in touch with the progress and achievement of the Course itself. It is superfluous to point out in this connection, that instead of names, the script number of students should be introduced.

(G) We fail to understand any rhyme and reason for maintenance of separate Training Colleges for members of two opposite sexes. Critics may object to its introduction at the adolescent stage but they cannot have any objection to its introduction at the stage off maturity, particularly when the system is already under way at the undergraduate and Post-graduate classes. Introduction of Co-education will not only prove to be economical, but it is likely to create better understanding and greater sympathy and fellow-feeling between the members of opposite sexes. The present writer in course of an article in one of the leading journals of the Punjab once vehemently protested against the introduction of Co-education at the pre and late adolescent stages, and ever since he has been a persistent critic of the same, but he has certainly no objection to its introduction at the stage off maturity, particularly in topical countries,—when both physically and mentally the beast in man is brought under control and is domesticated. We therefore appeal to the educational authorities of both the Department and University, to make early provision for the introduction of Co-education in the Post-graduate training department of the University without any further delay.

(H) At present the Library and the Laboratory of the Training Colleges can hardly be regarded as satisfactory. Not only Library and is there a conspicuous dearth of up-to-date Laboratory educational journals of the East and West,-but there is the absence of up-to-date literature such as may be required by the research scholars and investigators. Nothing can be more disgraceful and shocking than this. We therefore appeal to the University authorities as well as to the Department of Public Instruction, to make liberal contribution in this direction, out of the saving to be effected by the abolition of Training Colleges for girls, abolition of the system of free-studentship and imposition of limited amount of tuition fees. It is believed that the amount thus collected and raised will help the Chairman of the Training College to maintain an efficient Library and Laboratory. The Library should have two sections—reading room and Lending sections so as to cater to the needs of every section of students.

(i) We suggest that there should be greater opportunities for

**extra-academic activities** in the Training Colleges than what exists at present. Not only should the educands be granted complete self-government in the matter of internal affairs of the Institution, e. g. Library Association,

**Extra-Academic Activities.** Home-Rule, Parliament, Debate, discussion, excursions, sports, games etc. but every attempt should be made to develop in the learners the spirit of *esprit de corps* so as to enable them to introduce the same in their own institution on their completion of Training College Courses. It is hoped that the adoption of this course will widen their outlook, enlarge the range of their sympathy and will enable them to become successful teachers capable of handling all complicated cases in a befitting manner.

(j) We fail to understand the need and justification for the perpetuation of the existing system of award of stipend and free-studentship in the Training College. Time was when such stipend and free-studentship might have their justification, but that Free-Studentship & Stipend. justification no longer holds water, owing to the change of time and circumstances. There is a plentiful supply of qualified candidates for admission who would be only too glad to meet their own cost. We therefore suggest the immediate discontinuance of universal free-studentship and award of stipend. It is only when a candidate proves to be hopelessly poor but promising that some form of financial aid may be granted to him,—free-studentship or stipend or both. The saving thus effected may be utilized in improvement of the quality and quantity of the Training College on the line hinted already.

\* \* \* \*

( D )

In conclusion we have shown that the existing system of training of teachers in India in general and Bengal in particular, is open to serious criticism both qualitatively and quantitatively. Beginning with the qualification of the staff, down to the method of instruction, with occasional exceptions here and there, the entire structure of the Training College needs thorough reorganization.

The line of re-organization we have already indicated, which, though not exhaustive and complete in itself, may be taken as the beacon-light on the basis of which re-organization may be started. We have pointed out that the existing system of dual control by the University

and the Department of Public Instruction hardly tends towards the efficiency of Training and have emphasized that Training Colleges should be deprovincialized and be regarded as the integral part of the University, like the Department of Law, Physics, History etc. that there should be greater provision and opportunity for research and independent study leading to the award of Higher Degree in Education, so as to dispense with the necessity of going abroad and that the curriculum on the theoretical side needs partial revision with provision for optional subject and last though not the least Co-education should be introduced particularly at this stage both for reason of efficiency and economy and that an Enquiry Commission should be set up by the Inter-University Board under the auspices of the Central Government to consider the humble suggestion of the present writer.

The benefits claimed if the humble suggestions are accepted are (i) it will raise the standard of instruction (ii) make the B.T. and B. Ed. on a par with the Diploma of the foreign Universities (iii) offer encouragement and incentive to the ambitious and enthusiastic students (iv) provide scope for investigation and research (v) effect economy (vi) offer opportunity for understanding between the educator and the educand, between the members of opposite sexes. We appeal to the education authorities not to treat the question of training of teachers with indifference and neglect, as they have done so long, remembering as they should do that it is upon the quality and quantity of training that the fate of the future generation will largely depend and that upon the training of teachers hinges to a considerable extent the salvation of the race.



# A few words on the principles of English pronunciation

Kshitish Chandra Basu, B.A., B.T.,  
Headmaster, Tespur Bengali Boys' High School, Assam.

## 1. Why the principles should be learnt :

IT is the sad and common experience of most of us that our boys—not only in schools but in colleges also—cannot follow an Englishman speaking English. How often have we to use that familiar expression, "Beg your pardon, sir." when spoken to by an Englishman ! I need not narrate the various stories that are current about people who are reported to have failed to make themselves intelligible to Englishmen although they spoke nothing but pure "King's English." Such stories only prove that the pronunciation of even the educated amongst us is far from what it should be, if not altogether bad.

There are many amongst us who say that English is a foreign tongue ; it is, therefore, quite enough if our boys can acquire a working knowledge of English to express their thoughts and ideas. Is it really enough ? Is the function of language, spoken or written, only to express the thought ? We want not merely to express, but to impress or communicate which is not quite the same thing. If this were all, we might trickle gently or gurgle and splutter convulsively as we pleased with much the same result. We have to pour out in such a way that every drop may, if possible, be got into the another bottle. We have to consider how to get our thoughts into the minds of others. So every one in the act of delivery should see that he is giving the sense of what he reads. Sentences give no sense if they are uttered too quickly or words are hurried over or melted together.

The argument that it is difficult to ascertain the exact and correct pronunciation when there are marked differences between the English of even the educated people of Southern and Northern England, does not hold good ; for the pronunciation prevalent in Southern England is admittedly the standard to follow.

As teachers our responsibility is very great. There is no denying the fact that most of the children are taught wrong sounds and bad

pronunciation from the very day they begin to learn the English alphabet. It is thus our duty to teach our students the standard pronunciation. We shall be failing in our mission if we do not make a serious attempt to improve the existing state of things.

It may not be possible for us to be wholly flawless in our pronunciation of English words and sentences. We may not succeed fully in imitating the exact modulation and intonation of Englishmen. But I do believe that we may considerably improve our pronunciation if we learn the laws of Phonetics and try to follow them.

### 2. The importance of the phonetic alphabet :

Phonetics has always been a neglected subject in our universities. There are now available quite a number of really good books on Phonetics from which one may learn the laws and principles of English pronunciation. Although the mastery of the principles does not necessarily mean the mastery of the art of pronouncing correctly, a close study of the science will go a great way in helping us to avoid ugly pronunciation in many cases.

Our elders had an advantage over us. Some three or four decades ago, colleges in Bengal and Assam had on their staff Englishmen, and the students then could learn directly from them the correct pronunciation of English. They had one difficulty, and that was they had little opportunity of learning the principles. The difficulty of the present generation is just the reverse.

If we are to have the fullest advantage of the very useful publications on Phonetics, we must learn the INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION ALPHABET.

Some ask, "Why not teach the pronunciation of English through the sounds of the learner's mother tongue instead of through the I. P. A. alphabet which is likely to be confusing ?" This is not possible ; for in the case of vowels, our short vowels are not as short as the English short vowels and our long ones are not again as long as the English long vowels. Among the consonants again, certain sounds, e.g. f, v, θ (th in thin), ð (th in then), z (s in is), ʒ (s in pleasure) and w cannot be accurately transliterated.

### 3. Organs of speech :

- (i) Two lips.
- (ii) Teeth and gums including the teeth-ridge.

(iii) Palates ;—beyond the upper gums, the roof of the mouth is first convex and then concave. The convex part is the hard palate and the concave part is the soft palate.

(iv) The tongue with its four divisions :—

(a) Tip.

(b) Blade, the front part with the tip i.e., the part that can be projected.

(c) Front of the tongue, the part opposite to the hard palate.

(d) Back of the tongue, the part opposite to the soft palate.

(v) Vocal chords.—The space between the vocal chords is called the glottis.

#### 4. Voiced and voiceless sounds :

When the sounds of speech are produced, a stream of breath is sent out from the lungs. We get different sounds according to what happens to this stream of air on its way out, past or through the various organs of speech.

The air-passage through the throat and mouth may be closed more or less completely or left open.

If the mouth passage is closed for a moment or partially closed or made narrow so that the breath is more or less checked and let out (a) with an explosion or (b) with audible friction, consonant sounds are produced, e.g., (a) k, g, t, d, p, and b ; (b) f v, θ, s, z, etc.

If the mouth passage is left open wide enough so that the breath passes out with little or no audible friction, vowel sounds are produced, e.g. the sounds represented by i, a, u, ə, e, (in fit, bath, hut, bat, men).

Thus the difference between consonant and vowel sounds depends solely on the amount of obstruction with which the breath meets from the organs of speech on its way out.

Thus differences between one vowel and another and between one consonant and another, depend on the shape of the air-passage which is changed as the vocal organs take different positions. The consonant sounds differ according to the place where the interference with the breath takes place, e.g. when the sounds t and d are made, the point of the tongue touches the gums just above the upper teeth. The sounds of "th" ( in thin and then ) are uttered when the point of the tongue is placed against the points of the upper teeth.

The glottis is formed by two membranes called vocal chords

which stretch across the inside of the throat. They are closed when we stop our breath, and wide apart when the breath passes through the wind-pipe without any obstruction. If these are drawn tight and brought near together, the air stream makes them vibrate as it passes through and voiced sounds are produced. If the vocal chords are kept apart so that there is no vibration, voiceless or breathed sounds are produced.

All the vowel sounds and about half the consonant sounds are voiced and the rest are voiceless or breathed.

Voiceless or breathed consonants are p, t, k, f, θ, h, s, /, t/, and voiced consonants are b, d, g, v, ʒ, z, l, m, n, ð ( ng ), w, r, j, ʒ, dʒ.

### 5. Vowel Sounds And Some Difficult Consonant Sounds :

Vowel sounds are either single or diphthongs. A diphthong is a union of two vowel sounds which in pronunciation form one syllable. In uttering a diphthong the tongue starts from a particular position and slides towards another. There are at least nine diphthongs in English :—

- |                      |                      |                       |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| ( a ) ai as in my.   | ( b ) au as in cow.  | ( c ) ei as in sail.  |
| ( d ) ɛə as in dare. | ( e ) iə as in dear. | ( f ) ou as in hope.  |
| ( g ) ɔɪ as in boy.  | ( h ) uə as in sure. | ( i ) juə as in pure. |

In diphthongs the two vowel sounds should be pronounced as closely together as possible.

Vowels are again long or short according to their length or shortness. Long ones take longer time in their utterance. In Phonetics this length is indicated by ( : ).

- Park ( pa:k ) long, but cut ( kʌt ) short.
- Sleep ( sli : p ) long, but slip ( slip ) short.
- Food ( fu:d ) long, but good ( gud ) short.
- Saw ( sɔ : ) long, but stop ( stɔ:p ) short.
- Bird ( bə:d ) long, but about ( əbaut ) short.

*N. B.* "ə" is a neutral vowel sound. It never occurs in stressed syllables and is always used in unstressed syllables. Almost all vowels ( except i ) when unstressed is reduced to "ə". "i" even when unstressed is not reduced to ə. "The" is ( əθə ) when followed by a word beginning with a consonant, and əi before a vowel.

In pronouncing "ɔ" ( as in stop ) the lips are slightly rounded. The tip of the tongue is kept low down and generally somewhat retracted from the lower teeth. The back of the tongue is slightly raised.

The soft palate is raised and this prevents a nasal sound. The vocal chords are in vibration.

In pronouncing "a:" ( as in park ) the lips are neutral. The tongue is kept as low as possible and nearly flat. The soft palate is raised and the chords are in vibration as in pronouncing "ɔ".

In pronouncing "i" the lips are spread and flattened. The tip of the tongue almost touches the lower teeth, and the front of the tongue is raised as high as possible. The soft palate is raised and the vocal chords are in vibration as in the case of other vowels,

In pronouncing "u" the lips are rounded like an o and are pushed forward. The tip of the tongue is kept low down and somewhat retracted. The back of the tongue is raised as high as possible.

The soft palate is raised and the vocal chords are in vibration. In pronouncing "o" the lips are rounded, but not quite as much as for "u".

The tip of the tongue is low down and somewhat retracted. The back of the tongue is raised, but not quite so high as for "u".

In uttering p, b, m ( as in pot, bat, mat ) the lips play a prominent part. We cannot make the sounds without the help of the lips. The breath has to be stopped by the two lips, and hence the sounds are called bi-labial.

In uttering "f" and "v" ( in fish and very ), we have to use the lower lip and the upper teeth. The breath is obstructed and it then passes out between the lower lip and the upper teeth making a lip-teeth or labio-dental sound. It is to be observed that they are quite different from Sanskrit "ङ" and "ङ्" which are purely labial.

'θ' and 'ð' sounds ( in thin and then ) cannot be uttered unless the blade of the tongue touches the teeth points and actually comes between the upper and the lower teeth and a certain amount of breath is allowed to pass softly. They are inter-dental sounds, and are called teeth-blade or linguo-dental sounds. In uttering "θ" and "ð", the tip of the tongue touches the back of the upper teeth.

"t" and "d" sounds ( in tea, table, did, and dip ) are produced when the blade of the tongue touches the ridge of the upper teeth, or alveolus. Other ridge-blade or alveolar sounds are n, l, r, s, f, z, ʒ, tʃ, dʒ.

The back of the tongue assists the soft palate or velum in producing k, g, ʈ, ɖ sounds ; and hence they are called velar.

The sound of "h" ( in hot and how ) is produced in the glottis

and is called glottal. "h" is no more than breathing forcibly before the following vowel is pronounced. It often becomes voiced when situated between two voiced sounds as in freehold.

In uttering the "j" sound ( as in yes and yet ), the front of the tongue touches the hard palate. It is a palatal semi-vowel sound.

"w" is a combined lip and tongue sound, the lip being rounded and the tongue-back raised. In making this sound the air must continue to pass for some time through the half open lips.

"z" which is a ridge-blade sound is different from Sanskrit "ङ" which is palatal.

## 6. Some Peculiarities :

(a) F has its pure sound in often and off, but in the preposition "of" it slides into its voiced sound "v" as if written "ə v".

(b) R when final or followed by a mute "e" or a consonant, is not pronounced as a consonant at all, but it is pronounced if the next word in the phrase begins with a vowel sound as far (f a :), but far in advance (f a : r in ə d v a : n s). R when dropped lengthens the preceding vowel.

(c) "S" is changed into its voiced sound "z" after voiced consonants, but not after breathed consonants, e. g. melts (melts), but nibs (nibz).

(d) D before j produces with it the "d ʒ" sound as in adjourn (ə d ʒ ə : n), adjective (ə d ʒ ective).

(e) The sound "u :" when represented by the letters u, eu, ew, ui, is often preceded by "j" in STP— ( Standard Pronunciation ) e. g. tune (tju:n), suit (sjut). The rule relating to insertion of this "j" sound in STP is as follows. "j" is not inserted when the preceding consonant is r, /, or ʒ, or when the preceding consonant is "l" preceded in turn by a consonant, e. g. rule (ru:l), chew (tʃ u:), June (dʒ u:n), blue (blu:). When the preceding consonant is "l" not preceded in turn by a consonant, usage varies, e. g. lute (lju:t or lu:t). It is generally considered more elegant to insert the "j", though it is perhaps more usual in conversational pronunciation not to do so.

(f) Some speakers use "æ" instead of STP "a:" in many words spelt with "a" followed by n, /, s, followed in turn by a consonant, e. g. plant (plænt), master (mæstə) for STP plɑ:nt, mɑ:stə. A few

words of this kind are regularly pronounced with æ in STP, e. g. mass (mæs), ant (ænt).

### 7. Connected Speech :

To speak or read correctly, the correct utterance of the vowel and consonant sounds is the most essential thing. But speed which is one of the main features of the present age of science has affected our speech too. We do not generally take time to utter all our words in full. Speed in connected speech has a very peculiar influence on articulation. In connected speech our lips, tongue, and other vocal organs work simultaneously and have a tendency to drop out certain consonants or to modify their utterance, e. g. in pronouncing postman, sit down, last night, we drop out "t" in post, sit and last. In bread and butter again, only "n" of "and" is pronounced. We do so to economise the number of movements of the organs of speech and thereby save the trouble of uttering each and every sound. This saving or dropping out of certain sounds is called ASSIMILATION in Phonetics.

In a phrase or sentence, the stress that is laid on a word in preference to others is called emphasis. As emphasis points out the most significant word in the group, so when other reasons do not forbid, the accent dwells with the greatest force on that part of the word which from its importance, the hearer has always the greatest occasion to observe ; this is necessarily the root or body of the word. Accent thus implies a comparison with the other syllables less forcible ; hence we may conclude that monosyllables properly speaking have no accent except when they are combined with others in a group. It must be remembered that in English, generally the inessential words such as auxiliary verbs, prepositions, conjunctions etc. are not emphasised in reading or speech. They do not have their full force and hence the vowel sounds in them are generally reduced to the neutral "ə" sound. They are fully sounded only when they are emphatic or at the beginning of breath-groups. But short vowels which have not the neutral "ə" sound automatically sound as stressed. Normally a stressed syllable is longer than an unstressed syllable, but if the stress happens to fall on a short vowel which cannot be lengthened, a later syllable in the same word is lengthened.

It is of interest to note that the same words and sentences

are not always stressed in the same way. Variations are sometimes necessary for making the meaning clear, and they are sometimes due to rhythmical considerations. Thus the word "injudicious" when simply taken to mean "foolish" would have the stress on the third syllable, e. g. He was 'very inju'dicious ; but when used in contrast with ju'dicious, the chief stress would be on the first syllable, the stress on the third syllable being only secondary, e. g. That was 'very ju'dicious ; answer—I should call it very 'injudicious.

Pauses play a very important part in reading and speech as has already been noted. Pauses for breath should always be made at points where pauses are necessary or permissible from the point of view of meaning. In every sentence, however long it may be, the words fall into some natural groups, and pauses are the slight stops to mark these groups. The pause may or may not be indicated by punctuation marks ; yet in speaking or reading we are to give pauses with a view to group the words into ideas and to indicate the relationship of these groups. These are pauses of sense.

#### 8. Conclusion :

It is a happy sign of the times that teachers and prospective teachers of English are taught something of Phonetics in the training institutions, but the majority of our teachers are, and for many years more will be, without any professional training. Marked improvement in the pronunciation of English may, I think, be effected if Phonetics be made a part of the syllabus for the third English paper in the I. A. and B. A. Examinations of our universities.

I have very largely borrowed from the "Handbook of English Pronunciation by Prof. K. K. Mukherji and Mr. U. P. Trivedi",—a very timely and useful publication which should be in the hands of every English teacher. It is really a pity that many High Schools are still without a copy of "An English Pronouncing Dictionary by Prof. Daniel Jones".

I beg to give below the INTERNATIONAL PHONETIC ASSOCIATION ALPHABET, a reference to which will ensure easy comprehension of this short article.

## The International Phonetic Association Alphabet

### Vowels

ɔ	short	as in dot	(dɔt)
ɔ:	long	as in saw	(sɔ:)
a:	always long	as in palm	(pa:m)
au	in diphthong	as in now	(nau)
ai	in diphthong	as in my	(mai)
æ		as in cat	(kæt)
ʌ	short	as in but	(bʌt)
i	short	as in sit	(sit)
i:	long	as in seat	(si:t)
e	short	as in red	(red)
ei	long (diphthong)	as in say	(sei)
ɛ	long (diphthong)	as in there	(ðɛr)
ə	short—occurs in unstressed neutral syllables	as in about	(ə'baut)
ə:	lengthened	as in bird	(bə:d)
ou	in diphthong	as in low (lou), so (sou)	
u	short	as in good (gud)	
u:	long	as in food (fu:d)	

### Consonants

		Voiced	Voiceless
b	as in bad	(bæd)	b
d	" " did	(did)	d
ʒ	" " then	(ʒen)	g
f	" " field	(fi:ld)	m
g	" " grain	(grein)	n
h	" " high	(hai)	ð
j	" " you	(ju:)	w
k	" " cry	(krai)	v
l	" " low	(lou)	ȝ
m	" " met	(met)	r
n	" " now	(nau)	j
θ	" " sing	(siθ)	-
p	" " pay	(pei)	z
r	" " roam	(roum)	ȝ
s	" " siθ	(sin)	l
tʃ	" " shin	(tʃi:n)	dʒ
θ	" " thrill	(θril)	-
v	" " vein	(vein)	-
w	" " wood	(wud)	-
z	" " zeal	(zi:l)	-
ð	" " treasure	(treðə)	-
dʒ	" " jest	(dʒ est)	-
tʃ	" " chain	(tʃ ein)	-

# The Modern Teacher

## II.

Prof. S. N. Q. Zulfaqar Ali

Teachers' Training College, Dacca.

"THE object of education is the fullness of life, and of all studies literature is the most life-giving", says a writer. The over-emphasis, alike in industry and education, of the material and intellectual aspects of man and the consequent neglect of his emotional and spiritual life, seems to be the cause of all the trouble of the modern age. A right approach to literature alone will perhaps lead this age out of this morass. Our approach here is through beauty. In literature, the first subject of study should be from—"the aesthetic fact" as some ancient critic called it; paraphrase is destructive, and even the enquiry into precise significance should be at least deferred until the emotions have been stimulated through the magic of words—"through their power by sound or colour or association of suggesting ideas beyond the range of their context." Passages from great masters, like Shelley, Keats, Ruskin or Raleigh, not to speak of those from our own verbal melodists—Bankim, Rabindranath and Nazrul, should be read to children "for the beauty of their sound alone". Later on will come discussion of the value and significance of the words chosen—why Rabindranath used অসুদ-নিনাদে in অনাথ পিণ্ড কহিলা অসুদ-নিনাদে or বিধাতৰে in বিধাতৰে শিক মৃছ কৃতান কৃহৱে (শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা)। "But the appeal throughout is aesthetic, not logical; and its aim is not to inform, but to delight."

But how to train boys in self-expression? In the earlier years composition should be oral. Then should come brief descriptions of objects or of personal experiences, and so by degrees they will be led on to the essay on a wider or more abstract theme. Paragraphs of an essay may be written and corrected and then pieced together. Often it is found profitable to encourage a pupil to treat his essay as a fragment—a supposed Chapter in a larger composition. Boys must learn how to write letters both

personal and business. They should also try their hands at verse-making. The modern teacher lays great stress on the value of school literary and debating societies and the school magazine.

The problem of the study of foreign languages both Ancient and Modern is a ticklish one. The value of the Study of ancient languages

<sup>Ancient and  
modern languages</sup> is chiefly cultural. The modern teacher does not believe in the doctrine of 'discipline' in this connection.

The methods of teaching these subjects have lately come in for a great deal of criticism. The old "grammar-translation method" is almost a relic of the past. In the teaching of a modern foreign language the Modern teacher follows a "Compromise method." He does not entirely condemn translation or grammar nor does he make it a taboo in his class. Here the language is learnt both for its utilitarian and cultural purposes. The studies of language and literature, apart from their intrinsic value, can be made conducive to the understanding of foreign peoples and the parts they have played or are playing in Civilization as a whole.

It is still believed with Bacon that Mathematics "make men subtle". That the subject is based on logic and that it trains the

<sup>Mathematics</sup> reason nobody can gainsay. But until the other day this subject was a bugbear to many a brilliant youth.

The reason is, in the hands of unimaginative teachers it became most uninteresting and uninspiring.

In the hands of the modern teacher the teaching of this very useful subject has undergone a great change. "He clears away unnecessary distinctions and unnecessary complications, and pleads for a study of the subject which should not leave it suspended in the upper ether of abstraction, but should bring it into touch with human life and common sense."

Natural Sciences should be treated as a very important subject on the school Curriculum. The boys must know something about the <sup>Natural Sciences.</sup> great universe in which they live. First should come a careful and reasoned statement of their importance in the progress and welfare of mankind, the discovery of the great laws of nature, the invention of the various useful things which are a gift to humanity. Then should the teacher discuss how theories are formulated on the data of facts; how principles are established on the

applications of these theories. The most important thing in connection with the teaching of science is that the teacher must inculcate the 'scientific spirit' in the pupils.

Geography and History are very closely inter-related and they can be treated together. They may be described as 'educational instruments which are most specifically concerned with the development of the modern world ! We might

**Geography and History.** also say that the functions of these two subjects are to "picture the setting of the human drama". Indeed, each subject is in its way an encyclopaedia : it borrows from many sciences and repays by the cultivation of its own domain. The true historian or the true geographer must take the results of many sciences and use them to illustrate his own method and fulfil his own purpose. The modern teacher of geography concentrates his teaching on maps—regional, climatic, and the like—and would draw from them a body of truth which cannot be evaded by examination skill, or cramming, or glitter of phrases. To the modern teacher of history the whole core and centre of his subject is political history, the growth and development of human institutions. In a word, to both the teacher of geography and history alike 'the proper study of mankind is man.' The one deals with man as affected by natural environment, the other 'with man as advancing, through tradition or revolt, towards the power which shall mould environment to its own purpose'.

History should pass into citizenship, which in the words of Dr. Boyd might be defined as "the right ordering of our several loyalties". "Here indeed the impulse of loyalty is the

**Citizenship** material on which the teacher must work through the gradually widening circles of home and school, of native city or region, of the motherland with its natural claim of affection and service." The work is very delicate, for here the teacher has to deal with instincts which are often 'abashed by shyness or checked by undue insistence.' In the early years, the modern teacher believes, there should be little or no direct instruction, rather the creation of an atmosphere through history and literature, and the encouragement of unselfishness. Little by little the pupil comes to learn that the State is the fullest expression of his communal self, and that in obeying its legitimate injunctions he is fulfilling his own nature. "The relation between man and State is not material but moral, and morality is a widening Circle whose radius is knowledge and whose centre is love".

Last, but not least, comes the teaching of religion. Religion, for a time, seemed to have lost its old importance. But educational reformers have of late restored it to its old place of honour.

In a country like India the question of putting religion on the curriculum seems to be impossible and I doubt if there is any necessity for putting it on the curriculum as a subject. But I recognise its importance and I am convinced that unless religion works as a leaven in Education all will go in vain. In school the spirit of universal religion can very well be taught. Lives of great religious teachers should be discussed and in all affairs of school life honesty, truthfulness and such other virtues, as are the foundation of all religions, should be emphasised. To my mind, indirect approach to religion will be found more useful than direct teaching of the subject. A teacher of character and personality, who understands the boy's mind, and who remembers to good purposes his own boyhood, will be able to infuse the spirit of religion, in which knowledge and love are unified and transfigured in the higher synthesis of faith.

Before leaving this topic of teaching the different subjects I should say that the Modern Teacher emphasises the need of correlating the different subjects of the curriculum. Previously, it

*Correlation of Subjects.* used to be held that the teacher of language might not

have anything to do with History or Geography or that the teacher of Mathematics or Sciences might not have anything to do with language or any other subject. This attitude is condemned by the Modern Teacher, who believes that knowledge of subjects, to be of any use, should be of a general character, and be like the ocean where all the different currents of knowledge should meet and mingle, that is to say, knowledge of different subjects should be synthesised as a whole.

We should now refer to that very difficult school problem viz. discipline. Now 'discipline' like Honour and Peace, Discipline. has almost as many different meanings as it has uses. Let us attempt a definition ; and first let us distinguish between "discipline" and "order", with which it is often confused.

By "order" in the classroom I mean an outward semblance of good behaviour, not in itself to be despised, since it permits work to be carried on smoothly. To achieve "order" you need nothing but an authoritative presence with a voice to match ; at worst, a rod.

In the words of Dumville "The right kind of person" for this

"order" in the class-room "is one who appears to have full confidence in himself, who appears to be not in the least afraid of the children, who appears to expect them to obey as a matter of course, who issues orders in precisely that spirit, and in a tone which appears to admit of no question, who sets the children to some job which is within their powers, or talks to them on some subject which with a little effort they can understand ; in short, one who dovetails his activities into theirs in a calm and business-like way and keeps them going".

By "discipline" I mean a co-operative mental attitude in which each member of the class freely gives of his best, because he feels himself a member of a corporate body whose aims are recognised as worthy ; and misbehaviour on the part of any member is condemned by the whole because it is recognised, not only or even chiefly as crime against the central authority, but as an offence against the whole "Community".

Discipline of this kind is not just an accessory to teaching. It has its own purpose—the breeding of self-reliant, self controlled men and women who will work without supervision for the joy of fulfilment.

This is an ideal not easily attained, but it is certainly worth striving for. "The price of liberty", somebody has said, "is eternal vigilance". True discipline can be bought for no less—not eternal vigilance of our pupils, that is antagonistic to the spirit of real discipline, but an unceasing watchfulness over ourselves, our reactions in words or deeds, and in that subtler something we call mental attitude, to the daily problems of classroom control. Truly does a writer say, "Discipline, like religion, is caught, not taught, and our standard of class room control will never be higher than our own personal standard of self-control".

But, granted there are ideals for which we will strive, what of the difficult situations created by some mischievous boys in the class room ? How would you deal with these boys ?

I am not going to argue the pros and cons of corporal punishment here, but it seems to me that you cannot probably altogether eliminate corporal punishment from the school. Still, I would insist

Corporal  
punishmht.      that no teacher should use any form of punishment until he had worked out for himself a theory or philosophy of punishment. I should request every school-master to study Dr. Ballard's ideas on the subject in his admirable

work "The Changing School". Why is any particular penalty to be inflicted? Let Dr. Ballard speak: "Of the three main theories of punishment, the retributive, the reformative, and the preventive, the first makes the punishment fit the crime, the second makes it fit the criminal, and the third makes it fit the innocent. Paradoxical as it may seem, the last of the three is not the worst."

In another very illuminating passage the same author says "Human beings differ so widely in character and temperament that they respond in widely different ways to the stimulus of pain. And while some are more sensitive to physical pain, others are more sensitive to moral pain. The rebuke of a glance will produce in one child a remedial effect which cannot be produced in another by anything short of a sound thrashing. In fact, each separate child is a problem in himself. Our inveterate habit of treating all children alike in the matter of punishment is as disastrous as our habit of treating them all alike in the matter of instruction." It seems desirable that every teacher should remember these wise observations of a very experienced teacher and educational administrator and work out his own theory.

One of the most hopeful signs of modern education is the increasing emphasis laid upon self-government in school.

A large quantity of literature is now available on this subject. We shall merely refer to four books. "A path to freedom in the school" by Nonman MacMunn; "The Child's Path to Freedom" by the same author; "Play-way" by Calwell Cook and "A Dominie in Doubt" by A. S. Neil. The Scout movement has from its beginnings made it a cardinal part of its training that discipline should be largely within the control of the boys. The value of this has been so clearly manifested that the modern teacher does not hesitate to apply these principles to school life, as far as his own circumstances allow. I doubt whether most of us realise how fine a thing a boy's honour can be when he realises that he is trusted to the full. I clearly remember how impossible I found it for me to tell a lie to my father, because he always used to say that I was too good a boy to stoop to lies. So, the modern teacher says "trust to the honour" of the boys and discipline will come as a matter of course". Still, I might ask you to "remember" that good discipline, as a writer says, "like all plants of deep roots, is slow in growth, but that it is worth cultivating, for its fibre and quality are as English Oak".

A few words about the personality of the modern teacher and I have done. He is a man with an alert, frank, bright attitude. He has a great deal of confidence in himself. This confidence is not an outcome of vanity. It is born of resolution and knowledge. He is gifted with an orderly mind and a balanced outlook on life.

**Personality of the Modern Teacher.** He is a man with an equable temper. He is not fussy ; he is not irritable. Add to it his sense of humour, and humour connotes kindliness, a sense of proportion, a balanced optimism, and a capacity for infinite patience. He is an example of good manners and courtesy, and these are but the outward signs of a cultivated mind. He is always reliable, and is earnest and progressive. There should be no room in the teaching profession for one who is not so. For, "An institution is only the lengthened shadow of one man".

The modern teacher knows how to use his voice. The voice is one of the most important tools of a teacher. "According as his (the teacher's) tones are loud and strident, or mellow and firm, will the children's lives in school be passed under constant strain or in an atmosphere of unagitated activity". The modern teacher's speech is crisp, distinct, and well-modulated, and he knows how to adapt it to the acoustics of the room. Pointed speech pays. But speech can only give of its best when ruled by a wise and well-informed kindliness. In Ruskin's words, "He who hath the truth at his heart, need never fear the want of persuasion on his tongue."

The modern teacher has an alert eye. Indeed, by its means, the teacher expresses much of the strength of his personality. "The eye was given us", says a writer, "not only for knowledge, but for power." A teacher's vigilant eye has, as its corollary, an alert class.

The modern teacher has an open mind. He always endeavours to keep abreast of his times. He is ever in quest of the Holy Grail, and never allows himself to be in the rut or to rust.

To conclude : we are living in a twilight world, which is threatened with utter darkness at no distant date. Civilisation is about to founder on the rock of hate and local patriotism. It is education alone that can save the world at this critical Conclusion. moment. But whatever the theory or philosophy of education it is the teacher on whom rests the task of putting this theory or philosophy into practice. Naturally, the responsibility of the teacher of the present day is very great ; it needs all that he can

offer of patient study, of impetus, of controlling wisdom. He must be a man of vision, inspired by a great idealism. Is it not in his hands to mould the generation which will carry to its next stage the advance of human civilisation ? If the task is hard the reward is certain. No stroke of honest work will fail of its effect, no impulse of sympathy and generosity will lack its ultimate response. If disappointments come, they are only waiting for the key-word ; if the harvest is not for him to reap, he may find his consolation in the consciousness that he is sowing the seed which must sooner or later germinate and come to fruition and add to the store of human bliss.

## The Present-Day Educational Philosophy

Santosh Kumar De, M. A., H. Dip. Ed. (Dublin) ; Cer. Psy. (Edin.)

Headmaster, Sutragarh M. N. H. E. School, Santipur, (Nadia)

MUCH has been written about philosophy of education for the last few years and these articles, though written by eminent educationists, have remained more or less unintelligible to ordinary people. I will try, in this article, to give a lucid idea of the present-day educational philosophy as clearly and concisely as possible. But before writing anything about philosophy of education, we should have a clear conception of what philosophy means. Without going into details and discussions, we may say that it means scrutinising a problem, not merely superficially, but boldly approaching it, looking at the pros and cons of it without shrinking, looking at ends and purposes, and not merely at methods and means. It is quite possible for anyone to teach pupils better by reading history, psychology, biology and other sciences or by the study of actual methods ; but to give a definite shape or expression, to our ideas, and to make a reasoned choice between them is a part of the philosophy of education.

The present-day philosophy of education must have, therefore, concern not only with biology and heredity ; for education has been greatly influenced by the Theory of Evolution, but it must also know something of sociology and history of mankind, for the mode of life

of the people, their manners and customs, their arts and crafts, all these are within the scope of education. But the most fundamental problem that it has to face is to answer the question, whether we want to prepare pupils for this world or for the next. Preparing pupils for the next world, some may falsely argue, will lead them to forget that they have their duties to the society and to their fellow-men among whom they live ; but there is no cause for such apprehension, as the best preparation for life beyond the grave does not exclude the best preparation for this life and this world. The only point of contention lies in the interpretation of the word "best" ; for the best of one may not be the best of another, or the best of one age may fall far short of the standard of the best of another age.

The present-day educational philosophy is pre-eminently Dewey's philosophy of education. The educational movements of Europe and America, the Far, the Middle and the Near East are based on his philosophy. We get a clear idea of his views on education in his masterly works like "Democracy and Education", "Reconstruction in Philosophy" and "The Experimental Theory of Knowledge" published in the philosophical magazine "Mind" in July, 1906. Prof. Dewey develops a new conception of knowledge with a logical and scientific method called by him "Instrumentalism". The achievements of biology have great influence on him and he treats "the function of cognition from a genetic and evolutionary point of view". He applies the Darminian theory of evolution not only to psychology but also to logic, ethics and education. His instrumentalism agrees to a great extent with pragmatism. Though, he more or less independently built up his own system, he caught the spirit of pragmatism from Charles S. Peirce of the Johns Hopkins University and so he does not want to take anything for granted but likes to test or judge any idea or faith and even religion by the way it works. Being born and brought up in a democratic country and himself a thorough-bred democrat, he gets the chief incentive of his life from his deep-rooted faith in democracy. He wants to give equal opportunity to all men, women and children irrespective of caste, colour and creed, fullest development of all individuals, and avoidance of classes and sects that are extremely unwilling to intermix. Such a state will, according to him, be a true democratic state. He wants "The democracy which proclaims equality of opportunity as its ideal, requires an education in which learning and social application, ideas and practice, work and recognition of the mean-

ing of what is done, are united from the beginning and for all". This democracy as conceived by Prof. Dewey is still in the dream-land. No one knows when such millennium will come, or will come at all. Lynch Law, Asiatic Exclusion Act, triumph of wealth over honesty, sincerity and merit—all these rudely remind us of the complete failure of democracy which is so much vaunted of as a success in America. His lofty idea of democracy and education is fully illustrated in his "Reconstruction in Philosophy" where he says, "Full education comes when there is a responsible share on the part of each person in proportion to capacity, in shaping the aims and politics of social groups to which he belongs. This fact fixed the significance of democracy. It cannot be conceived as a sectarian or a racial thing nor as a consecration of some form of government which has already attained constitutional sanction."

The present-day educational philosophy should have concern with the revolutionary changes in education, and it should inculcate the idea that the primary duty of a school is to prepare children for the life they are to lead when they are grown up and to cater to their necessities accordingly, and for this the artificial barrier between school and society should be broken. The sooner the wide gulf between the life of the child in school and his life in society is bridged over, the better. The connection between the child and his environment should be as complete, intelligent and intelligible as possible, both for the welfare of the child as well as for the sake of the community. (The way this is to be done will, of course, vary according to the condition of the community, and to a certain extent to the temperament and belief of the educands.) And for this the school should be a miniature society in which great experiences of life can be gained by going through the process and actually doing the things instead of having a theoretical knowledge of them by reading and writing alone : though figuring and reading will be found necessary. One should at the same time bear this fact in mind that the society which we are going to suggest must be "purified", "simplified", and a "better balanced" society ;—to use the phrases of Dr. Thomson in his essay on John Dewey. As we have already said, being a thoroughbred democrat Prof. Dewey objects throughout his philosophy to any separation of life into water-tight compartments, and in education too, he raises the same objection to a division between a body of school-knowledge, on the one hand, and outside life on the other. "A

division of the public school system into one part which pursues traditional method, with incidental improvements, and another which deals with those who are to go into manual labour means a plan of social predestination totally foreign to the spirit of democracy."

This division of child life into two which we find in all old-fashioned schools,—one part cared for in the school, the other in factory or in farm-house should by all means be united. What is vitally needed at present is that schools of the new era should not hesitate to recognize the wants and necessities of all classes of people, and give their sons and wards a training that will make them successful citizens. Such training will not only make pupils physically and morally strong but will train them to have control over their material environment so that they may be economically independent. School tasks should be saturated with the spirit of real life. Character training (not in the restricted sense) should be given not by merely reading books on morality or attending religious discourses but by actual participation in the work which the pupils themselves voluntarily wish to carry out, which perhaps, they themselves have suggested, and which will involve learning, as a by-product of the formal school subjects such as reading, writing and the rest.

The age-old antagonism of "Interest" and "effort" in school work should be harmonised by enlisting the interest of the child to lead to effort in the right direction. Interest up to the eighteenth century used to be looked upon as a matter of little or no importance, and some went so far as to declare that more a task was hard and uninteresting the more would be its disciplinary value and a greater help for the formation of moral character ; for the real work, when the child enters into the world will not always be simple and easy-going, and the child's lot may not be a primrose-path of dalliance to tread. The old idea has, however, changed with the change of time and the trend of the present-day educational philosophy is to make the task of the child as much interesting as possible. But by this we are not to understand that in order to make things interesting it should be our look-out to make the task easy for the pupil or to teach him in a slip-shod manner or that the curriculum should be given a mere sugar-coating. What we mean to suggest is that work should be selected on the basis of natural appeal it makes to the child. Work that appeals to the natural interest of children involves no less assiduous application and close concentration than the work imposed on by any hard task-master of our

schools. In works like these, the question of artificial incentives and rewards will hardly arise ; for marks and promotions, which are means to ends and not ends in themselves have nothing to do.

Pupils will be given such problems as will invoke all their latent faculties for the solution and their sense of satisfaction will spur on them to work further and go patiently through the drudgery. (Even a cursory glance at a Montessorie class where entire responsibility is fully thrown on the toddlers and where teachers' function is to observe test and direct rather than control in the educative Process ; or a visit to any school which is carried on the principle of Project Method, Heuristic Method, Hamburg System or Winnetka Plan will convince one of this truth.)

The stereotyped form of education which imposes tasks on the children and gets those realised next day, word for word, without arousing in them simple questions like "why" or "how", or which does not care to know where it leads to, is compatible with an autocratic state. We should not forget that we are living in an age of democracy where voters are the real rulers of the state, and where the well-being of the country rests on the "man in the street" and as such children in schools should be given as much freedom as possible so that they may develop the qualities of initiative, independence and resourcefulness.

The days of caring for the education of the upper-ten-thousands are gone, the days for the education of the masses and classes have come. So everyone, to whatever class he may belong, has a right to demand education which will suit his own needs and purposes, and that for its own good ; Government should not hesitate to accede to this demand. The spirit of the present-day educational philosophy, we find, is the spread of this idea of intimate connection between democracy and education and the value and necessity of education through manual activities freed from the domination of books.

Up to the present time school education in India is meeting the need of one class of people, namely those who are interested in knowledge for its own sake or those who earn their bread by the exercise of their brain. The education of the millions of working class people, viz. artisans and craftsmen who are valuable members of the society and to whom the whole host of high class people are greatly indebted for their valuable contribution in the form of arts and crafts which supply the everyday necessity of life, is totally neglected. The great changes that have occurred in the last century and a half, viz. the growing idea of democracy and the invention of electricity, steam engine and motor power must be reflected in the class room. There are so many facts which are quite impossible to teach them from text books in school houses. Therefore, it is high time to carve a niche for industry in education that will give a practical value to the theoretical knowledge which every member of society should have and will thus enable him to understand the condition of his environment.

---

## Plea for Reform in Holidays and School Timings

II

Kali Das Kapur.

OUR educational system has suffered all along the line from the imposition of methods and policies which very well suited English conditions, but could not possibly suit our country. Our school timings are the most glaring example of this imposition. We have morning school from April to July, during the greater part of which period the schools are closed for the Summer Vacation (I am speaking with reference to U. P.). From August to March, we are expected to assemble between 10 and 10-30 A. M. and have to carry on till 3-30 or 4 P. M. Longer hours of work are more possible in colder climates where 5 to 6 hours of school work is not too much. In India, on the other hand, the sun is warm enough at noon in the two coldest months round the New Year and the only parts of India which may have cold weather worth the name are the hills or the provinces of the Punjab and the U. P. In an exhausting climate like ours four hours a day of work in school is sufficient for children. Under the present system the fifth hour is little more than a waste, but even so I should like to take it into account by reducing the number of holidays that are at present allowed in the schools.

An alternative to the existing system of timings has been suggested in the form of two sessions in the day. The school is to assemble in the morning for three hours' work and has to re-assemble in the afternoon for another three hours inclusive of one hour for games. It would be an ideal scheme for residential institutions, but most institutions in India are not residential. We have, therefore, to devise a scheme which may suit the convenience of day scholars and non-resident teachers, and it would be a bargain if that scheme could also solve the problem of educational expansion at comparatively little cost to the State.

We are in the habit of putting forward our poverty as an excuse for our educational backwardness. But do we realize how little we use the buildings and equipment that are available to us for educational

work? Out of the 8,760 hours available to us in a year the school buildings and equipment are not used for more than one thousand hours and the university buildings and equipment give us much less service. What shall we think of the head of a factory who would work his machines for one thousand hours only? But we excuse ourselves by saying that the school is not a factory and honour the head that allows this waste.

Time there was when all this waste could be allowed, when unsuitable timings and uneconomic holidays could be continued to bolster up conservatisms, inherited and acquired; but I flatter myself with the conviction that we are passing through a period of national awakening when the system that we have is being put to the acid test of national utility. I, therefore, venture to submit this question of holidays and timings to the attention of parents and teachers with the following solution:

*We reduce school work from five hours to four hours per day and reduce our existing holidays by 25 to 30 days. The school is to assemble every morning from 6-30 A. M. to 7-30 or 8 A. M. according to season and close at 11 or 12. The building and equipment should be available in the afternoon for another school of three to four hours' duration, with equally reduced holidays. Teachers with enough of energy and capability may be allowed to work in both the schools, but as a rule the teachers of one school will be different from those of the other. Some scholars of the morning school may be allowed to attend certain classes of the afternoon school, but as a rule the scholars of the morning school will be different from those of the afternoon school.*

The proposed reform claims to solve the following problems:

(1) It would double school accommodation without much extra cost. The building and equipment of the morning school can be used to run the afternoon school also. The schools may be of similar type, but it would be better to have a somewhat different school in the afternoon. The afternoon school may be basic if the morning one is secondary or it may be a boys' school in the morning and a girls' school in the afternoon.

(2) It would solve the problems of physical training, nutrition, and fatigue. Boys who may be scheduled to attend the morning school would acquire the valuable habit of getting up early and taking their bath in preparation for school attendance. They would muster in school after light breakfast when they could be given 15 or 20 minutes.

of physical exercises *en masse*, before they sit down to class work. They would leave near mid-day when they are hungry enough for a hearty meal, but not too fatigued for the four hours' work that they would have put in. They can have hours for rest and home work before some of them may care to come back to the school for evening games. Just now the number that comes back for games is very small. It may be hoped that this change in timings would increase the number of voluntary participants in evening games.

The scholars of the afternoon school may not have the same facilities for physical exercises and games, but their total period of class work per day would be shorter by one hour, which should enable them to muster for physical exercise *en masse* in the cooler afternoon at the end of the school. The evening games would be open to these scholars also.

It remains to answer some of the objections that may be raised against the proposed reform, for there can be no reform without its objectors, conscientious or otherwise.

(1) It may be said that this reform would keep the harassed house-wife near the *chulha* from early morning to past noon. She would have to get up early in the morning to prepare her children's breakfast and then proceed to the preparation of a heavier meal for her husband who has to attend office near 10-30 A. M. Her *chauka* should be over by 11-30 A. M. but with the proposed change in school timings her children would come back at 12 or 12-30 and demand a warm and fresh meal, all which would keep her waiting near the *chulha* for a considerably long period.

This is a serious objection and it could be best met if the office time is pushed back to 9 A. M. with provision for cheap mid-day lunch for office workers near their offices, or if it is shifted to 11-30 A. M. with provision for work up to 5 or 6 P. M. But pending this reform it should not be difficult to change timings in the desired direction as in most families even now the last meal of *rasoi* is taken near mid-day and not much inconvenience would be caused to the house-wife if the partakers of the last meals were her children back from their schools.

(2) Then there may be the teacher's difficulty in arranging his time-table. Just now most schools divide their time into 7 periods. This period is shortened a bit too much in the four hours' scheme. It would in that case be advisable to divide the four hours' work into

6 or 5 periods only, and the three hours' school in the afternoon might have 5 or 4 periods. The multiplicity of subjects as an argument against reducing the number of periods need not carry much weight. It should be possible to arrange for proper treatment of all the subjects over the week. In the Japanese curriculum the number of subjects is much larger than in ours ; but they arrange them all right within the 36 periods that are available to them in the week. There is no reason why we should not succeed with an equal number. And then we would have more days of work than in the existing system, which would make up any possible deficiency in output of work resulting from shorter school hours.

(3) This brings me to the third objection—from one point of view the most serious—against the reduction of holidays. There is some sense in allowing long vacations to secondary educational institutions and universities situated in urban areas. The teachers and students thus released may be drafted to work in rural areas ; they may go out on educational excursions ; they may attend and organize vacation courses, or they may engage themselves in temporary employments to pay for their fees or supplement their incomes. For rest and re-creation the Sunday after every week and the afternoons or mornings every day would be more than sufficient. But religious holidays, Hindu and Muslim, that intervene without any order and in drops, have no educational or recreational value about them nor have they retained any spiritual or social significance. They are the remnants of a past when life was a long holiday and there was little struggle for existence. But India is a land of religions, even in this modern age, and every absurdity is allowed to continue if it could associate to itself the halo of religion. Religious holidays are a case in point. I have discussed them with some of the eminent educationists and they have admitted their incongruity in this age, but they are afraid of striking against them. They fear that the cry of religion in danger would be raised and it would be difficult for ordinary mortals to resist it.

But mine is not a root and branch proposal for the abolition of religious holidays. Mine is only a plea for their reduction. Leave aside the Hindus and Musalmans who do not lose their religion by opening their shops on most of these holidays, even those who are employed in Banks, Post Offices and the Treasury retain their religion for the fewer holidays that they get. Let us reduce our religious holidays to the level allowed in the Treasury, with necessary adjust-

ment in the case of institutions with a predominant communal element. The saving thus made should permit necessary reform in school timings, and if the number of working days left over is more than 230, the excess may be added to the winter vacation round Christmas. We have enough of summer vacation and need not add to it. In the case of rural institutions holidays may be allowed to meet the economic requiremenss of agricultural communities. Weekly holidays may not be very necessary there, but provision may have to be made for the closing of schools on rainy days, local fairs and on occasions of sowings and harvestings when 'hands' are most needed by the agricultural families. Long vacations are unnecessary there. In fact May and June are the months in U. P. when schools in rural areas should remain open and enthusiastic workers from urban areas should migrate to the villages to spread the light of knowledge among people who have little to do during that period.

I plead for a dispassionate consideration of the problem of holidays and school timings ; I plead for mobilization of public opinion in favour of its right solution : and I plead for necessary sacrifice on the part of the members of my fraternity, if that sacrifice could serve the sacred cause of education among a people who inhabit the darkest sub-continent of Asia in spite of the tradition of a glorious civilization behind them.

---



# **Psychology of Play**

**By Taponath Chakravarty, M. A., B. T.  
( Gold Medalist ).**

**P**LAY must be reckoned among the native tendencies of the human mind of high social value. Like all other instincts it is present among almost all the members of the animal kingdom as amongst the members of the human species with almost an equal degree of potency although in man the play instinct, like every other fundamental instinct, of his nature, assumes an increasing amount of complexity and a wide range of variety. However, we find the operation of the same instinct among the animals usually ranked high in the scale of evolution as among the tribes living in the wilds of Patagonia and in the Congo basin as well as among the civilised Europeans of to-day.

Childhood is the golden age for every kind of playful activity and the playful frolics of our early childhood lend a peculiar fragrance to the lisping and dreamy years of our life. Half of the charms of our life would be gone, if childhood would be robbed of its playful mirth and its magic wand of fancy. Hence in all ages and in all climes we find a plethora of playful activities especially among the young ones of animals of nearly all species as well as among children born of human parents.

With advancing age, as senile decay sets in, we gradually cease to play and life, robbed of its natural elixir, is soon swept away by death. Psychologists therefore think that play is nature's boon to us ; it is the surest guarantee of our life and joy and the best safeguard against mental decay and physical stagnation. We are young so long as we can play and we are old only when we are unable to play. Play is rejuvenating, refreshing and recreative even when it may seem to be the most fatiguing because it can call forth our reserve instinctive energy. Hence in spite of the differences in the outward forms and manifestations of the play instinct in man, the fundamental note of play is the same in all parts of the globe. .

## **Work and Play**

Play, then, is natural, spontaneous, joyful and creative-activity of our innate nature. Hence "all work and no play makes Jack a dull

boy." Even the most wearisome task seems to be a joyous pursuit when it comes after a period of prolonged rest and recreation. But leisure and recess are only useful when they follow a period of ceaseless activity and strenuous labour. The lie-a-beds cannot enjoy their unbroken leisure and consequently they can neither work nor play in right earnest.

Play seems more often to break the monotony of our work-a-day life and by adding salt to our leisure it prepares us for renewed efforts and rigours involved in work. To an adult, therefore, play is generally a kind of healthy and useful diversion, an oasis in the desert of work-a-day life. Work and play are both inter-related and none can be divorced from the other for the balance of our normal life would then be broken. To a child, however, play is something more than what it is to an adult for there is an element of make-believe in child's play which gives a peculiar colouring and a bright meaning to it. This element of make-believe is the nucleus of the later creative activity of the child mind.

We play with a light heart generally while we work with a conscious belief in the seriousness of our performance. We play simply for pleasure and generally with no other conscious end in view. In play, therefore, our interest or attention is fixed on the immediate pleasure or performance of the game rather than on any distant goal or aim in view. In work our interest is often remote and attention which seems to flag is often sustained by volition. Distance may lend enchantment to the view but the attainment of the goal is dependent on the successful accomplishment of the work as a whole.

It is true, of course, that to a skilled worker, work may assume the character of play while play in moments of life and death competition between rival players may for the time being assume the role of serious business. Nevertheless, in reality, there is no difference between work and play, for as Bernard Shaw points out, they are essentially the same—"work is play and play is life : three in one and one in three."

### Play way in Education

Every kind of play is invariably associated with a spirit of freedom, ease and joy. The element of pleasure is predominant and no amount of pain or uneasiness can ever rule. In work, however, there is an inseparable element of drudgery. But work remains a

drudgery so long as we are not skilful workers. Work assumes the character of a play to a man who can accomplish it with the ease and mastery of skill.

Now skill, if interpreted as facility in doing things, may be acquired by careful and repeated practice provided the thing practised by the doer seems to attract his interest or at least the doer has acquired an interest in the thing pursued. In any case, an educator should try to make things interesting to his educands and thus eliminate drudgery from work as far as possible.

Now play is naturally interesting and usually more agreeable than work to pupils. Work, therefore, seems to be a welcome thing when it comes in the guise of play, that is, when learning becomes a sort of pleasant and delightful exercise and toys and didactic appliances become the main instruments of teaching. Hence the tendency of modern education is to utilise for the purpose of education the child's tendency to play. Play way is thus the keynote of modern education. The goody moody old Jack long remained the ideal student and play was looked down upon as a sort of dissipation frittering away the best intellectual energies of the child mind. But through word-puzzles, picture-games, maze-tests and other devices in Froebelian and other educational systems, the modern child is introduced to a world of ideas and thoughts which necessitated formerly the dry pursuit of books. Knowledge has thus been made cheap in a sense and less boring to the learners.

#### Play and National Character

The character and ideals of nation are more often revealed by the forms of its national games and sports. It is not an accident, as Sir T. Percy Nunn points out, that the noblest achievements of antique art were won by the race that cherished the humane and healthy Olympic games and not by the race that loved the horrible sports of the gladiatorial arena. Mock-fight and tournaments were developed by the knights of Medieval Europe who formed the cultured cream of society in an age when might was right and in Arthurian legends we find a reflection of the best ideals of the time. A nation devoid of the best traditions of enlightened forms of play must be barren in respect of its art and culture. The

best makers of civilization, actors, musicians, dancers and so on are therefore termed 'players'. The man who plays hide-and-seek is no less a player than the poet who plays hide-and-seek with his mystic pen or the painter who plays the 'blind-bee' with his slender and tender brush or the explorer who tries to open the sesame of this universe.

It is said that Waterloo was won on the playing fields of Eton. The only definition of an English gentleman, according to a well-known French observer of English life, is a man who is trained in an English "Public" school. But as an American critic points out, these English "Public" schools are not, properly speaking, schools or academies of learning because the students therein spend most of their time in games and sports. Nevertheless, it is in the playing fields of these institutions that the massive foundations of the character of the English gentlemen are silently but truly laid and the characteristic English virtues like love of fair play, playing the game cheerfully and patiently under reverses and so on are stamped with an indelible impress on the minds of the young alumni. Rugby has given its name to a familiar English game. It is in the cloistered seclusion of these 'Public' schools that the characteristic English spirit of sportsmanship is infused and that is why the Englishman regards politics, nay, his whole life as a game of chance to be played with candour and fidelity.

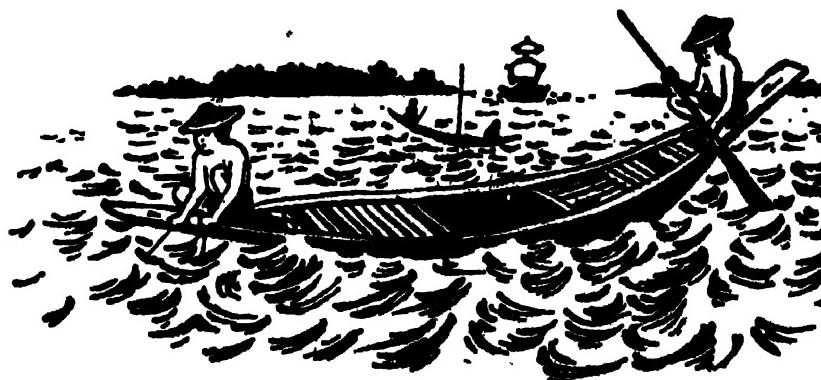
#### Play as an Aid to Teaching

Nobody questions the truth of the simple old maxim "Work while you work; play while you play". There can be no doubt that half-attempts are worse than useless. Whether in work or in play we should always put forth our best efforts with the greatest amount of concentration. Every kind of activity, nay, every phase of our active life demands sincerity on our part. The modern educator also takes his stand no less than his predecessor on this well-known adage. By the introduction of the play principle in education, he does not make his educands half-hearted workers, that is persons who are trained to shirk work and indulge every now and then in all kinds of worthless and useless games and thus while away the precious years of childhood and youth. What the educational psychologist of to-day has done is to make

things more interesting for the learner, more appealing to his nature and thus to bridge as far as possible the traditional gulf between serious work and frivolous play. Play is thus doing yeoman's service to the cause of education and a knowledge of the psychology of play is thus helpful to a modern teacher. By appealing to the play instinct of the students, the modern teacher not only makes his own task of imparting knowledge easier than before, but makes the learners take an active interest and find joy in their own education as well. In the scout movement of Baden Powell and in the Platoon schools of Wirt the three elements—work, study and play are thus combined together. The play way is best exemplified in the case of the so-called Project Method.

No one can deny that it is in the playground rather than in the artificial atmosphere of a classroom that the pupils more especially learn the value of team-work and loyalty to the group leader by subordinating one's individual will to the will and interest common to all. Here again the teacher finds his best opportunity to study the real nature of his educands because every kind of artificial restraint is now removed and a closer and more intimate touch with his pupils will reveal to him their natural leader and the vexed problem of discipline is at once solved. Society demands that there should be different kinds of play for the different sexes.

Of course, play does not involve anarchy save the chase of the wild goose or the search of the fleeting moon in infancy because childish pranks and puerile tricks are later on transformed into the action of the disciplined athlete.



# Character in Relation to Educational Psychology

Saroj Ranjan Chaudhuri

Cossimbazar Raj High School, Beldanga, Mursidabad.

**I**T has been frequently said and truly that the chief object of education is the formation of character. Character is a mysterious thing which is very often eulogized but is seldom analysed. When we say a person has character we mean that he has a strong will or a system of regulated habits or that his actions are guided by some principles.

A psychological character means that it is a completely fashioned will, a will which is an aggregate of tendencies to act in a fine, prompt and definite way in all the principal emergencies of life. Prof. W. McDougall of Duke University says "The organised system of our impulses or the conative tendencies of our instinct directed upon varieties of subjects towards the realisation of various goals, constitute what we call character. It may be relatively simple or complex. It may be harmonised or lacking in harmony. It may be firmly or loosely knit. It may be directed towards the lower or the higher goal."

Character is nothing but consistency in willing and acting. This consistency implies the formation of habits and this has led people to say that 'character is a bundle of habits.' Still there is a thing like good character. It is meant that good character is a well-organised system of habits of reaction which leads to social or individual welfare. It is a crystallized habit of action. The energy of resistance under difficulties, the power of self-control under temptations, the clear perception of the goal and the right line of conduct under perplexing circumstances certainly show a high degree of character. The mind must be supplied with noble ideas and high ideals, with right emotions and worthy ambitions and the proper connection must be established between these mental states and appropriate acts. Our character must have the power to return its finished products to the world in the form of service.

Character is trained through the exercise of the normal functions of the will in directing or controlling the affairs of life. Character building is nothing but will training. It is measured by the will. The strength of character is due to the strength of the will. Character is trained in the common round of duties. It is formed only by playing our part in the actual affairs of life and not by leaving society and neglecting the duties of life. We must remember that the training of character is limited by inherited tendencies and material and social environments. To form character we must organise our sentiments into some harmonious system. The units of character are sentiments. We form our character by the organisation of these sentiments. Character is what one forms by his own actions. No amount of moralising advice on the part of others will lead to the formation of character.

Character has two phases, namely, the subjective phase and the social phase—one concerns itself with what we are and the other concerns itself with what we do. Character is not a thing but a process—a succession of our thoughts and acts from hour to hour. The cultivation of character must not ignore any of the aforesaid phases.

Moral acts consist in thinking. Our evil conduct is often due to our lack of thinking. We act in haste and repent at leisure. The drunkard would give up his drinking habit if he could rightly think of the consequences. Therefore, the most possible means to modify the evils of character is to set persons thinking. The right type of thinking always leads to action.

On the negative side, there is always the need for self-restraint and control so that the rights of others may not be infringed. On the opposite side, there is always the need to show approved habits, to keep up high standards, and to form a group of higher sentiments of self regard, admiration, reverence, etc. It is through these sentiments that religion plays its part.

We must always remember that in the young age character is very easily trainable and capable of being disciplined. The supreme task of the school teacher is to build up character in his pupils. The work of the school offers hundreds of opportunities for character training of the students.

---



### In A German Classroom

#### *An English Teacher's Impressions*

Let me take you down a busy street under huge archways, through heavy iron doors, over a courtyard, up wide stairs, along a spacious corridor, through a heavy wooden door into a German classroom. Imagine for a moment a cream walled room, flanked on one side by a low blackboard which is covered by "cuttings" of national activities ; another side is broken by long double windows reaching from the ceiling to three feet from the floor, and draped with creamy white curtains ; stand with me by the teacher's heavily built blue desk, and you will notice a few small pictures, and a larger one of Hitler, undreneath which is one of his messages to children—framed. To the left you will see a large bead frame in front of a blue cupboard, and behind the desk a sliding blackboard with a box jutting out, to hold the chalk and duster.

The children are waiting for us to recognize them. They give a very syllabic greeting—"Heil Hit-ler!" Our answer does not seem to matter very much—*Guten Tag*, a smile, or a return of their own greeting is accepted with equanimity. Some of the girls look rather odd with their long plaits tied with big ribbons, or sometimes coiled over their heads like an adult's, and their longish frocks, protected by small aprons ; the big boys also, with their pocketed trousers and belts. You will not always see girls working with boys, because the Germans do not believe in co-education.

The children are seated once more. Their leatherette bags, which hold a small lunch bag, books and apparatus, are stiff and shiny with newness, because we have visited the first class in the school. They take out a slate with red lines of uniform thickness, a slate pencil, some sticks and a box of paints. If you were to ask these children

why they used slate instead of paper they would tell you that slates are cheaper than paper, and Germany cannot afford to buy paper for her children. They would be surprised if you inquired whether the school loaned the apparatus, because they are accustomed to bringing their own. Some of the very poor ones might, however, answer that the National Socialist Welfare Organization give it to them.

They are waiting quietly for their teacher to speak, their eyes straying to the lunch bag occasionally. The teacher is placing a box about 2 ft. in length, 1 ft. in width, and 1 ft. sloping to  $1\frac{1}{2}$  ft. in height, on her desk. It is divided into sections, in which the uniform pieces of cardboard, with letters written on one side and printed on the other. These are slotted into a groove at the top of the box, syllable by syllable, until a phrase has been formed. As the children read the written side and in chorus, the teacher follows from the other side. The children have now had 10 minutes of this and they stand to sing a few songs of their own choice. You will notice the efficacy of the break, as now the children are taking out from their bags a reading book. It has a picture on each page, and is written in "German script," which they learn first. Recognition of the printed letter is taught afterwards and capitals are not introduced until the end of the second school year. The reading is fluent because they learnt the passage at home.

The teacher is teaching all the time, even in the breaks between lessons. Here is another change of activity to prevent boredom. The children are taking out sticks of lengths varying from 1 in. to 3 in. They make designs at the teacher's request. The results with one exception show no aeroplanes and guns, bombs and submarines ; they are houses, gardens, the school, ships, kites, &c. They are not allowed long to express themselves : the teacher is recalling them to dictation ; after which the slate is cleaned with the little sponge attached.

Again there is a break to enable the children to walk round and out of the room if necessary. During this time I am sure you have noticed the children studying us with childish impoliteness, and staring very open-eyed at our attempts to speak their language, but they do not interrupt. The teacher once again stands in front of her orderly class and asks the children to put out 10 sticks, and then at another command they move two sticks away and chant "two and eight are 10." This is repeated until the full composition

of 10 has been recited. Then eight children are called out, one being used as leader, and he separates the children into groups, such as three and four, and the chant this time is "seven is three and four," and again this is repeated until the composition of seven is complete. When the sticks are safely away, mental questions are asked, such as six and two, and the children seem quite proud of counting on fingers to obtain the result.

The teacher has remembered the kite pattern, made a short while ago, and so chooses another child to draw a kite on the blackboard. Now its corners are counted and compared with those of the room, the tags on the tail are counted, and the length of string necessary for flying the kite is guessed. Then the teacher writes a few sums on the board, and the children write down the answers. The bell goes for play and the children are lining up in threes, to walk along the corridor and down the wide stairs.

They take their lunch bags with them and will eat their second breakfast, and will walk about kicking up the dust in the courtyard. As they are not allowed to run and play, we cannot discover the world they know, so we remain in ignorance of the impressions given by their teacher, mother, leaders, and the like. Now kindly German teachers conduct you out into a busy street and generously offer to meet you at your convenience to explain away any difficulties which might have arisen.

The hour is over !

(The Times Educational Supplement, London. 3. 6. 39)

#### Train During Sleep

For some years, psychologists have been telling us that although during sleep access to the brain through the eyes is closed, the avenue through the ears remains open, and may actually be utilized in training a child in correct habits.

A physician writing to the *British Medical Journal* tells how to cure children of undue rolling and tossing during sleep. The parent should quietly tell the child to keep still, over and over again, perhaps twenty to forty times each night. In two or three nights the habit should be cured. The tone reaches the subconscious mind, but should not be loud enough to waken the sleeper.

(Health, Poona. August, 1939)

### Is Provident Fund money attachable ?

Nawbzada A. S. M. Latifur Rahman, Cheif Judge, Calcutta, has passed orders in an application relating to attachment filed by Jaharlal Addy, the plaintiff, against Nandalal Roy.

The question was whether provident fund money of the Calcutta Tram-ways Co., Ltd., was attachable. It appeared that a suit was filed by the plaintiff against the defendant who was an employee of the Tramways Company. By consent of parties the suit was decreed in May last and the decretal amount was by consent of parties ordered to be paid by 18 equal monthly instalments. Thereafter the defendant is said to have resigned his post and appeared to the Tramways Company for withdrawal of his provident fund money.

The plaintiff obtained a prohibitory order on the Tramways Company, requesting them to withhold payment of the provident fund money to the defendant. Thereupon the company had sent the money to this Court.

It has been confended on behalf of the plaintiff that money which was provident fund money, when paid, ceases to be provident fund money and therefore was attachable.

Having regard to the provisions of Section 3, sub-section (II) of the Provident Fund Act (XIX of 1925), the Judge was clearly of opinion that the money representing the compulsory deposit by the defendant Nandalal Roy in the provident fund of the Calcutta Tram-ways Co. Ltd., was not liable to attachment.

The plaintiff's application was dismissed with costs and the order of attachment was set aside and the money in Court was ordered to be paid to the defendant Nandalal Roy.

### Not So Dumb

The following story comes from France. A teacher remarked irritably to the dunce of the class : "To-morrow I'll ask you just one question. If you happen to answer that correctly I won't ask you another, so you'll have a restful hour."

"Thank you, sir," said Henri.

The next day came. "How many hairs have you on your head?" inquired the master, noting with satisfaction the grins of the rest of the boys. Young Henri promptly replied, "319,847, sir."

How d'you know that, my lad ?" asked the master.

"But that would be a *second* question, sir," said Henri, meekly.

(The Schoolmaster & Woman Teachers' Chronicle, London. 20. 7. 39)

#### **Effect of low birth rate on Schools in England :**

Head masters of public schools and representatives of governing bodies, with the Archbishop of Canterbury presiding, met in London last Friday and discussed the action to be taken to meet the threat of falling numbers. No decisions are likely or possible until the annual meeting of the Headmasters' Conference is held in December ; between then and now a small committee of headmasters and governors will survey possible policies.

The conference was addressed by its chairman, the headmaster of Winchester, who reminded members that the possible effects of the low birth-rate on public schools had been causing anxiety. Most members of the conference seemed to dislike the idea of a Royal Commission.

It seems likely that schemes of amalgamation will be discussed during the next two or three years and that inquiry will be made into possible economy which might reduce fees and expenses. The Board of Education will be interested in cases where endowments are affected by the closing or amalgamation of schools.

(Times Educational Supplement, London. 15. 7. 39.)

### **Geometrical Puzzles**

#### **I**

##### **A construction.**

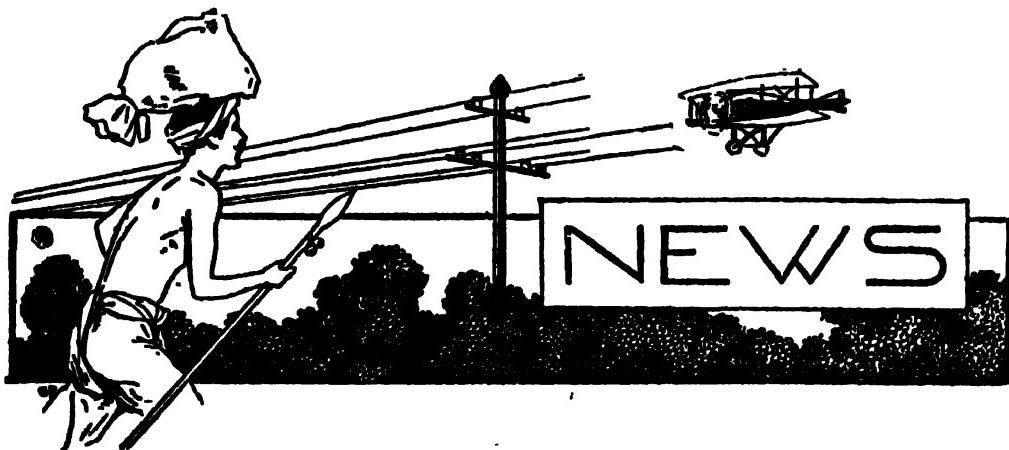
Construct a triangle given the base, the sum of the other two sides, and the length of the bisector of the vertical angle from the vertex to the base.

#### **II**

##### **A Point in a Square**

P is a point inside a square A B C D such that P A, P B, P C are in ratio 1 : 2 : 3. Calculate the angle A P B without the use of trigonometry.

(A. M. A—Organ of the Association of Assistant Masters  
in Secondary Schools—England).



*(Teachers are earnestly requested to send only such news for publication as are of general interest and to be brief in their statement)*

### *Prize Distribution.*

**Chandpur Ghani H. E. School.**—The Prize Distribution Meeting of the school came off on the 14th May, 1939, under the distinguished Presidentship of Mr. O. M. Martin, C.I.E., I.C.S., Commissioner of Chittagong Division.

The Head Master Maulvi Sultan Mahmood, B.A., B.T., read the Annual Report of the school which showed the all-round improvement of the school. He remarked—"If education in the truest sense of the word—the harmonious development of the head, heart and health—be the main objective, the gulf between the home and the school should be bridged up and the public and the state should come to its aid as the parent of all departments." \* \* \* "Home, environment and society are schools in which the youngmen move, learn and imbibe ideas and influences. The making of children is more a home industry than of the schools and colleges." While observing on the sad plight of the teachers in secondary schools, he said "The Department has for some years past been following the policy of robbing Peter to pay Paul. The increase of schools stands in an inverse ratio with the decrease of grants of old ones on account of the step-motherly attitude of the Govt. and the callous indifference of the public to non-Govt. Secondary schools." The performances by the boys on the occasion were all praiseworthy. Mr. Martin expressed great delight in the achievements of the school and the boys. He advised that the leisure time of the boys should be utilised in extra-academic activities.

**Santipur Municipal H.E. School**—Mr. J. M. Sen, B. Sc. (Cal), M. Ed. (Leeds), Principal, Krishnagore Collégé, & formerly Inspector of Schools, Presidency Division, presided over the annual prize distribution ceremony of the School on the 23rd July, '39. In his presidential address he made a fervent appeal to the authorities of the school and the Municipal Commissioners of Santipur to request their Head Master to preside over such functions in future. The boys and girls of the school should, he said, feel that the Head Master's authority was supreme in the sacred precincts of the school. A qualified gentleman or lady may be invited to deliver a speech for the benefit of the

boys and the girls. If in the next year the municipal commissioners decide to make this new departure, he will be glad to come and speak to the pupils. He will never think it beneath his dignity to do so. While thanking the President, the Chairman of the municipality agreed to consider the valuable suggestion of the President.

**Quaish Burichar Sammilani H. E. School**—The Prize-giving ceremony of the School was held on the 12th May, 1939, under the presidency of major G. F. White, M. C., M. I. O., and Secretary, District Inter-School-Sports Association. The local public and the guardians of the boys were present on the occasion. The Head Master, Maulvi Ahmad Choudhury, B. A., B. T., read the annual report which showed an all-round progress of the school. After the distribution of prizes, the President visited the proposed Play-ground of the School. He was highly pleased and assured his whole-hearted support to it.

**Muragachha H. E. School**—The prize-giving ceremony of the School was held on the 24th July under the presidency of Mr. Beans, Principal of C. M. S. School, Krishnagar.

The Head Master's report briefly stated a history of the Institution from its very inception and showed an all-round development. The Head Master put insistence on the point that education consists in all-round and harmonious developments of the intellectual, physical and moral faculties *pari paru* and sought the co-operation of the guardians to share the responsibility with a view to attain happier effect. After the distribution of prizes, the President in course of his speech said that one's school should be most dear to his heart—an object of love and veneration.

### General News.

#### Batikamari H. E. School (Faridpur).

School Com. Member's Complaint fails.

The petitioner, a Member of the School Com., alleged that the headmaster along with others lodged a false *ezahar* to the effect that he had committed house trespass into the quarters of the Headmaster and had stolen his suit-case and some cash. The police submitted a final report declaring the case as true. The case was tried in the lower court, but on the Headmaster's filing a 'naraji' petition, the Member was acquitted by the Magistrate. Thereafter the petitioner member filed an application before the Magistrate and the District and Sessions Judge of Faridpur, inviting each of them to prosecute the Headmaster and his party on charges under Sections 211 and 211/109 I. P. C. Both the Magistrate and the Dist. Judge dismissing the application, the petitioner preferred an appeal to the High Court. Mr. Justice McNair and Mr. Justice Khundkar heard the appeal and rejected it. Thus the attempt of the Member of the Managing Committee to prosecute the headmaster has failed miserably.

**Muradnagare Government Aided H. E. School, Tippera**—A public meeting was held in the school hall on the 20th July, 1939, to bid farewell to Babu Gour Pada Ghose, Vernacular teacher, Hd. Maulvi Safar Ali and Maulvi Abdus Samad on the eve of their retirement from a long and meritorious service. Babu Phatic Chandra Ganguly, B.A., B.T., Head Master, presided over the function. Gour Babu, the Vernacular Teacher, and Hd. Maulvi Sahib delivered soul-stirring passionate speeches, which were very much impressive. The meeting terminated after a short but instructive address from the Chair.

**Sadhanpur H. E. School**—The Football Tournament of the Satkania Zone was held in the last week of July on the Banigram Sadhanpur School Ground, the finals

being played off on the 30th and 31st and Semi-final on previous days. The Satkania H. E. School was declared to be the Zone Champion having had a victory over Kanchana School, and won the Khan Bahadur Shield, the trophy of the Zone. While awarding the trophy Mr. Gour Sankar Sikdar in a neat little speech dwelt on the importance of such sports and games in the co-ordination of body and mind with a special reference to their bearing on the formation of character. The function was indeed a great success.

**Naogaon K. D. H. E. School**—The local H. E. School building which was in a dilapidated condition has been thoroughly repaired at a cost of over Rs. 7000/- through the untiring efforts of Mr. J. C. Chatterjee, B. Sc., Sub-Divisional Officer, Naogaon (Rajshahi). The school has been catering education in the Naogaon Sub-Division for more than 55 years. Maulvi Maizuddin Ahmed, a teacher of the school, has been nominated by the Government as a member of the Naogaon Local Board.

**Tippera District M. E. School Teachers' Conference : 13th Session—1939,**  
**Comilla**—The 13th Session of the Tippera District M. E. School Teachers' Conference was held in the Comilla M. E. School premises on Sunday, the 26th March, 1939.

The General Conference was presided over by Babu Joges Ghandra Choudhury, M. A., B. L., a retired Deputy Magistrate & a distinguished Scholar of the Calcutta University. About 150 delegates, from far and near, were present on that occasion. The following important resolutions, among others, were passed by the Conference :—

(1) Requesting the Government to extend the Govt. scheme of Provident Fund, regarding the payment of additional P. F. grants, to M. E. Schools also ; and (2) to arrange for the free medical examination of the students of all recognised M. E. Schools; (3) requesting the District School Board to increase the monthly grants to at least Rs. 60/- per month as the Free Primary Education scheme introduced into the district has affected the M. E. Schools to a great extent and the Primary Education Grant as proposed to be granted to M. E. Schools is not at all sufficient to make up the loss incurred thereby ; (4) moving the Government and D. B. to sanction a larger amount in the shape of grant-in-aid for the upkeep of those existing institutions; (5) approaching the D. P. I. of Bengal with a request to recruit Inspector of Primary schools, also from among the competent and experienced teachers of M. E. Schools; (6) moving the Department to make provision for the training of English teachers of M. E. Schools, and to make arrangement for vacation course or short course of training for them on the line of the Calcutta University ; (7) opining that the scheme of the Arbitration Board for M. E. Schools as prepared by the All-Bengal Teachers' Association and accepted by the Department, be immediately put into operation ; (8) electing Babu Akshay Kumar Sen, retired Head Master, Comilla M. E. School, the President of the Association for the next session.

**Mahadebpur S. M. Institution (Rajshahi)**—The birth anniversary of Late Sir Ashutosh Mukherjee was celebrated on 4. 7. 39. Some of the teachers spoke on the many-sided activities of the illustrious deceased with special reference to the unique qualities of his head and heart. A resolution was adopted paying homage to his hallowed memory and urging the rising generation to be inspired by the lofty ideals of the "Bengal Tiger."

Out of 15 boys 12 came out successful in the last Matric. Examination—5 in the 1st Division.

**D. P. I.'s Reply to Noakhali D. T. A. Resolutions**

(True Copy)

3203-G

No.-  
00C-12G-39**From**

The Director of Public Instruction, Bengal,

**To**

The Secretary,

Noakhali District Teachers' Association,  
P.O. Khilpara, Noakhali.

Calcutta, the 2nd June, 1939.

**Sir**

In continuation of this office letter No. 2284-G., dated 3rd April, 1939, regarding certain resolutions adopted in the 15th Annual Conference of Noakhali District High English School Teachers' Association, I have the honour to observe as follows :—

**Resolution No.—**Third grade Junior Scholarships are allotted by divisions and their distribution among the districts of a division varies every year according to the number of passes in the 1st Division from each district in the preceding year. Numerical strength of High Schools is not considered in distributing Third Grade Junior Scholarships.

**Resolution No. 6—**Periodical Examinations formerly compulsory were abolished in terms of rule 17 read with 19 revised in Govt. Order No. 1852-Edn., dated 16th April, 1935. It is now optional and the Head Masters at their discretion may or may not hold these examinations. Only the annual examination is essential.

**Resolution No 15.—**The proposal for revision of the grant-in-aid rules so far as they affect the financial condition of schools concerned raises two important issues viz. (1) the raising of the proportion of Government grant to the amount of private contribution and (2) the lowering of the minimum scale of expenditure laid down by Government for aided schools. As regards (1) it may be pointed out that for obvious reasons there should be a limit to the amount of Government grant payable to a school and the limit is laid down under rule 6 in chapter VIII, Section 1—General, of the grant-in-aid rules for schools. The limit is relaxed by the Director of Public Instruction, Bengal, in special cases on consideration of merits of individual cases. A general relaxation of the limit is not possible.

As regards (2) it may be pointed out that a minimum scale of expenditure was fixed by Government for aided High Schools and also for Middle Schools with a view to the improvement of the pay and prospects of secondary school teachers. This scale is not too liberal and lowering of this scale will not only mean hardship to the teachers concerned but also a lowering in the teaching efficiency of the schools concerned.

However the above points may be considered by the proposed Board of Secondary Education when it comes into existence.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant,

Sd. A. Rahaman

for Director of Public Instruction, Bengal.

# CHATTERJEE'S

## THE INDIAN & BENGAL TIMES PRIMER & READER SERIES

*(Approved as Text-Books, Calcutta Gazette dated the 22nd June, 1939)*

**THE INDIAN TIMES PRIMER** (for Class III). Vastly improved Edition.

Printed in multi-colours. Superb get-up	...	Reduced price	-/6/-
THE INDIAN TIMES READER, Book I (Class IV)	...	"	-/6/-
THE INDIAN TIMES READER, Book II (Class V)	...	"	-/8/-
THE INDIAN TIMES READER, Book III (Class VI)	...	"	-/10/-
THE INDIAN TIMES READER, Book IV (Class VII)	...	"	-/12/-

With a view to removing a long-felt want, we have brought out cheaper editions of the Indian Times Primer in Anglo-Vernacular ; printed in multi-colours throughout and superbly got-up. These are—

**THE BENGAL TIMES PRIMER** (For Class II or III) representing

the first part of the Indian Times Primer in Anglo-Vernacular vocabulary	...	...	...	...	as. -/3/-
--	-----	-----	-----	-----	-----------

**THE BENGAL TIMES READER** (For Class III or IV) ; printed in colours. Superb get-up

...	...	...	...	as. -/4/-
-----	-----	-----	-----	-----------

**HATEKHARI** (হাতেখানি) (For Infant Class) an Approved Bengali Primer. The only nation-building Primer in the field. New Edition vastly improved. Printed in multi-colours

...	„	-/1/6
-----	---	-------

**A NEW COURSE IN COMPOSITION AND TRANSLATION** (Class V & VI) (latest approval). The only book in the field which has been written on systematic rules of English Composition

...	...	...	...	As. -/10/-
-----	-----	-----	-----	------------

**DITTO**, Book II (For Top Classes). Unparalleled as a book on true lines of English Composition. Quotations from Standard Literature throughout. (Approved)

...	...	Re. 1/2/-
-----	-----	-----------

TWENTY YEARS ago the "TIMES READER" Series first made their appearance in the field. Being written on true lines of Indian Nationalism and according to up-to-date methods of educational books, these books at once took the educational world of Bengal by storm and the slave manufacturing machineries of the past vanished before these like mist before the rising sun. Their English rings true as genuine current coin.

To our great misfortune, however, those very slave manufacturing machines are again making much headway and that through the instrumentality of certain big people who thrive on their lip-deep profession of so-called patriotism.

So, beware Bengal ! Let us educate our own children in our own way so as to be able to shake off the shackles of perpetual serfdom.

Let not any extraneous consideration overcloud your judgment. Let the intrinsic worth of the books and their peculiar suitability to our crying needs, be the sole criterion of your judgment. *Let us have justice and bare justice.*

**J. C. Banerjee & Sons,**  
**15, College Square, Calcutta.**

## OBITUARY & CONDOLENCE

**Khilpara H. E. School (Noakhali)**—The school was closed at 1 p.m. on the 28th July as a mark of respect to the memory of Alhadz Nawab Bahadur Sir Abdel Kerim Ghuznavi. A condolence meeting of all teachers and students of the school was held that very day and a resolution was passed by all standing in silence.

**Nohata Ranj Patitpavani H. E. School**—A condolence meeting of the teachers and students of the school was held on the 12th August, 1939, to express sorrow and record its deep sense of loss at the sad and sudden demise of Sir A. K. Ghuznavi, one of the illustrious sons of Bengal, and also pray for the peace and happiness of the departed soul.

**Banigram Sadhanpur H. E. School**—The staff and students of the School condoled the death of Nawab Sir Abdul Karim Ghaznavi of Dildera in the school Assembly Hall on 27-7-39.

Mr. Gouri Sankar Sikdar, B. T., Head Master, presided. Mr. Anowar Ali Choudhury addressed the meeting paying eloquent tribute to the qualities of head and heart of the deceased.

**Birsingha Bhagabati Vidyalaya (Midnapore)**—The Death Anniversary of the late venerable Pandit Iswar Chandra Vidyasagar took place on Saturday, the 29th July, 1939. Sir Jadu Nath Sarkar was invited to preside on the occasion by Mr. B. R. Sen, the popular District Magistrate of Midnapore. Babu Sajani Kanta Das, Editor, "Sanibarer Chithi" and Babu Brojendra Nath Banerjee and many other distinguished scholars and the members of the Bangiya Sahitya Parishad, Midnapore Branch, attended the function. Many girl students from Midnapore Missionary School were present. Poems and Essays were read on the life of late Pandit Vidyasagar and Sir Jadu Nath Sarkar. President of the meeting, gave a nice and impressive speech on the life of the late Pandit.

**Raghunathbari Ram Tarak H. E. School (Dt. Midnapore)**—The teachers and the students of the school, as in previous years, paid glowing tributes to the hallowed memory of the late lamented Pandit Iswar Chandra Vidyasagar at the 48th death anniversary meeting in the school premises on 29-7-39 under the presidency of Sj. Manindra Krishna Das, B. A., Saraswati.

**Gopalpur Muktakeshi Vidyalaya**—The first anniversary of the death of Babu Bijoykrishna Coomar, who had been the Secretary of the school since its foundation in 1922 and had all along rendered substantial financial assistance to it, was celebrated in the school premises on the 4th August. Babu Kalipada Banerjee, the Head Master of the school, presided over the function. A medium-sized portrait of the deceased was unveiled. It was resolved that a suitable portrait of the deceased be preserved in the school to perpetuate his memory.

**H. M. Institution, Karatia (Mymensingh)**—A meeting of the teachers and the students of the three institutions here—Saadat College, Roqua High Madrasah and Hafiz Mahmud Ali Institution—was held on 8-7-39 under the presidency of Maulvi Ebrahim Khan, M. A., B. L., Principal of the College, to condole the sad demise of Alhaj Maulvi Syed Badraddoja, Manager, Wajed Ali Wakf Estate and Vice-president of all the institutions. The President of the meeting spoke, in an illuminating language, on the whole-hearted activities of the noble deceased in giving to the educational institutions at Karatia. He was, as it were, a guiding angel to the late Mr. Wajed Ali Khan Panni of revered memory, who wakfed almost his entire property yielding a net income of Rs. 80,000/- annually to the cause of education and other charitable purposes. The passing away of such a noble soul is certainly a heavy loss to Karatia, nay, the whole of the country around.



[ *The Publishers are requested to supply two copies of their publications which they send in for review in this Journal—one will be used in our Association Library and the other will be sent to the reviewer concerned* ].

"A CENTURY OF ENGLISH ESSAYS" CHOSEN by E. RHYS and L. VAUGHAN (J. M. Dent & Sons, Ltd.)

This is a little book of 100 short essays chosen with the special idea of illustrating English life, manners and customs. Beginning with some early experiments in essay writing that appeared even before Montaigne, it gives illustrative examples from practically all the noteworthy short essayists of England, from Bacon down to Edward Thomas and H. Belloc. The longer essays, especially those devoted to criticism and literature, have been purposely left out as beyond the scope of the Volume. Judged by this limited range of the book, it must be admitted to be an admirable compendium of the gradual evolution of the short essay, and will therefore prove of inestimable benefit to all students of English Literature and English Life.

EUROPEAN HISTORY Part I. (To A. D. 1000)—By James Carty, M. A. Pp. 288. Macmillan & Co. Ltd. Stocked and supplied by C. J. Fallou, Ltd., Dublin.

The book under review is intended mainly for the use of secondary schools. Within a limited compass the author deals with all the momentous events of European history from the rise of Civilisation right up to the establishment of the Eastern Empire and the progress of the Slavonic nations. Special emphasis has been laid on the history of Christianity and Evangelisation, origin of monasticism, political and cultural history of Islam, Races and Cultures in Britain and the invasions of the Goths, the Huns, the Vandals and the Vikings. It is a bird's-eye-view of thousand years of history at once interesting and illuminating. Maps, illustrations, chronicles of events and chronologies are the special features of the book.

Of the Civilisations, Egyptian, Mesopotamian, Chinese and Indian, the oldest has not yet been finally determined. Competent authorities still agree to differ. Besides the Vedic, the Indus Valley Civilisation cannot be totally ignored. Minonian Civilisation would have passed into legends but for the intelligent labors of Sir Arthur Evans. Are the Assyrians the Vedic Asuras, the Phoenicians, the Vedic Panis and the Hittites, the early Indian Yadavas ? Daniel's prophecy of the fall of Babylon has been finely rendered in verse by Byron. Pliny refers to Indian luxuries imported to Rome amounting to £70,000 and luxury is one of the causes of her decline and fall. As an aid to students the chronicles may be set at the beginning of each chapter. The book has been written in a simple, lucid and fascinating style. Indian students may reap a rich harvest out of it.

NATIONAL EDUCATION—Board of Hon. Editors ; Narendra Deva, M. A., M. L. A. ; Mrs. Uma Nehru, M. L. A. ; K. G. Saiyidain, B. A., M. Ed., and Kalidas Kapur, M. A., L. T. Extra special Nov. '38. Vol. XVII. For and on behalf of the U. P. Secondary Education Association, 'Education' sub-committee. Printed and published by Haral Swarup Jauhari, at the Oudh Printing Works, Charbagh, Lucknow.

The journal aims at fulfilling the supreme need of the hour. Educational reconstruction is one of the foremost factors of the Renascence and a national planning is the desideratum. Post-War Europe is forging ahead with a plan and program, with new ideas and ideals. In India there is no dearth of A<sup>1</sup> educators but a national system has not yet evolved. A hearty co-operation of intellects and a strong co-ordination of cultural forces may build up the grand edifice. The editors are exerting themselves to attain this ideal.

The volume under review contains seven sections, viz. Historical, Types, Reorganization, Cultural movements, Women's Education, Physical education and Teachers' Movement, besides progress of education in the States, in provinces and Achievements of Premier Teachers' Associations in India. Penned by eminent educationists the articles are all thought-provoking, stimulating and inspiring. They provide us with practical data and profitable techniques. Bengal's contributions are few in number indeed, when in the sphere of education she was once a torch-bearer from the Buddhist down

to the early British period and can still boast of a wide and rich variety of types and techniques and of practical philosophers of national education like Sir Gurudas Banerjee, Sir Ashutosh Mukherjee and Sri Aurobindo.

The journal offers a fresh fillip to all attempts of educational reconstruction and no institution is complete without a copy.

**POETRY AND APPRECIATION**--by A. F. Scott, M. A.  
221 pages, Price 3s. 6d. Published by Messrs. Macmillan & Co.

Not only students for whom the book is primarily meant, but all lovers of poetry will appreciate Mr. Scott's publication. He is an optimist who believes that 'the poetry of earth is never dead'. He knows quite well the drawbacks of modern English poetry, but still holds out the hope of a bright poetic future not unworthy of English traditions. His masterly Introduction traces the development of English poetry from *Beowulf* to the present day, justifying its *raison d'être* in modern schools and colleges.

The author's aim, as suggested by the very title of his work, is a critical appreciation of poetry, which, according to Mr. Day Lewis, requires 'as much patience and concentration as the learning to write it'. Mr. Scott, a true critic, advises would-be critics to judge a poet in accordance with what he is trying to do. We heartily endorse his view that 'all poems cannot be made to fit the same Procrustean bed'. The most useful feature of the book lies in the carefully framed questions which are sure to afford the students who answer them, an intellectual and aesthetic training. His selection of poems is on the whole of a judicious and representative character, except in the case of some of the nineteenth century. We miss, for instance, Shelley's 'Ode to West Wind', Keat's immortal odes, and Whitman's 'O Captain, my Captain !'

The book, though evidently intended for top forms of English schools, may be safely recommended to the junior students of our Universities; who have to be acquainted with the peculiarities of English prosody and rhetoric for the first time. They will find the Glossary specially helpful.

**SIXTY LETTER AND READING GAMES**.—by Jane Spencer.  
64 pages. Price 2s. 6d. Published by Messrs. Macmillan & Co., London.

This little book by a believer in the Playway theory of education will be of great service to teachers of Infant schools. It aims at teaching the English alphabet through games. The arrangement of the games is based on the well-known pedagogical principles, 'From the easy to the difficult', and 'From the simple to the complex'.

**EVERYDAY CONVERSATION READERS**—Primers I, II & III, priced as 3 as.-6 pies each, published by K & J Cooper, Educational Publishers, Bombay, deal with topics of general interest to the young learners whose mother-tongue is not English. The everyday doings and interests of School boys have found an important place and English as it is spoken has been substituted for book English. The object of the writer is to give practice in speaking English. In this sense the Primers have removed a long-felt want written as it is by H. Martin, M. A. (Oxon), a former Principal of Islamia College, Peshawar. Martin's books are growing in popularity and the new set may be given their trial in Indian Schools.

**CALCUTTA, "THE CITY OF PALACES".**

**BOMBAY, "THE GATEWAY OF INDIA".**

**AGRA AND THE TAJMAHAL**

**"THE LAND OF FIVE RIVERS".**

**BIHAR, "THE LAND OF THE BLESSED ONE".**

**PICTURESQUE MYSORE**—By C. A. Parkhurst. Published by Messrs. Macmillan & Co. Ltd., Calcutta.

We have already reviewed a few booklets of this series in these columns. Each of these booklets reveals a panorama of historical events and contain a reference to its special physical and geographical features. Indian boys are generally ignorant of their ancient heritage ; they would derive immense benefit from these booklets, which, apart from providing excellent English reading for beginners, will increase their general knowledge about the land they live in. Teachers can safely recommend these booklets to the young learners, as they will obviously serve double purpose They are well-illustrated.

---

## **Our Association**

A meeting of the Publication Sub Committee was held on Sunday the 6th August at 5 p. m. at the office of the Association, which transacted important items of business. The meeting decided the number of copies of Sahitya Chayan and Matric. Test Papers to be printed this year, and also certain matters connected with publication.

## **Teachers in Trouble**

### **Barguna Moslem H. E. School, Backergunge**

Sj. Priyalal Chatterjee of the above school was dismissed after about four years of service without any charges being framed against him. Subsequently he was asked to rejoin. But on his going to join the school, he was refused permission to work. He has appealed to the Arbitration Board.

### **Naldha H. E. School, Jessor**

In our last issue we discussed the case of Sj. Birbal Dutta. A compromise was effected by the offg. Asst. Registrar Sj. Kartick Ch. Das Gupta with the help of the Association. Sj. S. K. Dutt, Asst. Secretary, was present at the time of negotiation. It is to be noted that the Offg. Asst. Registrar contributed materially to this compromise.

### **Ramkrishna Institution, Howrah**

Sj. Satiranjan Chatterjee, an Asst. Teacher of the above school was compelled to resign his post owing to the unsatisfactory state of affairs in the school. Certain charges were framed against him after he had resigned. His case is pending before the Arbitration Board.

### **Bahra H. E. School, Birbhum.**

The Headmaster who served the School from the 29th June, 1936, to the 3rd May, 1936, was intimidated to leave his post. On

the 10th April, 1938, he was asked by the Secretary under threat of violence to make over charge to the Assistant Headmaster, and submit a written apology for no fault of his own. After that he was not allowed to work, and verbal notice was served to him stating that the Committee had dispensed with his services.

Mr. F. Rahman, the then Divisional Inspector of Schools, who went to enquire into the case, effected a compromise for which the Association is grateful to him. The procedure he adopted in the case was admirably impartial.

#### Jiva Siva Mission Girls' School, Kamardanga

Can a Divisional Inspector or an Inspectress of Schools dissolve a Managing Committee and summarily dispense with the service of a permanent Headmaster of a school recognised by the University of Calcutta ? We are faced with a situation exactly like this at the Jiva Siva Mission Kiran Chandra Girls' School at Kamardanga, Christopher Road, Calcutta.

The Inspectress of Schools, Presidency and Burdwan Divisions, has, on a complaint from the Secretary and the Assistant Head Mistress of the above school, who, we are told, is her nominee, issued a fiat ordering the Secretary of the School to dissolve the Managing Committee and to dispense with the service of the Headmaster without even giving him one hour's notice. One cannot believe that the Inspectress of Schools, who is a veteran Government Officer, does not know that in all matters connected with a recognised school, aided or unaided, the Calcutta University is the final authority. Then, how is this that she ventured to interfere in the affairs of the school over which the Department has clearly no jurisdiction ?

Be that as it may, we have not come across such an instance of gross high-handedness and autocracy in course of our connection with the All-Bengal Teachers' Association for the last twenty years, since the Association came into existence.

The matter has been referred to the Calcutta University : it is gratifying to note that the orders of the Inspectress of Schools have been set aside pending the final decision of the case.

The case has created a great sensation. We hope the University will rise to the occasion to vindicate its authority.

## NOTES

### Bengali in U. P. Schools.

E have discussed on several occasions in the columns of this Journal the subject of the place of Bengali, the mother tongue of Bengali children in the United Provinces, in the schools of that province. We are glad to note that there has been a change for the better in the policy of the U. P. Government in this matter. The Director of Public Information of that province recently circulated the following press note which clarifies the situation to a large extent :

"In deference to the wishes of the Bengali Community, the Hon'ble Minister of Education told the deputation that pending Government decision on the recommendations of the Narendra Deo Committee, the then existing system would continue. That assurance has been observed. The Board's resolution has not been interpreted in a mandatory sense and Bengali students were permitted at the last High School Examination to answer questions in English, if they chose to do so."

The resolution of the U. P. Government on the Narendra Deo Committee referred to above stands thus :—

"The Government accept the recommendations of the Committee as to the medium of instruction for the basic and secondary institutions. The medium will rightly be Hindusthani. This will not, however, preclude any special arrangement which may be required for the teaching of any other Indian languages in the Province.

The last sentence clearly provides all that is necessary to enable teaching to be given and, by implication, examinations to be held in Indian languages other than Hindustani. As to which Indian languages should be recognised for the purpose is a question of detail, which will be examined by a special officer to be appointed shortly to go into the recommendations of the committee in their administrative and financial aspects. Till the results of this examination are available the existing position will continue. Thus the position is clear and unequivocal. There is nothing in any action, assurance or resolution of the Government to create misapprehension among the Bengali community inside or outside the province regarding the alleged displacement of the Bengali language. It is farthest from the desire of the Government to curb the facilities the Bengali community enjoys at present in the province for studying Bengali, of the literature of which every section of the Indian community is so justly proud. Government will continue to offer the community all such facilities."

We welcome the assurance given by the Hon'ble Minister of Education that the U. P. Government will continue to offer the Bengali community the facilities of education they have so long been enjoying.

**War**

**T**HE demon of war is taking its terrible toll. This Journal is directly concerned with its effect on Education. Schools and colleges have been closed in Germany, Poland, France and Britain. The hectic war preparations in our own country are clear reminders that India too may be called upon to take an active part in the war. We shudder to think what unspeakable horror and distress will visit the teachers and the members of their family if this country becomes a prey to the insatiable hunger of the demon of war.

The price of things is mounting up every day. Paper is becoming a very dear and rare commodity. Its deleterious effect on the publication of books is disastrous to the cause of education. We can only pray to the Almighty with all humility to restore good sense to the hearts of those who are bringing havoc and untold misery on millions of innocent people for the base gratification of their insolent pride and lust for power and domination.

**Heaviness of the New Matriculation Syllabus**

E have, again and again, reverted to the subject of the undue heaviness of the New Matriculation Syllabus, its consequent strain on the students, and the difficulty on the part of the teachers to adjust the routine and finish the prescribed course. Babu Umesh Chandra Bhowmic, Headmaster, Bogra Coronation School, a veteran teacher, in an article published in the May—June issue, clearly brought home that the New Syllabus required immediate revision to make it less heavy and burdensome. Mr. Bhowmic rightly pointed out that in 40 minute periods of school routine no satisfactory work could be done, specially because effective teaching could not be more than 30 minutes in such a period. The going out and coming in of teachers, the adjustment of the boys' minds from one subject to another, calling the roll twice a day, hearing complaints always take a part of the time in these routine periods. The University authorities did not take the trouble of consulting some school teachers when the Syllabus was drawn up. The result is disastrous. All hopes of improved education under the New Syllabus will be dashed on the rock of heaviness and strain.

It does not allow the boys any time for independent thinking nor the teachers any opportunity to discuss matters outside the syllabus to widen their outlook. The entire energy is consumed to finish the prescribed course. We once more appeal to the Vice-Chancellor and members of the Syndicate to relieve our youths from bearing this heavy burden. It is crushing their health and taking all joy out of their daily lives. The reform is not only essential from educational point of view but from humanitarian consideration too.

---

### Science as a Compulsory Subject

**T**HE heaviness and strain discussed above will be further accentuated when Science will be made compulsory in class IX from January, 1941. It will prove to be the proverbial straw breaking the camel's back. The idea of imparting Elementary Scientific Knowledge is a laudable one. But it is a colossal mistake to incorporate seven scientific subjects in one book. The difficulty has been further aggravated by the type of text books that have been approved for the purpose. Most of them are too bulky, full of technicalities and written in a laboured style. They are not at all pleasant or interesting to read. The authors forgot that the object was to impart *elementary* scientific knowledge. The syllabus is too defective. The boys ought to have been supplied with information that will enable them to deal with its every-day applications and which can teach them how human beings may live in a rational and healthy manner. That would make the subject attractive and useful.

In view of the fact that Science being a compulsory subject will make the New Syllabus abnormally heavy, we urge the University authorities to defer the date of such compulsion until the whole Syllabus is thoroughly revised and satisfactorily reformed.

---

### Re-assuring words of Hon: Dr. Syed Mahmud

**M**ENTION. Dr. Syed Mahmud, Education Minister of Bihar, has earned undying reputation by initiating a successful campaign against illiteracy and for adult education. He has added a bright cap to his feathers by the clear assurance he gave to the Bengali community in Bihar while opening a High English School at Jhalda on the 3rd September last.

He paid glowing compliments to the richness of the Bengali language and literature too. Said Dr. Syed Mahmud :

"He wished he had the time to learn rich Bengali language and enjoy the sweetness, melody and high philosophy of its poetry. He assured the Bengalis that so long as he was in charge of the education portfolio in Behar, nobody would be able to injure the Bengali language, and if there be any fool who harboured such ideas he would be disappointed. He deprecated narrow provincialism which was the outcome of Provincial autonomy and he appealed to all to guard against this evil, lest our country met the fate of China. He asserted that any qualified Indian was entitled to be employed in any part of India. He assured the Bengalis in Behar that their interests would not suffer in any way, and if any attempt was made by the Government to injure them, he would forthwith resign from the Cabinet and make impossible for them to continue."

These are noble words indeed !

---

### Provincial Text Book Committee

THE Government of Bengal follows a strange hush hush policy about the constitution of the Text Book Committee. The public are not aware on what principle the members are appointed. In these days of democracy and popular control, the Committee is a purely nominated body. We have no idea about the complete list of members. But we know there are some members whose competency to sit on the Committee may be easily challenged. Communal considerations weigh with the authorities more than efficiency or learning. There are some gentlemen who are themselves authors of a number of school text books submitted for approval. It is against elementary canon of justice and equity that interested persons should be judges. It is true that they do not examine their own books. But that is a poor plea for the procedure followed. They have ample opportunities of influencing their colleagues on the Committee.

It is high time that the Text Book Committee should be over-hauled and constituted on a more representative basis. It should not be left to the pleasure of a particular official to appoint members at his sweet will. There are well-known teachers and educationists, ornaments of the profession, who should be invited to serve on the committee. Above all efficiency and qualification should be the guiding factors in the formation of the Text Book Committee.

---

optional retirement at 60 and compulsory retirement at 65. The rule is, of course, subject to the condition of the teacher being physically fit in doing his duties. We are surprised to learn that some inspecting officers are over-zealous in compelling teachers to retire on the ground of attaining the age of sixty. The matter should be entirely left to the Headmaster and the Committee of Management concerned. If the teacher can satisfy his immediate superiors that he is fit to discharge his duties it is unjustifiable interference on the part of the inspecting officers to ask the managing committee to compel such teachers to resign.

There are two recent cases of such compulsory retirement at 60 before us. One is that of Babu Jogendra Nath Bhattacharjee of Rajbari school, and the other is that of Babu Kiran Chandra Ghosh of Narail Sub-divisional School. In both cases the Inspectors have insisted on their retirement on the ground of reaching the age of sixty. We know both the teachers personally and can vouch for their excellent health and physical fitness. There has been no complaint either from the students or the guardians about any deterioration of their quality of work. Nor have the headmasters or the Committees of Management of either school on their own initiative found fault with the work of either teacher. Why should then be this unreasonable and un-warranted demand by the Inspecting officer? Had there been the system of pension or payment of retiring gratuity we would have welcomed the suggestion. But it is cruel to ask a fit man to retire without making provision for his old age.

We draw the immediate attention of the Director of Public Instruction to these two cases for his intervention to mete out justice to two very competent and honest workers.

#### Publication of Scholarship list

IT is the second week of September, but the Government has not yet published the names of recipients of scholarship on the result of the last Matriculation Examination. The Government of Assam brought out the list about a month ago. In the past the Government of Bengal too published the list before the middle of August. But, for reasons we cannot surmise, there is unusual delay in its publication this year. It is causing great inconvenience to the students who are expecting to get the scholarship. Some months back

Government issued a communique that important changes would be effected in the method of granting scholarship. But so much time should not have been taken by them in making up their minds on the subject.

We draw the immediate attention of the Director of Public Instruction to this matter and hope that he will make early arrangement for the publication of the scholarship list.

### Bearing Charge

**CORRESPONDENTS** to the A. B. T. A. office are respectfully requested to weigh their letters and packets before affixing postage stamps on the same. Of late there have been good many cases of shortage of postage paid at the office of despatch and A. B. T. A. office has consequently been made to pay additional bearing charges. As cases of deficient postage are increasing day by day, it has been found necessary to draw the special attention of correspondents to the subject.

---

## The Best English Series

BY

**Buddhadeva Bose, M. A.**

*Professor in English, Ripon College, Calcutta.*

(Approved by the D.P.I. of Bengal. Vide Cal. Gaz., 22. 6. 39.)

## English for Boys and Girls.

<b>PRIMER</b> —for class III.	7as.
<b>READER ONE</b> —for class IV.	7as.
<b>READER TWO</b> —for class V.	8as.
<b>READER THREE</b> —for class VI.	10as.
<b>READER FOUR</b> —for class VII.	12as.
<b>READER FIVE</b> —for class VIII.	14as.

### SANTOSH LIBRARY

64, College Street, Calcutta.

Banglabazar, Dacca.

Line Road, Barisal.



১৮শ বর্ষ

৮ম সংখ্যা

# শিক্ষা ও সাহিত্য

ভার্জ, ১৩৪৬



সম্পাদক—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, এম-এ, বি-এল

নিখিল-বঙ্গীয়-শিক্ষক-সমিতি  
২০৯, কর্ণওয়ালিস ট্রাফ, কলিকাতা

মহামান্তি ভিরেষ্টের বাহাহুর কর্তৃক ১৯৪০ হইতে চারি বৎসরের অন্ত  
অনুমোদিত কয়েকধানা বই।  
( কলিকাতা পেঙ্গেট, ২২শে জুন ১৯৩৯ ত্রুট্য )

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরীক্ষক ‘কাব্যে রবীন্দ্রনাথ’  
‘ব্রহ্মের ডাক’ ‘বৃক্ষচূড়’ প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা ও লক্ষণভিত্তি  
পৰীন সাহিত্যিক

## আবিষ্টপতি চৌধুরী ৫ম-৫ প্রণীত

- |                      |                               |                                    |
|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ১। আহুত্তলী          | ...                           | প্রথম ভাগ ( তৃতীয় শ্রেণীর অন্ত )  |
| ২। আহুত্তলী          | ...                           | বিতীয় ভাগ ( চতুর্থ শ্রেণীর অন্ত ) |
| ৩। আহুত্তলী          | ...                           | তৃতীয় ভাগ ( পঞ্চম শ্রেণীর অন্ত )  |
| ৪। আহুত্তলী          | ...                           | চতুর্থ ভাগ ( ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্ত )   |
| ৫। আদর্শ রঁচনা-সোপান | ( পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর অন্ত ) |                                    |

**বৈশিষ্ট্য**—প্রচলিত একধরে প্রবন্ধ ব্যবস্থার বাদ দিয়া সম্পূর্ণ নৃতন ধরণের আধুনিক  
প্রবন্ধ চয়ন করা হইয়াছে। বিষয়বস্তুগুলি যাহাতে চিন্তাকর্ষক, শিক্ষাপ্রদ, সরল  
ও সুবিপাঠ্য হয়, তাহার অন্ত চেষ্টার জটী হয় নাই। যাহাতে স্বত্ত্বারম্ভি  
বালক-বালিকাদের সত্যকার জ্ঞান-পিপাসা বৃদ্ধি হয় এবং চরিত্র-গঠনে সাহায্য  
করে সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া গম ও প্রবন্ধগুলি রচিত হইয়াছে।

ছাত্রদের পঠনক্রিয়া যাহাতে অনায়াসমাধ্য হয় এবং সেই সঙ্গে তাঁদের  
কোতুহল 'উত্তরোত্তর' বাড়িতে ধাকে, সেই দিকে নজর রাখিয়া পাঠের নিয়ে  
সুনিপুণ ভাবে প্রয়াবলী সরিবেশিত হইয়াছে।

বই ক'ধানির—কাগজ, ছাপা, মুদ্রণ যাহাতে সর্বাঙ্গস্বদ্ধর হয় তাহার প্রতি  
যথামাধ্য লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। অত্যোক গঠ ও পঠ রচনাকে স্বৃষ্টি চিজ্জাবলীর  
সাহায্য সহজবোধ্য ও চিন্তাকর্ষক করিয়া তোলা হইয়াছে।

**জ্ঞান্ত্ব**—পাঠ্য-নৃতক নির্বাচনের পূর্বে আমাদের বইগুলির গুণাগুণ বিচার করিয়া দেখিতে  
আপনাকে অহুরোধ করি।

**দি প্লোৰ মোইজেজী**  
২, শামাচরণ দে টেট, কলিকাতা।



୧୯୫୩ ବର୍ଷ {

ଭାଜ୍ର, ୧୩୪୬

୮ମ ସଂଖ୍ୟା

## ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକେର ଆୟୁ

ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ

**ଟ୍ରେ**କ୍ଷୟଟ ବୁକ କଥିଟିର ନୃତ୍ୟ ନିୟମ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାର ପର ଚାହିଁ ବ୍ୟସର ଅତୀତ ହିୟା ଗେଲ ।  
ନୃତ୍ୟ ନିୟମେ କି ଶୁଫଳ କି କୁଫଳ ହିୟିଲ ଚିତ୍ତା କରିଯା ଦେଖିବାର ସମସ୍ତ ଆସିଯାଇଛେ ।

ନୃତ୍ୟ ନିୟମେ କୋନ ପୁସ୍ତକେର ସ୍ଥାନୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକେର ଇହାତେ ଆୟୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଯା ଦେଓଇବା ହିୟାଛେ—ଚାରି ବ୍ୟସର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକକେ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାରେ ହିୟବେ—ହିନ୍ଦୁବୌଦ୍ଧର ଭାଷାଯ ପୁନର୍ଜୀବନ ଲାଭ କରିବାରେ ହିୟବେ । କପାଟ-ଖେଳାୟ ସେମନ ଖେଲୁ ଜୀବିତ ଧାରିଯାଉ 'ମରିଯା ଯାଉ'—ଆମାଦେର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଙ୍ଗିରଙ୍ଗେ ସେଇ ଦୟା ହସ । ଏହି ପୁନର୍ଜୀବନଲାଭ ସହଜ ଓ ସଂକଳନ ହିୟିଲେ କୋନ କଥାଇ ଛିଲ ନା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାହା ନୟ—ବୀତିଷ୍ଠତ ଗର୍ଭଧରୀ ଭୋଗ କରିବାରେ ହସ । ଏବଂ ଅନେକ ପୁସ୍ତକକେ ଆବାର ଶିଖ ହିୟା ଜ୍ଞାନପରିଣାମ ଲାଭ କରିବାରେ ହସ । ଠିକ ସଥିମ ଦେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହସ, ଅମନି ତାହାର ଜୀବନଲୀଳାର ଅବସାନ ହସ । ଇହା ସେବ ରାଷ୍ଟ୍ରବିଷୟର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମତ । ରାଜୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୌବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହିୟିଲେ ରାଜ୍ୟକା-ରୋଗେ ଆକାଶ ହିୟା ବୃତ୍ୟବୁଦ୍ଧି ପଡ଼ିବା ହିୟିଲେ । ତାହାର ଅନ୍ତଃଶୂରେ ବହ ରାଣୀ ଛିଲ—କିନ୍ତୁ କାହାର ପାତ୍ର ସମ୍ଭାନ ହସ ନାହିଁ । ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବୃତ୍ୟର ପର ମହିଳା ବିପରେ ପଡ଼ିଲେ । ରାଜୀ ହସ କେ ? ତଥିମ ଅମ୍ଭକାନେ ଜାନା ଗେଲ—ଏକଜନ ରାଣୀ ସମ୍ଭାନ ଆହେନ । ତଥିମ ମହିଳା ସମ୍ଭାନ ରାଣୀଙ୍କେ ସିଂହାସନେ ବନାଇଯା ତାହାର ପର୍ତ୍ତାଜିବେକ କରାଇଲେ । ଗର୍ଭର ସମ୍ଭାନ ଗର୍ଭମୁକ୍ତ ହିୟା ରାଜୀ ।

হইলেন—তারপর ঘোবনপ্রাপ্ত হইয়া পিতার মত রাজস্বার আক্রান্ত হইয়া কালকবলিত হইলেন। তারপর আবার গর্ভাভিষেক—আবার অগ্নিবর্ণেরই পুনরভিনয়। এইভাবে বহু পুরুষ চলিতে লাগিল। ঘোবনেই সকলেরই মৃত্যু।

তাই বলিতেছিলাম—আমাদের টেক্সট বুকগুলির দশা হইয়াছে অগ্নিবর্ণকূলের মত। মনে করন একখানি টেক্সট বুক রচিত হইল ১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে—তাহার অঙ্গ অনেকগুলি ব্রক তৈরী হইল—৩৪ শত টাকা ব্যাপে তাহা মুদ্রিত হইল। জুন মাসে তাহা টি, বি, কমিটিতে ভাগ্য-পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইল। আর এক জুন ধূরিয়া গেল—তারপর ১৯৪১ সালের আগষ্ট মাস পরীক্ষার ফল বাহির হইল। প্রকাশকগণ আশাভরে ১১ হাজার বই ছাপিয়া ফেলিলেন, ২১৩ হাজার ছাপিলে প্রত্যেক বৎসরই এডিসন করিতে হয়, কিছুই লাভ থাকে না। এই বইএর ১৯৪২ সালের জানুয়ারীতে বিক্রয় আরম্ভ হয়। ১৯৪২। ১৯৪৩ সাল দুই বৎসর গেল খরচ উঠিতে। ১৯৪৪ সালে একটা এডিসন দিতে হইল। আগেকার এডিসনের যে বইগুলি বাকি থাকিল তাহাতেই হয়ত কিছু লাভ হইল ১৯৪৪ সালে। নৃতন এডিসনের খরচ উঠিয়া চতুর্থ বৎসরে প্রকৃত লাভ হইল। বইখানি তিন বৎসরের চেষ্টায় অনেকগুলি স্থূলে ধূরিয়া গেল—এই বার প্রতিবৎসর একটা স্থায়ী লাভ দাঢ়াইবার কথা। বইখানিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, তাহার হালচাল বুবিতে, তাহার শক্তিসামর্থ্য আশা আশঙ্কা উপলক্ষ করিতে ৩৪ বৎসর লাগিবার কথা। কিন্তু এই চারি বৎসরের শেষে তাহার আয় ফুরাইল। তাহার আবার গর্ভবত্ত্বার স্তরগত হইল। পুনরায় টি, বি, কমিটিতে পরীক্ষার্থ দিতে হইলে পুস্তকের পরিবর্তন সাধন করিতে হয়—তাহার আকার-প্রকার বদলাইতে হয় নতুন। জ্ঞান কোন সার্থকতা থাকে না। যদি অহমোদিত হয়—তাহা হইলে নৃতন বইএর মত ইহাকে শিক্ষাক্ষেত্রে নৃতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। আর যদি অহমোদিত না হয় তাহা হইলে প্রথমবার শেষ বৎসর যাহা লাভ হইয়াছিল—তাহা পুস্তকের নব কলেবর দান করিতেই নিঃশেষ হইয়া যায়।

অহমোদিত পুস্তক যেমনটি আছে তেমনি Submit করিলে লোকসান হয় না। কিন্তু একবার অহমোদিত হইয়াছে বলিয়াই তাহা পরবারেও অহমোদিত হইবে এমন কোন নৈশিত্য নাই। প্রথমবার যে তিনজন বই দেখিয়াছিলেন—দ্বিতীয়বার তাহারাই দেখেন না। পূর্ববর্তিগণের মতে যে বই সর্বোৎকৃষ্ট মনে হইয়াছিল, পরবর্তিগণের মতে তাহাই অপৃকৃষ্ট মনে হইতে পারে।

একখানি বই যদি পুনরায়মোদিত হয়, তাহা হইলে Block ইন্ড্যাদির অঙ্গ যে ব্যৱ হয় তাহা নিষ্কল হয় না—কিন্তু পুনরায়মোদিত না হইলে সমস্তই লোকসান।

পুনরায়মোদিত না হইলে যে বইগুলি প্রকাশকের ঘরে থাকিবা ধার—সে গুলিতে অন্তিমংগোল করা ছাড়া অন্ত উপায় থাকে না। কেহই কাঁটায় কাঁটায় হিসাব করিয়া শেষ এডিসনে মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারে না। সকলেই রেখে,—কম না পড়ে।

ছই শ্রেণীর উপযুক্ত যে বইগুলি তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম শ্রেণীতে ধরানো হব সেগুলি দ্রুই  
বৎসর চলিবে—টি, বি, কমিটির ইহাই নির্দেশ। কিন্তু ইহাতে একটা গোলমোগ ঘটিতেছে।  
পঞ্চম শ্রেণীতে এক Term-এর শেষ বৎসরে যে বই ছিল—স্বতই ছাত্রগণ যষ্ট শ্রেণীতে সেই  
বই পড়িবে। ইতিমধ্যে Term বদলাইয়া গেল—সেই সঙ্গে সে বইখানি হয়ত অনুমোদিত  
হইল—অথবা নবকলেবর ধারণ করিল। অনুমোদিত হইলে সেই বই উঠাইয়া দিবার  
কথা কারণ, অনুমোদিত পুস্তক পড়ানো চলে না। এক্ষেত্রে ছাত্রগণের দ্রুই বৎসরের  
পঠনোপযোগী পুস্তক চড়া দায়ে কেনার সার্থকতা থাকে না—বইগুলি বাতিল হইলে  
অভিভাবকগণের ক্ষতি।

যদি বইখানি নবকলেবর ধারণ করিয়া অনুমোদিত হইয়া থাকে তাহা হইলেও পুরাতন  
বইগুলিকে বিদায় করিতে হয়। জোর করিয়া যদি পুরাতন বই রাখা যায়—তাহা হইলেও  
গোল বাধে—যাহারা নৃতন ভর্তি হয়, অঙ্গ স্থল হইতে আসে—তাহারা যে বই কিনিবে সে  
বইএর সঙ্গে পুরাতন বই মিলিবে না।

যাহারা অনুমোদিত হইলেও পঞ্চম শ্রেণীর বইখানি অভিভাবকগণের মুখ চাহিয়া যষ্ট  
শ্রেণীতে রাখিতেছে—তাহারাও অস্ত্রবিধা ভোগ করিতেছে—অস্ত্রজীর্ণ ছাত্রগণ ও নৃতন  
প্রবেশিত ছাত্রগণকে পুরাতন বই যোগাইয়া দিতে পারিতেছে না। ফলে অনেক স্থলে  
পঞ্চম ও যষ্ট দ্রুই শ্রেণীর পুস্তকই বদলাইতে বাধ্য হইতেছে। শঙ্খীগ্রামের লোকদের বিশেষ  
করিয়া ইহাতে অস্ত্রবিধা ঘটিতেছে।

প্রত্যেক শ্রেণীর অন্ত স্বতন্ত্র পুস্তকের ব্যবস্থা করিলে—সেই সঙ্গে পৃষ্ঠা সংখ্যা ও মূল্য  
নির্দেশ করিয়া দিলে এই গোল হয় না।

বছর বছরই স্থলে পুস্তক বদল হইলে অভিভাবকগণের বড়ই অস্ত্রবিধা হয়। শঙ্খীগ্রামের  
লোকের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রামে যতগুলি পুস্তক ক্রীত হয়—তাহাদের প্রত্যেকখানি  
যতদিন ছিম-বিছিম হইয়া না যায়—ততদিন কাহারও-না-কাহারও দ্বারা ব্যবহৃত হয়।  
কোন বই সহসা অনুমোদিত হইলে তাহাদের বড়ই অস্ত্রবিধা হয়।

চারি বৎসর মাত্র পুস্তকের আয় নির্দিষ্ট হওয়ায় প্রত্যেক পুস্তকের মূল্যমৰ্য্যাদা চের  
করিয়া গিয়াছে। ইহাতে গ্রহকার ও প্রকাশক উভয়েই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। পুস্তকের  
Copyright-এর কোন দায়ই আর নাই।

প্রকৃতপক্ষে কোন পুস্তকের আয় কমিটিবিশেষ বা ব্যক্তিবিশেষের দ্বাৰা নির্ধারিত  
হইবার কথা নয়। তাহারা তাহাকে বধ করিতে পারে—আয় দান কৰিতে পারে না।  
প্রত্যেক পুস্তক তাহার নিজস্ব আয় তাহার অস্তর্নিহিত শক্তিৰ মধ্যে লাইয়াই অবগত কৰে।  
তৈল শেষ হইলেই যেমন প্রদীপ নিবিড়া যায় তাহার সেই অস্তর্নিহিত শক্তিৰ অবসানেই  
তাহার আয় শেষ হইবার কথা। যাহারা সেই পুস্তকের পঠন পাঠন করিবে তাহাদের  
মতিগতি প্রকৃতি ও আচরণের পরিবর্তন হইলেই পুস্তকের আয় আপনাই শেষ হইবে—তাহার

আভাবিক মৃত্যু ঘটিবে, তখন তাহা সম্ভাটের পাশা লাভ করিলেও চলিবে না। যদি শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন হয়, যদি যুগধর্মের মহসা পরিবর্তন ঘটে, যদি আতীয় আদর্শের আমূল ক্রপান্তর ঘটিয়া থাব—তবে পাঠ্যপুস্তকের আবুর অবসান হইবার কথা। গত দশ বৎসরের মধ্যে সেকল কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

বলা বাহল্য Syllabus বা পাঠ্যসূচির পরিবর্তন যদি অনিবার্য হইয়া পড়ে—তাহা হইলে পূর্বের পুস্তকগুলি বাতিল করার প্রয়োজন আছে তাহা স্বীকার করি।

নতুন আমরা পূর্ব-প্রচলিত নিয়মকেই উৎকৃষ্টতর মনে করি। একবার টি, বি, কমিটি থাহাকে অঙ্গমোদনের মুদ্রাঙ্ক দিয়াছে—বিশেষ কারণ না ঘটিলে সে মুদ্রাঙ্ক তাহার মুছিয়া ফেলা সম্ভব মনে করি না। পুস্তকখানিতে কোন অবান্তর জিনিষ প্রবেশ করিয়াছে কিনা, পুস্তকখানির বহিরঙ্গ হত্ত্বী হইয়া পড়িয়াছে কিনা, মূল্য বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে কিনা ইত্যাদি দেখিবার জন্য চারি বৎসর অন্তর বইখানিকে Re-submit করিতে বলা যাইতে পারে এবং তাহা টি, বি, কমিটির আফিসের দ্বারাই পরীক্ষিত হইতে পারে। আর যদি উৎকর্ষ সাধনের কোন অঙ্গ টি, বি, কমিটির মনে প্রবৃক্ষ হইয়া থাকে—তবে তাহা গ্রহকার ও প্রকাশককে জানাইলেই চলিতে পারে।

ইহার জন্য কোন পুস্তককে অবধা গর্ভস্তুণা ভোগ করিতে অথবা রহস্যের অভ্যন্তরে চারি বৎসর অন্তর বাঁপ দিতে হইবে কেন?

এখানে কথা হইতে পারে যে নৃতন নৃতন পুস্তক থাহা রচিত হইবে—তাহাদের স্বক্ষে কি হইবে? এসবক্ষেও পূর্বের নিয়মই সম্ভবতর। প্রত্যেক বৎসরেই নৃতন নৃতন পুস্তক গৃহীত হইতে পারে এবং অঙ্গমোদিত পুস্তকের তালিকা নীর্যতর হইতে পারে। -

ইহাতে একটা কথা উঠিতে পারে—অঙ্গমোদিত পুস্তকের সংখ্যা বাড়িলে গ্রহকার বা প্রকাশবগ্ন কেহই কিছু পাইবে না। বলা বাহল্য, শিক্ষাসংসদের ইহা দেখিবার কথা নয়। অঙুপমোগী না হইলেই যে কোন পুস্তককে পথ ছাড়িয়া দিতে হইবে। বিরাটতর সাহিত্যজগতে এ প্রশ্নের কে সমাধান করিতেছে?

এখন যে ৪০১০ খানি করিয়া পুস্তক অঙ্গমোদিত হইতেছে—তাহাতেই বা কে—কি পাইতেছে? থাহারা পাইবে—তাহারা ৪০১০ খানা খাকিলেও পাইবে—২০১২৫০ খানা খাকিলেও পাইবে। দুই ক্ষেত্রেই Survival of the fittest, অবশ্য এ fittest-এর অর্থ ছাই ভাবে ধরা যাইতে পারে। একভাবে, ষেগুলি সত্যই অঙ্গৃঞ্জিট সেইগুলি fittest, আর এক ভাবে, ষে পুস্তকের অধিকারীর চালাইবার ক্ষমতা খুববেশী—সেই পুস্তকই fittest. কোম্পটা সর্কোৎকৃষ্ট—টি, বি, কমিটি তাহার বলিয়া দেন না—৪০ খানি বইকেই তাহারা উৎকৃষ্ট বলিয়া ঘোষণা করেন। বলা বাহল্য, এই বইগুলির মধ্যে নিয়ন্ত্রণের পুস্তক ও উচ্চতম স্তরের পুস্তকের যে কত তফাত আমরা আনিতে না পারিলেও কর্তৃপক্ষ আনেন। শিক্ষাক্ষেত্রে এই বইগুলির কোনটি কিন্তু প্রাধান্য লাভ করে—যদি তাহারা তাহার খোজ নন,

তাহা হইলে দেখিবেন—তাহাদের ডালিকার—উৎকর্ষাপকর্য বিচারের সহিত কিছুই মিলিবে না।

এখনও: তাহাদের বিচার ও শত শত বিচালয়ের বিচার একক্ষণ নয়—হয়ত বিচারের আদর্শও এক নয়। কারণ, বিচালয়-সমূহের কর্তৃপক্ষের সহিত টি, বি, কমিটির কর্তৃপক্ষের মিলনে একটি অভিযন্ত্র আদর্শ গঠিত হয় নাই। আর যদি *fittest* এর অর্থ ধরা হয় পুস্তকাধিকারীর চালাইবার ক্ষমতা, তাহা হইলে টি, বি, কমিটির তাহা বিচারের বিষয়ীভূতই নয়। ইহা উক্ত কমিটির বিচারের বিষয়ীভূত যথন নয়—তখন বই চলিল কি না চলিল,—প্রকাশক বা প্রকার কিছু পাইল কি না পাইল,—তাহাও ঐ কমিটির ভাবিবার কথা নয়।

অতএব টি, বি, কমিটির পক্ষ হইতে পুস্তকের আয়ুনির্দেশ করা এবং অচ্ছমোদিত পুস্তকের সংখ্যা নির্দেশ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। একথামি পুস্তক চারিবৎসর চলিতে পারে—পাঁচ বৎসর চলিতে পারে না—ইহার মধ্যে যুক্তি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না—চারিবৎসরের পর এমন কি স্বাভাবিক ঘটনা ঘটিতেছে যাহা ১০ দিন আগে যে পুস্তক চলিয়ে তাহাকে পঙ্কু করিয়া দিতেছে? বরং দিন দিন পুস্তকের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই হইতেছে। পরীক্ষকগণ কি বুঝিতেছেন না নির্দোষ ক্রটাইন পুস্তকের সংখ্যা দিন দিন বাঢ়িতেছে?—নির্দিষ্ট সংখ্যা হইতে নির্দোষ পুস্তকের সংখ্যা চের বেশি নয় কি? অধিকাংশ পুস্তকের মধ্যে কি উনিশ-বিংশ তফাং নয়? এ বিষয়ে Barometer বা Thermometer কিছুই নাই। সংখ্যা সংস্করণে, কড়াকড়ি বাঁধন করিলে কি অবিচার হইবার সম্ভাবনা নাই? যাহারা পরিশ্ৰম করিয়া বই লিখিয়াছে—যাহারা কষ্টাঙ্গিত অর্ধবয়স করিয়া বই ছাপাইয়াছে এবং নির্দিষ্ট দক্ষিণা দিয়া পরীক্ষার্থ পুস্তক প্রেরণ করিয়াছে, তাহারা কি বিনিয়নে দাক্ষিণ্যাত্মক প্রার্থনা করিতে পারে না? অতিক্রমে আবিষ্ট ক্ষেত্র ক্ষেত্র ক্রটাইন তাহাদের পুস্তক, নির্দিষ্ট সংখ্যার মৰ্যাদা রক্ষার খাতিরে বর্জিত না হয়—সে অস্ত তাহারা কি—আবেদন জানাইতে পারে না?

গান্ধুলিপির উপর থে ভাবে বিচার চলে, মুক্তি পুস্তকের উপর সে ভাবে বিচার করিলে অস্তাৱ হয়। এমন কি ছাপা কাগজের অস্তও কোন পুস্তকের পরকাল নষ্ট করা উচিত নয়। ‘ছাপা কাগজ ভালো কর’—এই উপদেশ দিলেই প্রকাশক ছাপা কাগজ যতদূর সম্ভব চমৎকার করিতে রাজি হইবে। অনেকে অনিদিষ্ট ভবিষ্যতের ভৱে বেশী ধৰচ করে না, কিন্তু যথন নিশ্চিন্ত হয় তখন যাম করিতে কৃষ্ণ বোধ করে না।

পুস্তকের আয়ু যদি বাঁধিয়া দেওয়া না হয় এবং সংখ্যা সীমা যদি হিঁড় না ধাকে—বৎসর বৎসর যদি মৃতন মৃতন পুস্তক অচ্ছমোদিত হয়—তাহা হইলে পুস্তকের সংখ্যা বাঢ়িয়া যাইবে। তাহাতে দেশের কোন ক্ষতি আছে বলিয়া মনে হয় না। যদি ক্ষতি কিছু হয়ও—বৰ্তমান নিয়মে বে ক্ষতি হইতেছে এবং ভবিষ্যতে বে ক্ষতি হইবে বলিয়া মনে হয় তাহার

চেয়ে কথ কতি হইবে। শাহারা চালাইতে পারে অথবা শাহাদের পুস্তক উৎকৃষ্ট তাহারা এখন যেমন লাভবান হইতেছে, তখনও তেমনই লাভবান হইবে। শাহার' চালাইতে পারিবে না—তাহারা আপনা হইতেই সরিয়া পড়িবে। আর শাহারা কিছুতেই পারিবে না—তাহাদের একটা সংস্করণের বই পাচবৎসর সাতবৎসরে কাটিবে—শেষ পর্যন্ত তাহাদের লোকসান হইবে না—Term শেষ হইলেই এখন যেমন রাখি রাখি বই ওজনদের কাগজওয়ালাকে বিক্রয় করিতে হয়—তেমনটি করিতে হইবে না।

চাক চোল বাজাইয়া ঢোকণা করিয়া আয়ু ও সংখ্যা নির্দেশ করিয়া পুস্তক পেশ করিতে বলা হয় বলিয়াই এত বেশি বই পেশ হয়, স্বাভাবিক ও অকৃতিশুল্ক অবস্থায় এত বই পেশ হইবার কথা নয়।

প্রকাশকরা এখন ঠিক করিতেই পারেন—কোন বৎসর কত সংখ্যা বই ছাপিবেন—শেষ বৎসরে কৃতি হইলেও মুশ্কিল বাড়তি হইলেও মুশ্কিল। পূর্বব্যবহার ফিরিয়া আসিলে এই বিধানস্বেরও সমাধান হইবে। ইহাতে গ্রন্থকারদের গ্রন্থের ও গ্রন্থস্বত্ত্বের মূল্য মর্যাদা বাড়িবে—প্রকাশক নিশ্চিন্ত হইয়া কার্যে অগ্রসর হইতে পারিবে—ছাত্রগণেরও স্ববিধা হইবে—অভিভাবকগণেরও ব্যয় সংক্ষেপ হইবে। টি, বি, কমিটির কাজও অনেক কমিয়া যাইবে।

একখানি পুস্তক অননুমোদিত হইলে চারিবৎসরের মধ্যে সেই পুস্তককে পরিমজ্জিত করিয়া পুনরায় পেশ করিবার স্বয়ংক্রিয় নাই। এই স্বয়ংক্রিয় হইতে বক্ষিত করা অসম্ভব মনে করি। একবৎসরের দণ্ডই যথেষ্ট মনে করা উচিত। বহু ব্যক্তির অর্থ সামর্থ্য দেখানে জড়িত সেখানে দেশেরই অর্থ-সামর্থ্য বলিয়াই তাহাকে মনে করিতে হইবে। দেশের অর্থ-সামর্থ্যের যাহাতে অপচয় না হয়, ক্ষমতাপ্রাপ্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সে দিকে দৃষ্টি রাখা কর্তব্য মনে করি। পর বৎসরই পেশ করিবার অধিকার দিলে এই অর্থ-সামর্থ্যের অপচয় অনেকটা নিবারণ করা যায়। কেবল তাহাই নয় যে টি, বি, কমিটির যে সদস্য পুস্তক না-মঞ্জুর করেন—তাহারই উচিত—পুস্তকের পরিমার্জনায় সহায়তা করা অর্ধাং যাহাতে পুস্তকখানি অনুমোদন যোগ্য হয় সে বিষয়ে উপর্যোগ দেওয়া।

টি, বি, কমিটির কাজ কমিয়া গেলে এই ভাবে কমিটি গ্রন্থকারগণকে সহায়তা করিতে পারেন।

## শরৎ-সাহিত্যে পল্লীসংস্কার ও নারীর স্থান

আগিরিশচন্দ্র দাস, শিক্ষক, গোপালদিঘী কে, পি, ইউনিয়ন

উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, পো: কালোহা—ময়মনসিংহ।

আজ চোখের জলে ভাসতে বাংলার বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক, কথাশিল্পী ও সাহিত্যিক, পল্লীসংস্কারক ও মনস্তত্ত্ববিদ् শরৎবাবু সহকে হচাবটা কথা লিখতে যেঘে কেবলই মনে হচ্ছে বাংলার, বাঙালীর ও বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্যের কথা। শরৎবাবু কেবল মাত্র ১৭ বছরে পদার্পণ করেছিলেন। এই জনবহুল মহাদ্যবিরল বাংলা দেশে তাঁর মত একজন কৃতী সন্তান ও সংস্কারকের খুবই প্রয়োজন ছিল আরো কিছু দিন। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা বোধ হয় অন্তরূপ; তাই আমরা একপ অসময়েও অপ্রত্যাশিতভাবে এইরূপ একজন মনীষীকে হারালাম। নিয়তি কেন বাধ্যতে? এ দুঃসহ দৃঃখ্যে, এ অপূরণীয় ক্ষতিতে এই টুকুই আমাদের সাহসনা।

আমি সাহিত্যিক নই, উপন্যাসিকের কল্পনাপ্রবণ দ্রুতক আমার মোটেই নেই—সমালোচকের স্মৃতি বিচার বৃক্ষিক্ষণ স্পর্শ রাখি না। আমি এই বিংশ শতাব্দীর উপন্যাস রাজ্যের একচ্ছত্র সন্তান, বিশেষ করে সাহিত্য ও উপন্যাসের ভিতর দিয়ে পল্লীসংস্কার ও পল্লী উন্নয়নকর্ত্র দৃঢ়প্রতিষ্ঠা—মনীষী শরৎবাবুর একজন দীন সেবক মাত্র। তাই তাঁর সহকে হচাব কথা লিখার এ প্রয়াস এবং তাঁর সহকে কিছু লিখতে যেঘে আজ দৃষ্ট কবির একটা কথা মনে পড়ে গেল। পর্বতরাজ হিমালয়ের বিশাল, বিরাট ও গৃহ রূপ ও অসীম শুণরাশি বর্ণনা প্রসঙ্গে সত্যেনবাবু লিখেছেন—

“বাঙালি ধার মহিমা গান,

কালিদাস ধার অস্ত না পান,

সেই মহিমার ছবি ঝাকিবার

ছুরাণা ক্ষম হে যম—

বিশ্বপুর্জিত নমঃ। ইত্যাদি।”

আমিও আজ এই বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিক, কথাশিল্পী ও সাহিত্যিকের সহকে হচাব কথা লিখতে যেঘে দৃষ্ট কবির কঠে কঠে মিলিয়ে বলতে চাই যে, “এ ভাবরাজ্যের একচ্ছত্র সন্তান, উপন্যাসরাজ্যে নৃতন ভাবধারার প্রবর্তক, পল্লীসংস্কার অত্তের অগ্রণী শরৎ-বাবুর অসাধারণ রচনানৈপুণ্য, সর্বতোমুখী প্রতিভা ও বিবিধ শুণের বর্ণনা কঠে ধারণা ও আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। তবে আমার ভরসা এইটুকু যে আমার চেষ্টা কিছু অস্তায় নয়। বেহেটু, আবি, বাংলা মানের একজন কৃতী সন্তান, একজন মনীষীর শুণাবলীর কিকিং

আলোচনা কর্তে যাচ্ছি মাত্র। তাই ভরসা আছে, দোষ কটা আমুর নিজের ভাব ও ভাষার দৈনন্দিনিত ঘটটাই থাক—কমা আমি অবশ্যই পাবো আমার অক্ষমতাজনিত কটার জন্য।

শরৎবাবু যে যুগে জ্ঞানগ্রহণ করেছেন উহা বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের চরম উদ্ঘাস্তির যুগ। সংস্কৃতবহুল ভাষার প্রচলন ও প্রাবল্য সে যুগে ঘটেই ছিল না। ভাষা গঙ্গী নিষেধের শুভলে হাত পা বেঁধে নিতান্ত অড়বস্তুর মত ছিল না। উপযুক্ত, সুস্ক শিল্পী ও কারিকুর ষেমন খড় মাটি দিয়ে দেবীমূর্তি গঠন ক'রে কর্মে তাকে এক মেটে, দু মেটে ও অবশেষে নানা প্রকার বর্ণে চিত্রিত করে এবং সর্বশেষে পুরোহিত এসে প্রাণ প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন, বাংলা ভাষাকল্প কাঠামুক্তির বক্ষিমী যুগেই বক্ষিম প্রভৃতির গ্রাম উপযুক্ত, সুস্ক পূজারী দ্বারা প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। তাই বক্ষিমী যুগের লেখকদের গ্রাম পুরাণ-পূর্বীদের সঙ্গে বীতিমত বাক্যুক্ত করে' শরৎবাবুকে ভাষার সৃষ্টি কর্তে হয় নাই। সংবাদ প্রভাকরের সঙ্গে বীতিমত বাক্যুক্ত করে' শরৎবাবুকে ভাষার সৃষ্টি কর্তে হয় নাই। সংবাদ প্রভাকরের ভিত্তি দিয়ে বক্ষিমপথী ও পুরাণপথী ভট্টাচার্যদের দলের (সংস্কৃতবহুল ভাষার পক্ষপাতী) সঙ্গে যে উত্তৰ প্রত্যুষের বীতিমত বাক্যুক্ত চলতো—তা “শব পোড়া যরা দাহ” ও “ভট্টাচার্যের চানা” প্রভৃতি বিজ্ঞাপ্যক (terms) সংজ্ঞাণলি হতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং বাঙালা ভাষাহৃতাগী ব্যক্তিমাত্রই অবশ্যই উহার খবর রাখেন। কাজেই এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন বোধ করি না।

বাঙালা ভাষার ক্রমোন্নতির বিষয় বর্ণনা কর্তে যেমন—একজন লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক বলেছেন “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার মত প্রভৃতি যনীষিগণ বাংলা ভাষাকল্প গহন বনের ভিত্তি দিয়ে শুধু পথ প্রস্তুত করে গিয়েছেন। বক্ষিমবাবু প্রভৃতি পথের দুই ধারের সমস্ত আবর্জনা পরিকার করতঃ পথটা সুগম করে দিয়েছেন। তার পরবর্তী যুগের লেখকগণ পথের দুই পার্শ্বে নানাক্রম ফল ফুলের বৃক্ষ রোপণ করে' তাকে স্বশোভিত করেছেন”।—যা হ'ক বাংলা ভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নহে। প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু নিখ্তে বাধ্য হলাম—আশা করি এজন্ত স্বীজনের নিকট কমা অবশ্যই পাবো।

মোটের উপর শরৎ সাহিত্যে আমরা ভাষার কোনও প্রকার ক্রতিষ্ঠ বা আড়ম্বর দেখতে পাই না। ক্রতিষ্ঠ যদি কিছু থাকে তা হচ্ছে—সাধারণ সহজ সরল ভাষায় মনের ভাব ব্যক্ত কর্তার ক্ষমতা—যে বিষয়ে সাধারণ উপন্থাসিকের সঙ্গে শরৎবাবুর তুলনাই চলে না। ভাষার দিক দিয়ে বলতে গেলে “বক্ষিমের ভাষা ছিল যেন মধ্যাহ্নের দীপ্তি দিবাকর—আম শরৎবাবুর ভাষা শূরাম-চন্দ্রার প্রিয় আলোক সম্পাদ—একটি ধরনের নদীর উত্তাল তরঙ্গের গভীর গর্জন,—অপরটী ক্ষীণসঞ্চয়া কলনামিনী কলনামিনীর অস্পষ্ট কলতান—, একটি আবণ মেঘের শুক গভীর গর্জন—অপরটী বস্তু অমরের মনোমুক্তকর উদ্ঘাস্ত শুগন ।।।।

বিষ্ট যে জিনিয় নি঱ে শরৎবাবু উপন্থাস-কাজে তার স্বচ্ছ শর্প সিংহাসন স্থাপন-

কর্মেন, বার বলে তিনি উপজ্ঞাস-রাজ্যে একটা বুগাস্তরের স্টি কর্মেন, সেটা হচ্ছে তাঁর মানব-মন বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকে ভিত্তি করে আজ পাঞ্চাত্য-সাহিত্য ও উপজ্ঞাস গকে উঠছে ও শ্রীযুক্তি মাত্র কর্জে। মনস্তর বিশ্লেষণ খিলে যে, বর্তমান যুগে শ্রবণবাবুর স্থান সর্বোচ্চ,—এ নির্জলা ধৰ্ম সত্য কথাটি বোধ হয় তাঁর বিকল্প সমালোচকখণ্ডও অনুস্থিতচিত্তে স্বীকার কর্মেন। বড় বড় সাহিত্যিক, সমালোচক, ঔরনী লেখক ও উপজ্ঞাসিকের বিচারে শ্রবণবাবু কোন হিসাবে প্রের্ণ—সে বিচার বা সমালোচনা কর্বার প্রত্যাক্ষ আমার নেই।...

শ্রবণবাবুর যে দিক্টোর ক্ষতিতের অঙ্গ এ কৃত্তি লেখক তাঁর প্রতি একটা আকৃষ্ট, সেটা হচ্ছে তাঁর “পঞ্জীয়ন ভ্রতে দৃঢ় পণ”—যা তিনি পূর্ণ মাঝায় পালন করে প্রাচীনে তাঁর স্বনিপুণ লেখনী সাহায্যে। সমাজ-সংস্কারের দিকেও তাঁর বেঁক ছিল বক্ষিমের মতই, —কিন্তু পঞ্জীয়নের তিনি যেন বক্ষিমকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। তাই পঞ্জীয়ন হীন দলাদলি—ব্রহ্মাদেবি, বেণারেশ, পরম্প্রাকাতরতা প্রভৃতির বিষাক্ত আবহাওয়ায় অভিষ্ঠ হয়ে “পঞ্জীয়নকের” নায়ক—শিক্ষিত, উদার, পরোপকাবী প্রবাসী যুবক রমেশ যখন অভিযানে স্বগ্রাম ত্যাগ করার সংকল্প করেন তখন তাঁকে পঞ্জী-উন্নয়ন ভ্রতে উৎসুক কর্বার মহান् উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রবণবাবু তাঁরই নিপুণ হচ্ছের স্বনিপুণ তুলিকাক্ষিত স্বেহমুরী, কর্তব্য-পরায়ণ। আদর্শ বরষণী জ্যাঠাইমার (সিঙ্গেৰুৰী) মুখ দিয়ে রমেশকে উপদেশজ্ঞলে বলাচ্ছেন “না হেসে করি কি, বলত বাছা? বৱং আমি বলি, তোৱই এখানে থাকা সব চেয়ে দৱকাৰ। রাগ কৰে’ যে অন্নভূমি ছেড়ে চ’লে যেতে চাচিস্, রমেশ বল দেখি তোৱ রাগেৰ যোগ্য লোক এখানে কে আছে? আহা! এৱা যে কত ছঃখী, কত ছৰ্খল—তা’ যদি জানিস্ বমেশ, এদেৱ উপৰ রাগ কৰ্ত্তে তোৱ আপনি লজ্জা হবে। ডগবান্ যদি দয়া কৰে তোকে পাঠিয়েছেন, তবে এদেৱ মাঝখানে তুই থাক, বাবা।”

অভিযান-কূক কষ্টে রমেশ বললে, “কিন্তু এৱা যে আমায় চাব না জ্যাঠাইমা। তহুতৰে রমেশকে উৎসাহিত কৱাতে জ্যাঠাইমার মুখ দিয়েই পুনৰায় বলাচ্ছেন :—

“তাই খেকেই কি বুত্তে পারিস্নে, বাবা, এৱা তোৱ রাগ অভিযানেৰ কষ্ট অধোগ্য? আৱ শু এৱাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুৰে আঘৰ, দেখ্বি সমতই এক”।

জ্যাঠাইমার উপৰ রমেশেৰ অগাধ বিখ্যাস ও অবিচলিত ভক্তি ছিল। তাই জ্যাঠাইমার উপদেশ খিরোধাৰ্য কৰে’ ভাষা মন জোড়া লাগাতে চেষ্টা কৰে’ রমেশ আৱো কিছুদিন পঞ্জী উন্নয়ন কাৰ্যে অৰ্তী থাকলো। কিন্তু কৰেক দিন পৰ যখন তাৱ অবিয়াৰীয়-অঙ্গৰ্জত পীৱগুৱ গ্রামেৰ মুসলমান প্রজাৱা তাদেৱ ছেলেদিগকে মুশলমান বলে আৰেৱ যুগে ভক্তি কৱা কৱা হয় না বলে ছোট বাবুৰ কাছে অভিযোগ কৰ্ল, সেই দিন তাঁৰ মন আবাবু বিজোহী হয়ে উঠলো ঐ হিংসা-কলহ অঙ্গৰিত, কুসংস্কাৰাচ্ছয় পঞ্জী সমাজেৰ বিকলে। তাই তিনি গ্রামেৰ যুগে মৃত্যু এবং সমত ব্যাপারেৰ মধ্যে সকল বিজ্ঞয় গুৱে’ পীৱগুৱে মৃত্যু যুগে খোলার সংকল্প নিয়ে যখন তাঁৰ একমাত্

জরসাহল জ্যাঠাইয়ার কাছে অহমতির অস্ত গেনেন তথনও সেই মহিলারী নারীর মুখ দিয়ে উপদেশছলে শব্দ বাবু বলাচ্ছেন, “তাই তোকে বাবুবাব বলি বাবা, তুই তোর জগত্ত্বিকে ভ্যাগ করে থাস্নে। তোর মত বাইকে থেকে থারা বড় হ'তে পেরেছে তারা যদি তোরই মত গ্রামে ফিরে আস্তো, সমস্ত সবচ বিচ্ছিন্ন ক'রে চলে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দূরবহা হ'তো না। তারা কখনই গোবিন্দ গান্ধুলীকে মাথায় তুলে নিয়ে তোকে সরিয়ে দিতে পারত না।” রমেশ ধখন অভিমান ও আকার মিঞ্চিত থেরে জানাল যে তারও ঐক্যপ হেয়ে দলাদলির বিষাক্ত আবহাওয়া ছেড়ে যেতে এতটুকুও ছঃখ নেই, বরং তার মন ইশিয়ে উঠেছে ঐ বিষাক্ত আবহাওয়া হতে নিজকে একটু মুক্ত কর্তে—তখন জ্যাঠাইয়াকে দিয়ে পুনরায় তাকে উৎসাহিত করা হচ্ছে নিয়ন্ত্রিত ওজুবিনী ভাষায় :—

“না রমেশ, তা কিছুতেই হতে পারে না। যদি এসেছিস্, যদি কাজ শুল্ক করেছিস্, মাঝখানে ছেড়ে দিলে তোর জগত্ত্বিম তোকে ক্ষমা কর্বে না।” তদুত্তরে রমেশ ধখন বললে যে জগত্ত্বিম তার একার নয় তখন জ্যাঠাইয়া আরো উদ্বীপ্ত কষ্টে বলছেন—

“তোর একার বই কি বাবা, শুধু তোরই না। দেখতে পাস্নে না, মুখ কুটে সন্তানের কাছে কোথ দিনই কিছু দাবী করেন না। তাই এত লোক থাকতে কারো কানেই তাঁর কাঙ্গা গিয়ে পৌছিতে পারেনি, কিন্তু তুই আস্বামাত্রই শুন্তে পেয়েছিলি।”

ভক্তি, কঙ্গণা ও কর্তব্যের নিষ্ঠায় হৃদয় পরিপূর্ণ ক'রে রমেশ যেন এক নৃতন ঘঞ্জে দীক্ষিত হ'য়ে পল্লী-উন্নয়নের সাধু সংকলনে উন্মুক্ত হয়ে ঘরে ফিরে এল এবং এইবার থেকেই তার প্রস্তুত পল্লী-সেবা আরম্ভ হ'ল। যে মাল মসলা জ্যাঠাইয়ার কাছ থেকে নিয়ে রমেশ তার কাজ আরম্ভ করেছিল, পদে পদে প্রতিকূল আবহাওয়া তারঃ উদাম গতিকে প্রতিহত না কলে হস্ত ওর জ্বোরেই সে সারাটি জীবন সমান নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়েই পল্লী-সেবা কর্তে পার্ত্তো। কিন্তু ঘৃণ্য দলাদলি, জ্বাত-বিচার, কলহ বিবাদ তাকে এমন ভাবে বাধা দিতে লাগলো যে কয়েক দিনের মধ্যেই সে পুনরায় দিশেহারা হয়ে পড়ল এবং তার স্নেহমূরী জ্যাঠাইয়ার স্নেহের আকর্ষণ বেন ঐশ্বীশ্বরির মতই তাকে অক্ষুণ্ণ করে পুনরায় উপদেশ গ্রহণের অন্ত তাঁর কাছেই নিয়ে গেল। রমেশ পুনরায় সেই মহিলারী নারীর চরণ-তলে উপবেশন করে শুন্তে লাগলো :—

“রমেশ, ছুলোয় থাক না তোদের আত বিচারের ভাল মদের বাগড়া-বাটি বাবা, শুধু আলো জ্বেলে দেরে, শুধু আলো জ্বেলে দেরে। আরে আরে লোক অক্ষকারে কাণা হ'য়ে গেল, একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখবার উপায়টা করে দে বাবা, তখন আঁশনি দেখতে পাবে তারা কোন্টা কালো, কেন্টা ধলো। যদি ফিরেই এসেছিস্ বাবা, তবে আম ছলে বাস্নে। তোরা মুখ ফিরিয়ে থাকিস্ বলেই তোদের পল্লী-অনলীর এই জৰুশা।”

কি আন্তরিকতাপূর্ণ, কিরণ অন্তরের গভীর দরদভরা উক্তি ! আমার মনে হয় শরৎবাবু যদি অন্ত কোন কিছু নাও লিখতেন, একমাত্র পঞ্জী সমাজের জ্যাঠাইমার চরিত্রাঙ্কনই বোধ হয় তাকে বাংলার উপন্যাস রাখ্যে ও তার পাঠক পাঠিকার স্মৃতিপটে অমর করে রাখতো ।

পঞ্জী সমাজের ভিতর দিয়ে শরৎবাবুর পঞ্জী সংস্কার ও পঞ্জী উন্নয়নের আন্তরিক চেষ্টার কথা মনে কর্তৃত বাংলা মাঝের আর একজন কৃতী সন্তান পঞ্জী উন্নয়ন ক্ষেত্রে অগ্রণী, ও বাংলার, তথা ভারতের, ব্রহ্মচারী আন্দোলনের প্রবর্তক শ্রীযুক্ত শুক্রসদয় দত্ত, আই, পি, এস, মহোদয়ের কথা মনে পড়ে। দত্তজী তাঁর পঞ্জী উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রথম প্রেরণা পঞ্জী সমাজের জ্যাঠাইমার উন্নেজনাপূর্ণ উক্তি হ'তে পেরেছিলেন কিনা ঠিক জানা নেই। তবে উভয়ের উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখতে পাই অনেকখানি। সর্ব-সাধারণের অঙ্গতা যে পঞ্জীর দুর্দশার জন্য অনেকাংশে দায়ী এবং সাধারণে শিক্ষা বিজ্ঞান যে এ সমস্ত সমাধানের একটি প্রকৃষ্ট পথ, তা উভয়ের লেখার ভিতরেই অনন্তভাবে ঝুঁটে উঠেছে। দত্তজীর “জ্ঞানের মশাল নিয়ে হাতে, নেমে আৰ চাহেৱ ক্ষেতে—ষেখা চলছে চাষীৰ আধাৰ নিশিৰ, ঘূমেৰ ঘোৱে কানা হাসা” ইত্যাদিতে—যেন শরৎবাবুর নিপুণ হস্তাঙ্কিত জ্যাঠাইমার রমণীব প্রতি সেই উদ্দীপনাপূর্ণ—দেরে আলো জ্বলে দে, গ্রামের লোক সব অক্ষকাবে কাণা হ'য়ে গেল ইত্যাদির হৃষে পুনৰুক্তি মাত্র ।

যা হ'ক ব্রহ্মচারী আন্দোলন সম্বন্ধে কোন কিছু আলোচনা করাও আমার এ ক্ষেত্র প্রবক্ষের উক্তেগু নহে। প্রস্তুতক্ষে সামান্য ঘেটুকু নিখতে হল, আশা করি এ জন্য সহায় পাঠক মহোদয়গণ ক্ষমা কর্তৃ পার্শ্বেন ।

পঞ্জীর খুঁটিনাটি সাধারণ ব্যাপারগুলিও শরৎবাবুর সতর্ক চক্ৰ দরদভরা দৃষ্টি এড়াতে পারে নাই। শুল্ক সমাজ-সংস্কারক, প্রকৃত দরদী, অননামনা পঞ্জী-সেবকের কক্ষণা ভৱা মন নিয়ে তিনি দেখেছিলেন পঞ্জীর অবিচার, অভ্যাচারকে। চৰ্কলেৱ উপৱ সবলেৱ অভ্যাচার সংসারে আবহমানকাল থেকেই চলে আসছে। কিন্ত তৎপ্রতিকাৰাৰ্থ বোৰ হয় আৱ কাৰো কক্ষণ কোমল প্রাণ কেঁকে উঠেনি শৱতেৱ যত। শৱতেৱ মনটা ছিল যেন শৱতেৱই শিশিৰ-বিকুৰ যত স্বিকৃ—সহজেই যেন কৰে পড়তো তাঁৰ অঞ্চ-নিৰ্বাৰ গৱীবেৱ দৃঃখ্যে। সমবেদনাম কেঁদে উঠতো তাঁৰ আকুল প্রাণ গৱীবদেৱ জন্য। তাই তিনি গৱীবেৱ অজ্ঞাজ্ঞনিত দৃঃখ্যে, চৰ্কলেৱ উপৱ সবলেৱ অভ্যাচারে হিৱ ধাকতে পাৰেন নাই।— তাই, অসি বাবহাৰ বিংশ শতাব্দীৰ বিলাসী বাঙালী কেৱলী-কুল কুলে গেলেও, যসীকৃণ প্ৰহৱণ নিয়ে কোমৰ বেঁধে ঐ সব অভ্যাচার অবিচারেৱ বিৰুদ্ধে দণ্ডাবদান হৱেছেন এই দৱাদী যাহুষটা। তাই তিনি কাশীপুৱেৱ নিতান্ত দীন-বিৰুদ্ধ পক্ষৰ জোগার বুকফাটা মৰ্মাণ্ডিক দৃঃখ্য বুক পেতে নিয়েছিলেন। তৰ্কালকাৰ মহাশৰ ও

অমিদারবাবুর দ্রুমহীন ব্যবহার, তথাকথিত খাল্কার ও সমাজপত্রিগণের নির্মল ব্যবহার ও বিচারের নামে অবিচার তাঁর চক্র এড়াতে পারেনি।

মহেশগত প্রাণ গফুর জোলার গভীর দৃঃখ্যে সমস্ত দ্রুম দিয়ে সমবেদনা প্রকাশচ্ছলে গফুরের মুখ দিয়েই নিরপেক্ষ বিচারক, সূক্ষ্মদর্শী ডগবানের আদাগতে যে অভিযোগ পেশ করিয়েছেন, উহা বাস্তবিক বড়ই দরদ ও সহাহস্রভিপূর্ণ। যেখানে সমাজে বিচারের নামে অবিচার, শাসনের নামে অত্যাচার, ধর্মের নামে অধর্ম ও পুণ্যের নামে পাপের অঞ্চল দেওয়া হয়, সেই সমাজের বুকের উপর দাঢ়িয়ে, গরীবের ধনীর বিকল্পে কিছু কর্ত্ত্বে যাওয়া যে নিতান্তই বোকাখী ও লাঙ্ঘনার মাঝা বাড়ানোর পথ পরিকার করা—তাও খরৎ বাবু তাঁর নিপুণ হন্তের স্থনিপুণ তুলিকায় এমন স্থন্দরভাবে অঙ্গিত করেছেন যে পাঠকগণ তাঁতে একবারে আস্থাবিস্তৃত হয়ে—তাদের বাইরের সহাকে ভুলে যেয়ে, স্থনিপুণ লেখকের ভাবসমুজ্জের গভীরতার মধ্যে একেবারে তলিয়ে পড়েন। কতখানি দরদ, কতটা অস্তরিকতা দিয়ে অঙ্গের দৃঃখ্টা অমুভব কলে’ যে “খোদা, যারা তোমার দেওয়া ধাস ও তোমার দেওয়া তেষ্টার জল হতে আমার মহেশকে বঞ্চিত করেছে—তাদের কমুর থেন মাফ্ করোনা”—একপ উক্তি বের হয় তা’ প্রকৃত দরদী ছাড়া অঙ্গের পক্ষে সম্যক্ দ্রুমক্ষম করা সম্ভবপর নয়।

ক্রমশঃ



# শিক্ষক-জীবন

বৈকালিদাস রাম

ভবানীপুর মিড ইনসিটিউট

ছাত্র দশায় ছিলনাক লক্ষ্য কোনটাই,  
সাধ ক'রে আৱ এই জীবনে বৱণ কৰি নাই ।  
আশা ছিল অনেক বড় অনেক শুৰে কিংৰে  
বাধ্য হ'য়ে এই জীবিকা তুলে নিলাম শিরে ।  
বিষয় ব্যবহাৰে নেহাঁ অকৰ্মণ্য ঘাৱা  
কি গতি আৱ আছে তাদেৱ এই জীবিকা ছাড়া ?  
আঞ্চীয়েৱা মুখ বাঁকালেন, আজো নহে সোজা,  
যেন তাদেৱ বইতে হবে আমাৰ ষত বোৰা ।  
আঞ্চীয়েৱা গেলেন স'রে বদ্ধুজনেও তাই  
বলেন তাৱা “কি মহাশয় !” বলেন না আৱ “ভাই !”  
বক ক'রে দিলেন তাৱা পত্ৰ-ব্যবহাৰ,  
শেষ কালেতে আৱে রাখ ! বেচাৱা মাষ্টাৱ ।  
মানা জনেৱ অবজ্ঞাভাৱ মাথায় ধাৱণ ক'রে  
পঁচিশ বছৱ কেটে গেল শিক্ষকতা ক'রে ।  
কে না জানে এই জীবিকায় শুধ-শুবিধা নাই ?  
যাতে চুকেছিলাম আজো প্ৰাপ্তই তাহাই পাই ।  
তবু আমাৰ এই জীবনই লেগেছে খুব ভালো  
মাটীৰ দীপে হ'লেও এতে কুটীৰ আমাৰ আলো ।  
নৌৱস হ'লেও পেলাম এতে নবীন রসেৱ স্বাদ,  
ভেবেছিলাম শাপ ঘাৱে তা আজকে আশীৰ্বাদ ।  
যা জেনেছি যা শিখেছি শিখাই প্ৰতিদিন,  
কেউ শোনে না, কেউ বা শোনে কেউবা উদাসীন ।  
কেউ বোঝে না কেউবা বোঝে বিলম্বে কেউ বুৰে,  
কেউ মানেনা, বছৱ দশেক পৱেও কেহ খুঁজে ।  
কাৱ কত সাজ লই না হিসাব লভ্য মোৱ এই টুক,  
আগনাকে ‘বিকাশ কৱা প্ৰকাশ কৱাৱে শুধ’ ।  
সত্য ঘাৱা’ শেখে তাদেৱ শুধেৱ দৱপথে  
আগনারে দেখছি আমি চিনুছি কখনে কখনে ।  
এন্ধ হ'তে কেবা আমাৰ কৱিবে বকিত ?  
এই-জীবনেৱ দৰ্শকোৱে সে জুখা সকিত ।

শিখাই যাহা তার চেমে চের শিক্ষা করি আমি,  
 শিক্ষা দিতে গিয়া আমার এ লাভও খুব দামী ।  
 শিক্ষার্থীই থেকে গেছি শিক্ষাদানের ছলে  
 ছাত্র-জীবন হয়নিক শেষ এই জীবিকার ফলে ।  
 পাছ বছরে যেই জীবনের হইল হাতে খড়ি,  
 অবিচ্ছেদে তারই ধারা চলছে বরাবরই ।  
 পাই বা না পাই মা কমলার কঙগা, মর্যাদা,  
 সরস্বতীর সেবায় কহু হয়নি তাতে বাধা ।  
 বালক মলে বেষ্টিত এই জীবন ধানি মোর,  
 বাইরে বৃড়ো অন্তরেতে তাঙ্গে কিশোর ।  
 কহু পিতা কহু ভাতা কহু যিতার মত  
 তাদের সাথে আচরণে বিচ্ছিন্ন কত !  
 মানা রসের সমষ্টয়ে অপূর্বতায় ভরা  
 এই জীবনে আজ মনে হয় স্বপ্ন দিয়ে গড়া ।  
 হাঙ্গার্হ হাঙ্গার সোনার তরী মনের ফসল দিয়া,  
 ভরি ভরি কোন অকুলে দিলাম পাঠাইয়া ;  
 নিজে যাপি নদীর কুলে অধ্যাত জীবন,  
 খেয়া ঘাটে শুনছি হেথায় দেম্বার গরজন ।  
 দেশ বিদেশে পাঠাইয়েছি সোনার ফসল সব,  
 সাক্ষনা পাই, এতেই মানি অমৃত্য গৌরব ।  
 হারায়েছি বশু অনেক ক্ষেত্র করিনা তার,  
 দশ গিয়েছে তার বদলে পেয়েছি হাঙ্গার,  
 জাত গিয়েছে আপন গেছে, দুঃখ আমার নাই,  
 যত বড় জ্বাতের মাঝে পেয়েছি আজ ঠাই ।  
 পাইনি বটে এ জীবনে রাবড়ী পোলাও পিঠা,  
 শাক অয় যা পেয়েছি তাই লেগেছে মিঠা ।  
 ভেবে দেখাৰ নাই অবসর পারিষ্ঠিক কত,  
 জীবিকা যা ছিল তাহা হ'লো ত্রাতের মত ।  
 এই জীবনের যা কিছু সাব আনন্দ আৱ ব্যাধা,  
 যাছি রেখে হাঙ্গার প্রাণে ; এইত অমুভাত !  
 নিভ্য, তবু দীঘি মোৰে রাখবে সামা রাতি  
 আমার আলোৰ স্পর্শ অলা হাঙ্গার হাঙ্গার বাতি ।

## “କବିତା ଓ ଆଲୋଚନା”

ଶ୍ରୀବିମଳାନନ୍ଦ କାବ୍ୟ ପୁରାଣ-ସଂଖ୍ୟତୀର୍ଥ

ଇଟାଚୁମ୍ବା ପ୍ଲେ, ହଙ୍ଗଲୀ

ବନେଚର ପୃତ ଝବିର ମୁଖନିଃମୃତ ପ୍ରଥମ ଶୋକୋଚ୍ଛାସ,—ସବଲହଞ୍ଚେ ନିପୀଡ଼ିତ ଲାହିତ  
ଗଭୀର ମର୍ଦ୍ଦୟଧାର ଅବଦାନ—, ଅଞ୍ଚାସେର ପ୍ରତୀକାର-କଲେ ସମଗ୍ର ବିବେ ଛନ୍ଦିତ ଆକୁଳ  
ଆହ୍ଵାନ—କବିତା ।

ଦୁଖେର ମାବେଇ ଏହି କବିତାର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଫୁର୍ତ୍ତି, ତାଇ କବିତ ମାହୁମେର ଚକ୍ର ମନୋରମ,  
ଦୁଖେର ମାବେଇ କବିତେର ଅଭିନବ ଉତ୍ତର, ତାଇ ମେ ଆଶ୍ରମ ମର୍ଦ୍ଦୟଶର୍ମୀ, ଦୁଖେର ମାବେଇ ତାର  
ଅଗୁର୍ବ ବିକାଶ, ତାଇ ମାହୁମ କବିତେର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ସୁଷମାଯ ଆସ୍ତାହାରା ହୟେ ପଡେ ।

ଏହି କବିତାର ଦୁଇଟା ଦିକ୍ ବା ଦୁଇଟା ରୂପ—ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦିକ୍ ଓ ବହିର୍ଦ୍ଦିକ୍, ସହଜ ଓ କୁଣ୍ଡିମ  
ରୂପ ।

ଅନ୍ତରେର ଶୂନ୍ୟ ସେ ଭାବ-ଧାରା ଭାବାର ସାହାଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତ ହୟେ ଜଗତେର ବକ୍ଷେ ପ୍ରକାଶ ପାଇ,  
ତାହାଇ କବିତାର ବହିର୍ଦ୍ଦିକ୍ ବା କୁଣ୍ଡିମ ରୂପ । ମୁକ୍ତ ଭାବ-ଧାରାକେ ଶକ୍ତି କରା, ଅରୂପକେ  
ରୂପବାନ୍ କରା, ଅମୂର୍ତ୍ତକେ ମୂର୍ତ୍ତରପେ ପ୍ରକଟିତ କରା, ଘୂମନ୍ତକେ ଜାଗତ କରା ଏବଂ ଅର୍କଫୁଟଟକେ  
ପ୍ରକୃତ କରାଇ ଭାବାତର୍କ କବିତାର ଆଦିମ ରହଣ୍ୟ । ଆର ଏହି ରହଣ୍ୟେ ମର୍ଦ୍ଦୟଶର୍ମୀଟକରାଇ ଜଗତେ  
କବି ନାମେ ପରିଚିତ ଏବଂ ତାହାରା ସଂଖ୍ୟାଯ କମ ।

ଆଗତିକ ସଦ୍ଵେର ସାତ-ପ୍ରତିଷାତେ ସେ ଭାବ-ଧାରା ଅନ୍ତରେ ମାବେ ଉଦ୍‌ବୁଦ୍ଧ ହୟେ ଅନ୍ତରେଇ  
ବିଲୀନ ହୟ, ଯାର ରୂପ ବହିର୍ଗତେ ଅରୂପ ଥେକେଇ ଯାଏ, ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରତମ ବକ୍ଷରପ କଙ୍କ ସାର  
ଲୀଳାଚୂମ୍ବି ତାହାଇ କବିତାର ସହଜ ରୂପ ବା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦିକ୍ ।

ଏହି କବିତାର ଅଧିକାରୀ ଜୀବମାତ୍ରାଇ, କାଜେଇ ଜୀବମାତ୍ରକେଇ ଆନ୍ତର କବି ବଳା ଯାଏ ।

ଦୁଖକେ ତିଳେ ତିଳେ ଅନ୍ତର କରାର ପର ଝବିର ଅନ୍ତର-ସମ୍ମ୍ର ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟିତ କରେ ଉଠେଛିଲ  
ଛନ୍ଦିତ ବକ୍ଷତ ସେ ଭାବାମୃତ-ଲହାରୀ ତାହାଇ ପ୍ରଥମ କବିତା—ମର୍ଦ୍ଦୟଶର୍ମିର ଅକୁରାତ ଗୌରବ ।  
ମେହି ଅବଧି ଏହି କର୍ମବଳ-ପ୍ରଧାନ କବିତାଇ ମଧ୍ୟରେ ଚିର-ଆନ୍ତର, ଚିର ବରନୀଯ ।

ଏହି ଦୁଖ ବା କାର୍ଯ୍ୟେର ମାଧ୍ୟ ହଦ୍ୟେର ଯତ ଯିଲ, ଆର କାରାଓ ମାଧ୍ୟ ଯତ ନୟ । ଦୁଖକେ  
ହଦ୍ୟ ଯତଖାନି ବୋବେ, ଦୁଖକେ ତତଖାନି ପାରେ ନା । ଦୁଖ କରଣ ରଦେର ଅଭିଯାତ୍ତି, ହଦ୍ୟ  
କରନ୍ତାର ପ୍ରତୀକ, ଦୁଖ କରଣ ହଦ୍ୟେର ସମାଟି; ହଦ୍ୟ କୋମଳ ପ୍ରକଳନେର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯାତ୍ତି । ଏହି  
ଦୁଖ—ଆର ଶାନ୍ତି—ଏକଇ ଜିନିଯ ।

ଶଶିଳନ-ଶମାଟି ଦୁଖ, ଦୁଖେର ବ୍ୟାଟି ଶଶିଳନ । କାଜେଇ କରଣ-ରମ-ପ୍ରଧାନ ମାଟିକ, ଉପଚାମ

অথবা কবিতায় লোকের আগ্রহ বেশী দেখা যাব। যে কবিতার স্বর হৃদয়ের স্বরের সাথে মিল থাব, যে কবিতা হৃদয়ের স্বর দিঘৈই তৈরী—সেই কবিতাই সমাজে, গ্রাম্পের বুকে আনে নব আগমণ।

হৃদয় যেন বিরহী। যেন সে সতত ব্যাকুল কোন্ এক অজ্ঞানার বিরহে। সে যেন সদা “কার ও পথ পানে চেয়ে”। নিশ্চিন আছে সে সেই অচিনের প্রতীকার—। তাই বিরহের স্বর আকুল করে তার প্রাণ। এই বিরহ কঙ্গতায় উত্পন্নোত্তঃ—কাঙ্গণ্যে ঢালা, এই বিরহই দৃঃধের মূল উপাদান। তাই কঙ্গ-বস-প্রধান বা দৃঃধ-হৃদয় কবিতাই সবচেয়ে বেশী হৃদয়গ্রাহী। বীর বা অঙ্গ বসের কবিতা সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার কর্তৃতে পারে না, কারণ হৃদয় সাধারণতঃ বীর বসের স্পন্দনে তৈরী নয়। ২১৪টা হৃদয় তাহাতে আকৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু সংগ্রহ নয়। সে উত্তেজনা আনে, অন্ধের—, সমগ্রের ময়, সে বিভীষিকার হষ্টি করে, উপসম করে না, অশাস্তির তরঙ্গ উৎপন্ন করে, শাস্তির ধারা বর্ধন করে না—তাই সে সমাজ-হৃদয় গ্রহণে চির অক্ষম থেকেই যাব।

আধুনিক অগতেও কঙ্গবসের বা দৃঃধ-হৃদয় কবিতাকেই সর্বতোভাবে লোকের হৃদয়গ্রাহী হতে দেখা যাব।

তাই সহশ্র সহশ্র দৎসুর পর্বের রচিত রামায়ণ আজিও শত সহশ্র—দৃঃধান্তিক্ষা সতী সীতার পৃত চরিত অস্তরে জাগিয়ে চিঞ্চবৃত্তি দ্রবীভূত করে শোকাঞ্চ-বন্ধার লোকের মানস-কল্যাণশি দেয় ধোত করে’। তাই আজিও সতীকুলশিরোমণি সাবিত্তীর “যৃত পতি কোনে”—উপস্থাস পড়ে লোকের দুনয়নে দৱবিগলিত ধারে অঙ্গ-গুণ। বয়ে যাব। নল-দময়ক্ষীর কাহিনী পড়ে কোন্ সীমস্তিশীর চন্দবদন অঙ্গ-ধারায় পিঙ্ক, বিকৃত বা মলিন না হয় ? তাই পশ্চাত্য সংস্কৃতি-সংস্কৃতি হয়েও আমরা আজিও রামায়ণ যহাতারত ভূলতে পারি নি।

কিন্তু লক্ষণ ইন্দ্রিয়ের যুক্তের কথা কয়জনের প্রাণে সাড়া আনে ? কতটি চিন্ত মধ্যিত দ্রবীভূত করে ? বিগত মহাযুক্তের ইতিহাস কতটা প্রাণে উজ্জ্বলনা আগায় ? কতটা সাহসী হিয়া ব্রহ্মোমাসে নেচে ওঠে ?

জীব-অগং চায় অব্যাভিচারী শাস্তি, চায় অক্ষয় তৃপ্তি, চায় অস্ফুরস্ত আনন্দ। কিন্তু যুদ্ধের কাহিনী লোকের হৃদয়ে ত্যয়ের সংকাৰ করে, সংক্ষিত শাস্তি দলিল করে, অশাস্তির আলাময় বহি উদ্দীপ্ত করে’ জীবনকে দক্ষ মুক্তুমে পরিণত করে। কাজেই জীবসমূহ এই অশাস্তির পথ হতে নিরৃত হয়ে ক্রমশঃ লক্ষ্যের পথে, শাস্তির মার্গে ধাবিত হতে চায়।

কিন্তু এই দৃঃধ-হৃদয় কবিতা হৃদয়ের স্বরের সাথে মিল থাব বলে হারে তার উপর পড়ে ছুইয়ে। তাই মানব-হৃদয় এই কবিতার হৃদয়কে হৃদয় দিয়ে অচূতবক্ষতে কর্তৃতে একাক্ষা প্রা একাকার হয়ে পড়ে। তাই এই কবিতার স্বর হৃদয়ের মর্ত্ত্বে পৌছে মর্ত্ত্বকে বিগলিত করে নেয় ছিনিয়ে তার পৃথক অতিৰিক্ত অ-তাৰকামূল বক্ষ থেকে।

হৃদয় যেন আম সে হৃদয় নয়—কবিতার অস্তর্নিহিত হয়ে বীধি উৎপন্ন কৰ্তৃত তৰণ

সন-পিপাসু জীব সেই ভাব-জগত নীরবে পান করতে করতে বে রস বা আনন্দ অভ্যন্তর  
করে—তাহা বর্ণনাতীত। সাহিত্যে ইহাকে ‘অস্বাচ্ছাদ সহোচ্ছ’ বলা হইয়াছে।

অতএব দেখা যাব যাহা জীবের একান্ত স্বক্ষণ, একমাত্র কাশ্য, যাব তরে জীব-জগৎ  
অহরহঃ সাক্ষাত্তি—এই দৃঃস্থান বা কঙ্গ-বস্তি প্রধান কবিতার মধ্যেই সেই কাশ্যের সহজ  
স্বক্ষণ অভিনব বিকাশ—তাই জীবের দৃষ্টিতে এই কবিতা অতি মনোরম—তাই জীবের অধিক  
হৃদয়প্রাণী। আর এই কবিতাই জীবলোকের শোকে সাবনা, কষ্টে তৃপ্তি, মারিয়ে ধৈর্য,  
মরণে অভয়-বাণী। এই কবিতাই জীবের দুর্গম জীবন-যাত্রাকে সহজ সুগম করে, তার  
লক্ষ্যের পথে নিয়ে চলে ধীর মৃচ্ছাত্তিতে অক্ষিত করে’ হৃদয়-পদ্মে এক অভিনব আশৰ্প-মূর্তি।

তাই জীব-জগৎ বরণ করে নিয়েছে এই কবিতাকে না আমি কোনু স্বরূপাতীত কাল  
থেকে মুক্ত ক'রে বক্ষ-গহন-হৃদয়-হৃদ্যান।

---

## চান্দপুর মহকুমা শিক্ষক সম্মেলন

পঞ্চবিংশ বার্ষিক অধিবেশন

বাকিলা।

( সভাপতির অভিভাষণ )

শ্রীসারসাচরণ সন্ত

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বিজ্ঞান—আবগ্নিক পড়ায় পরিষিত হইতে চলিল। বিজ্ঞান  
কুসংস্কার দমনের উপযোগী। দেশব্যাপী কুসংস্কার কিছুটা লোপ হইবে, এই আশা করা  
যাইতে পারে। রসায়নের প্রবর্তনে দেশের শিক্ষের প্রসার হইবার কথা। সর্বোপরি  
বৃক্ষভাষায় সব বিষয়ের উত্তর লেখা যাইবে—বিষবিষালয়ের এই নির্দেশের ফল, অত্যন্ত  
দুর্গামী হইবে। যাহা ভাবার ভিতর দিয়া শিক্ষা—গ্রাচ্য ও পাঞ্চাঙ্গ সব দেশের জ্ঞান  
শিক্ষা—এত দিনে প্রবর্তিত হইল।

জিপ বৎসরকাল এবই নিয়মে শিক্ষা চলিয়াছে, এ দেশে। আবার আগামী বৎসরে নৃতন  
নিয়মে হইবে। এখন আর তত দেরী করিলে হইবে না; অতি দশ বৎসরে শিক্ষা প্রধানী  
পরিবর্তন করা দয়কার। নতুনা আজির সর্বাঙ্গীন উন্নতি হব না। রাইট অনারেকেল  
কিসান পৃথিবীব্যাপী মহাসময়ের সহযোগে—কাহান গৰ্জনের মধ্যেও, ইংলণ্ডের শিক্ষা প্রধানী  
নির্বাচনের কাছে ব্যাপ্ত হিলেন। অবশেষে মুক্ত শেষ হইলে কোকে দেখিল শিক্ষা প্রধানী  
পরিবৃত্তিত হইয়া পিলাই। সে, যে ইংলণ্ডের নিজের দেশের কাজ। কিন্তু এই দেশব্যাপী

আগবংশের কোন লক্ষণ নাই। কবে সেই দিন আসিলে! জীবনে বোধ হয় মেধিয়া বাইরে না। কিন্তু আশা পোষণেও শৰ্থ !

বলিয়াছি, বিজ্ঞান কুসংস্কার দূরীকরণে সিদ্ধ হত। কিন্তু আমাদের দেশ এক অঙ্গুত দেশ! লোকে বিজ্ঞানে এম, এস, সি পাপ. করিয়াও এমন ভাবে কুসংস্কার মানিয়া চলে, যেন কোন দিন বিজ্ঞান পড়ে নাই। শিক্ষকতা কালীন কত ছাত্রকে শৰ্থ ও চক্র গ্রহণ, রাহ নামক কোনও রাক্ষসের ক্ষত্র, নিবারণের চেষ্টার শৰ্থ ও চক্রকে গলাধকরণের ফলে সংঘটিত হয় না। এবং ইরিসংকৌর্তনে চক্র ও শৰ্থকে ছাড়িয়া দেওয়ার ফলেই তাহাদের মুক্তি হয় না। উহা কল্পনা প্রস্তুত ও নিষ্ক খিদ্য।

পৃথিবী, চক্র ও শৰ্থ আপন কক্ষে নিষ্পত্ত ঘূরিতেছে। এইরূপ আমাদান অবস্থায় পৃথিবীর ছায়া চক্র অথবা শৰ্থের উপর পড়িলেই উহার অংশ বিশেষ ছায়ার ঢাকা পড়ে এবং বে পরিমাণ ঢাকা পড়ে, তাহাই আংশিক বা পূর্ণ গ্রহণক্ষেত্রে দেখা যায়। ইহাই চক্র ও শৰ্থ গ্রহণের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

ছাত্রেরা ইহা বুঝিল, মানিয়া লইল। কিন্তু গ্রহণের সময় ঘরে ঘরে শৰ্থ বাড়িয়া উঠে এবং খোল করতাল সহ কীর্তন আরম্ভ হয়, তখন ছেলেরা—সত্ত্বের, বিজ্ঞানের পূজারিয়া, সকল শিক্ষায় জলাঞ্জলি দিয়া স্থলে ভিড়িয়া পড়ে।

অনেক স্থল অর্থের অভাবে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সাজ সরঞ্জাম ক্রয় করিতে পারিবে না। শিক্ষা বিভাগে অর্থের নিষ্পত্ত অনটন। কিন্তু পুলিশের অঙ্গ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। শিক্ষা বিভাগে যাহা কিছু অর্থ আছে, তাহা স্থল পরিদর্শন ব্যাপারেই খরচ হয়। যদি কোথাও ব্যয় সঙ্কোচ করা যায় তাহা এই শিক্ষা বিভাগেই। এত পরিদর্শনে স্থলের জীবক্ষণার হানি ঘটে। ফল হয় এই—স্থলে সাহায্য ছিটে ফেঁটা। স্থল না করিতে পারে গৃহ সংস্কার না পায় লাইব্রেরী ও সরঞ্জাম খরিদ করিবার টাকা। প্রত্যেক হাই স্থলে চারিশত টাকা এবং মধ্যইংরেজী স্থলে একশত টাকা করিয়া সাহায্য দিলে অতিরিক্ত দেওয়া হয়, এই কথা কেহ বলিতে পারে না।

আমাদের ছেলেরা অলস, নির্জীব ও সৌজন্যহীন। এই অঙ্গ উহাদের নিয়া বাহির হওয়া প্রয়োজন। নতুনা জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারিবে না। বাটক, উপযুক্ত শিক্ষকের চালনায় বিভিন্ন স্থলের চালনায় বিভিন্ন স্থলের একশত ছেলে—আগরতলা, কালীকচ্ছচূটা, সীতাকুণ্ড ও চট্টগ্রাম। অথবা বাটক—চাকেবৰী কটন মিলে, অথবা চিঞ্চুরঞ্জন স্থান মিলে—চৰসিঙ্গুৱে। আবেদন করিলে রেলওয়ে ও টীমারে কম তাড়ার এইরূপ ছাত্রসভকে বাইতে দেন, যদি জাহান্নাম বুঝেন, শিক্ষার অঙ্গ এই অভিযান।

পারে হাটিয়া ও সাইকেলে দেশ অঞ্চল এখানকার রেওয়াজ। শিক্ষক মহাশয়েরা সে মিলে ছাত্রদিগকে উৎসাহ দিলে মন্তব্য হয় না। মানসিক শিক্ষা, বৃক্ষ চৰ্চা বাবা লোকের সংগ্ৰহ শিক্ষা হয় না। সেৱা, সাহসের কাব্য, হেৰোসীর প্রতি সহাত্মুক্তি বাবা লোকের চৰিত্ব

গড়িয়া উঠে। তাহা না হইলেই গোপীর সেবার যুবকেরা হয় নির্যম, বিশেষে হয় বিহুল এবং উৎসবে হইয়া উঠে উশুবুল।

আমি কোন দিনই মনে করি না যে পাঠ্য পৃষ্ঠক গড়িলেই একটা লোকের যাহা আমা দরকার তাহা পায়। দিন দিন জীবিকা নির্বাহ কর্তৌর হইতে কর্তৌরতন্ত্র হইতেছে। কত বিষয়ে ছেলেদের জ্ঞান ধার্কা প্রয়োজন তাহার সীমা নাই। রবীন্দ্রনাথ শাস্তিনিকেতনের কোন শিক্ষককে নিখিলাছিলেন—

“গ্রামের অর্থনীতির ভিত্তি কোথায়, সমবায় নীতির অর্থ কি, আমাদের দেশের পক্ষে তার প্রয়োজন, গ্রামের লোকের স্বত্ত্বাবে অভ্যাসে বীতিমত কি অভাব আছে, যাতে তারা অন্তর্কল্পে, অঙ্গ কষ্টে, গোপ তাপে মরে যাচ্ছে, সে কথা ছেলেরা যাতে বিচার পূর্বক আলোচনা করিতে পারে, সেটা দেখা চাই। অধিদার ও প্রজার সমস্যের কোথায় গণন আছে, তাহার ফল কি, কি করে তার প্রতিকার হবে। সমস্ত কথা এখন খেকেই সূচিট করে ছেলেদের চিন্তা করা চাই। মনে রেখো ক্লাসের শিক্ষার চেয়ে এ শুলো বড় শিক্ষা।”

এই বাহিরের শিক্ষা দিবার জন্য বাবুর হাট খুলে “আলোচনা পরিষদ” নামে একটা সভা বহু দিন পূর্বে আমি করি। বিনি আমার স্লাভিষ্ট আছেন, তিনিও ঐ সভাটি বজায় রাখিয়াছেন। এই জন্য তাহার প্রতি আমি ঝুক্তজ্ঞ। পূর্বে বিষয় নির্মাচিত হইয়া থাকে, পরে আলোচনার বিষয়টি পরিশূল্ট হয়। অবশ্য ছাজদিগকে বাহিরের বই পড়িতে উৎসাহ দিতে হইবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি—রবীন্দ্রনাথ সমস্যে ছেলেদের জ্ঞান অতি সামান্য। রবীন্দ্র নাথের অসাধারণ প্রতিভা কচি কোন দেশে জন্মে। একদিন ইটালীর কবি দাস্তে সমস্যে বলা হইয়াছিল—They (Italians) talked Dante, and dreamed Dante—( লোক মুখে দাস্তের কথা—তাহারা স্বপ্নে দেখে দাস্তে। ) আজ রবীন্দ্রনাথ সমস্যেও আমাদের তাহা করা কর্তব্য। ইংলণ্ডের যঙ্গী রামজে মেকড়োনাল্ড তাহার সমস্যে যাহা বলিয়াছেন তাহা অকরে অকরে সত্য—

“রবীন্দ্রনাথের কাব্য—সেই ত ভারতবর্দ। সে ত ব্যক্তি বিশেষের আবেগ নয়—একটা সমগ্র জাতির আস্থা”। বাংলা সাহিত্যের ললাটে গণতন্ত্রের ক্ষমতাল্য পরাইয়াছেন বিনি, এই গণতান্ত্রিক যুগে তাহার সাহিত্যকে নৃতন দৃষ্টি দিয়া অধ্যয়ন করিবার দিন আসিয়াছে। বঙ্গদেশের অসাধারণের সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে তাহার ‘গনগান্ধি’ ও উপজ্ঞান ভাল করিয়া পড়িবার একান্ত প্রয়োজন। যাহাতে ঠাম্পুরের সমস্ত খুলে রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনার স্বীকৃত্বা হয়, “রবীন্দ্র-প্রতিভা” নামে এক সভা প্রত্যোক খুলে হয়, ইহা বাহনীয়। মাসে একবার করিয়া কবির বিশেষ কোন স্থানের আলোচনা হইতে পারে এবং বার্ষিক সভাও হইতে পারে।

সর্বসাধারণ আমাদিগকে কর্তৌর স্বালোচনা করেন। কারণ জাতিগঠনের ভাব:

আমাদের উপর। ভিক্টোর হগো বলিয়াছেন—( Future of mankind is in the hands of Schoolmasters ) মানব জাতির ভবিষ্যৎ স্কুল মাস্টারের হাতে। সমালোচনার মূল্য আছে। তাতে আমাদের কর্তব্যবৃত্তি জাগ্রত হব। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি—শ্রেণীতে যত ছাত্র আছে তাহাদের স্থায়ক পরিচয় নাই করন। যেখানে পরিচয়ের অভাব, সেই খানেই অক্ষমতা। বেছাজ সবকে অন্তর্ভুক্ত আনি অথবা কিছুই আনি না, সে ছাত্রের মধ্যে আমার দ্বারা হইতে পারে না, ইহ! এব সত্য। ছাত্র সবকে নিয়ে লিখিত দাখলটা ভাগে বিবরণ সংগ্ৰহ কৰণ। দেখিবেন ছাত্রের চরিজ্ঞতা জৰি আপনার নিকট ধৰা দিবে :—

- ১। পরিচয়তা আছে কি নাই। ২। উচ্চারণ ভাল কি মন্দ। ৩। অলস কি চঠ্পটে। ৪। ভৌক কি সাহসী। ৫। সত্যবাদী কি মিথ্যবাদী। ৬। স্বার্থপূর্বতা আছে কি নাই। ৭। পরের অনিষ্ট করিতে চায় কি চায় না। ৮। ইতর প্রাণীৰ গুণ ব্যবহার ভাল কি মন্দ। ৯। উচ্চাশা আছে কি নাই। ১০। সন্তুষ্টি হইতে চায় কি চায় না। ১১। পাঠ্য তালিকায় কোন বিষয়ে ভাল। ১২। মন্তব্য (পর্যবেক্ষণের পদ)

ছেলেদের খসড়া বই—Rough Bookই হইল উহাদের কোষ্ঠি। ছেলেকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াও কেবল মাঝ খসড়া বই দেখিলেই আপনাদের ধারণা হইবে সে ছেলেটো কি রূপ। সপ্তাহে যতবার পারেন Rough Book পরীক্ষা কৰণ। স্কুলে আসিয়া ছেলে কিছু করে কি না তাহার Rough Book ই প্রমাণ।

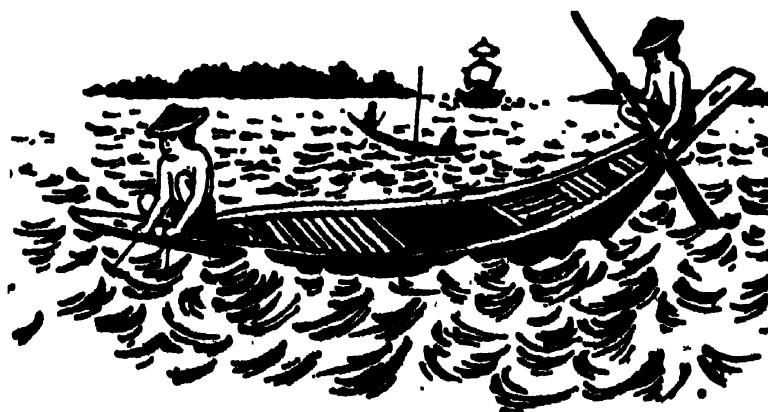
শিক্ষকের সাধনা চাই। রামতন্তু লাহিড়ী, শিবনাথ শাস্ত্রী, অধিনী কুমার দত্ত, জগদীশ মুখার্জির যে সাধনা ছিল তাহা কি বজ দেশে ব্যৰ্থ হইবে? অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত যিনি কর্তব্য করিতে পারেন না তাহার পক্ষে শিক্ষক হওয়া তুল। বিষ্ট সঞ্চয়ের দিকে যন দিলে, ঘোরতর সংসারী হইলে, শিক্ষক ধৰ্মচার্ত হন। দেশে এমন সোকের অভাব নাই, যাহারা এই বৌতিতে শিক্ষকের যোগ্যতা বিচার করেন। বুদ্ধিমান ছাত্রেরাও ঐ দলে। কারণ তাহারা শিক্ষকের কর্মের জটী বুঝে। বঙ্গদেশের নিঃস্বার্থ বিদ্যাদান হইতেছে চতুর্পাশীতে। বাদামীরা কোন দিন তাহা ভূলিতে পারিবে কি?

শিক্ষার সার্থকতা শিক্ষকের সাধারণ বৃক্ষের উপর। টেইগু শিক্ষক নহেন এমন কতজন এইকল প্রকৃষ্টভাবে অধ্যাপনা করেন, যে তাহা দেখিলে অবাক হইতে হব। কৃত্তি স্থায়ক যন লাগান চাই, বুঝি চাই, নতুন কোন কাজ হয় না। ইহা যনে দ্বারিতে হইবে কেহ কেহ আজ্ঞায় শিক্ষক—নিজের অস্তর্নিহিত সামর্যেই শিক্ষক—কাহারও দ্বারা শিক্ষিত নহে—যেমন স্কুল-শিল্পী মিলীশ কুমার এবং তিদিন বরণ।

আমার যত এই, টেইগু শিক্ষকবর্গ বিলাতি ধৰণেই শিক্ষা প্রাপ্ত হব। টেইনিং কলেজে এমন শিক্ষা পান তাহা ভাল পোষাকের মত স্কুলকেশেই থাকে—যাবহার করিয়ার ক্ষেত্রে পান না। নিজের বৃক্ষের দ্বারা বিলাতি ধৰণ দেখিতে কলিয়া নইতে হইবে।

অনেকে তাহা পারেন না—তাহা আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারি। আমার বিশ্বাস বঙ্গদেশের ভাব ধারার সমিতি ও টেক্নিক শিক্ষা খাপ খাই না। হয়ত বা ডিরেক্ট মেথড (Direct method of teaching) যেমন বঙ্গদেশে কার্য্যকরী হয় নাই, এরও দশা প্রায় তজ্জপ হইবে কালে।

আপনারা কখনও পাটোঝারী বৃক্ষিতে, সাম্প্রদায়িক বৃক্ষিতে এবং ব্যবসায় বৃক্ষিতে শূল চালাইবেন না। কারণ তাহার ফল বিষময়। আধুনিক ছাত্রদের শিক্ষা ধারা ঘাসুষ করিতে হইলে নৃতন কলনা ও বৃক্ষর প্রয়োজন। দেশের, জগতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্যালোচনা করিতে হইবে। আমি বিশ্বাস করি আপনাদের সে গুণ আছে। চাকরির প্রতি ছেলেদের তৌত্র স্থগ্ন জ্ঞাইয়া দিবেন। দেশে একটি শিল্প সঞ্চালন (Industrial movement) আঁসিতেছে। সহরগুলিতে যেখানে ইলেক্ট্রি-সিটি আছে সেখানে পূর্বেই উহা আরম্ভ হইয়াছে ক্রমে বর্ধিষ্যু গ্রামেও হইবে। গোমতী ও ভাকাতিয়া নদীর শ্রোত হইতে ইলেক্ট্রি-সিটির উৎপাদন গবর্ণমেন্টের কলনা আছে। দেশের স্বদিন আসিল প্রায়। যখন শ্রোত আসিবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে স্থানের গঠনও বদলাইবে। দেশ নৃতন আলোকে নৃতন নৃতন রূপ ধারণ করিবে। বয়স্কেরা অবাক হইয়া দেখিবেন আগে যাহা ছিল, এখন তাহা নাই। যুবকেরা দেখিবে আশাৰ বাণী—বদি শক্তি সঞ্চয় কৱিয়া শিল্পে হান কৱিয়া হইতে পারে।



# গৌসের দ্বীপালী

( ২ )

শ্রীহেমচন্দ্ৰ সেন

বিকাশী উপসী তাৱাপ্ৰসৱ উচ্চ ইংৰাজি বিষ্ণুলোক, কৱিদপুৰ।

( ৭ )

সাজে কি মোদেৱ অঙ্গ কেবল  
স্মৰিয়া প্ৰাচীন কৌণ্ডি-নিচয় ?  
লাজ-ৱড়িমা শুধু কি উচিত  
পিতৃগণ যেথো ঢালিলা শোণিত ?  
দাও ধৰা ! ফিৱে, দাও বুক চিৱে  
‘স্পার্টাৰ’ মৃত বীৱি কতিপয় ;  
ত্ৰিশতেৱ দাও তিনটি কেবল,  
আবাৱ রঞ্চিব, যুবিয়া প্ৰবল,  
‘থাৰ্ম্মোপাইলি’ মৃত্যুঞ্জয় ।

( ৮ )

একি ? নাই সাড়া ? নীৱব সকলে ?  
না—না—ঈ শোন গৰ্জন,—  
মৃত বীৱদেৱ কঠস্বৰ—  
গৱেষে যেন রে দুৱ নিৰ্বৰ !  
“একটি জীবিত,” এলো উভয়,  
“একটি কেবল উঠুক এখন ;  
আসিব আমৰা, আসিব সকল !”  
হায় রে, যাহারা জীবিত, কেবল  
তা’ৱাই রহিল মুকেৱ মতন !

( ৯ )

বৃথা এ' ষষ্ঠ, বৃথা এ' প্ৰয়াস ;  
 বাজায়ে দেখিব ভিন্ন রাগিণী,—  
 ভৱলো পেয়ালা কানায় কানায়  
 ‘সেমোস’-দীপের সেৱা মদিৱায় ;  
 কৰুক যুক্ত গোষ্ঠীসূচ  
 তুর্কী সেনানী ; মোদেৱ বাহিনী—  
 ঢালুক ‘শিয়ো’ৰ জ্ঞান-কুধিৰ !—  
 হীন ডাকে প্ৰতি মন্তপ-বীৱ  
 শোন, দিল সাড়া, “আসি রে এখনি !”

( ১০ )

‘পিৱীখ’-নৃত্য নাচিছ এখনো ;  
 কোথায় ‘পিৱীখ’-বৃহস্পত্নান ?  
 হ'টি বিজ্ঞানে জড়িলে দীক্ষা,  
 কেমনে ভুলিলে সমৱ-শিক্ষা ?—  
 উভয়ের মাঝে বীৱেৱ সমাজে  
 যাতে পৌৱুষ, যেইটি মহান ?  
 ‘ক্যডমাস’ দিলা অক্ষৱ-জ্ঞান ;  
 ভাব কি তাহার ছিল অবদান  
 দাসেৱ হস্তে হ'তে অপমান ?

( ১১ )

ভৱলো পেয়ালা ‘সেমোসী’ সুৱায় !  
 কীভি-কাহিনী শুনিব না আৱ,—  
 সুৱার অসাদে ‘এনাক্ৰিয়ান’  
 গাহিলা গীতি যে অমিয়-সমান !

ছিলা কবি দাস, কিন্তু সে দাস  
 ‘পলিক্রাটিসে’র,— অতি ছুর্বার-  
 শ্বেরী নৃপতি; তবুও তখন  
 গণতন্ত্রারি বীর প্রভুগণ  
 ছিল সন্তান গ্রীস-মাতৃকার !

( ১২ )

‘খারসোনিজে’র শ্বেরী নরেশ  
 ছিলা মুক্তির অমোঘ বর্ষ ;  
 স্বাধীনতা-ধন রক্ষা করিতে  
 তা’র বাড়া শূর কে ছিল যুবিতে ?  
 শ্বেরী পরম সে অরিন্দম,—  
 মিল্চিয়াডিস ; জানিনা কর্ষ,—  
 পাই যদি আজ হেন বীর গ্রীক ;  
 পরিব পুলকে, বহিব সঠিক  
 শৃঙ্খল তাঁ’র, পাহুকা-চর্ষ !

( ১৩ )

ডরলো পেয়ালা ‘সেমোসী’ শুরায় !  
 ‘পার্গা’র তীরে, ‘সুলি’র ভূখরে  
 এখনো বাঁচিয়া উন্নত-শির  
 বংশধরেরা বীরের জাতির ;—  
 যেই শূরদের ‘স্পার্টা’দেশের  
 জননী গর্বে ধরিত উদরে !  
 আছে সেথা হেন ক্ষত্রিয়-বীজ  
 সগোত্র ‘বলি’ ‘হারুকিউলিঙ’—  
 বংশ বাদের বরিত সামরে !

( ১৪ )

ফৱাসৌদিগেৱ নাহি বিশ্বাস,  
 স্বাধীনতা তৱে বৃথা নিৰ্ভৱ ;—  
 রাজা লুই জানে কিনিতে, বেচিতে ;  
 দেশেৱ সেনায়, দেশেৱ অসিতে  
 শক্তিৱ আশা, মুক্তি-ভৱসা  
 বিৱাজে কেবল বাঁধিলে সমৱ।  
 তুকী-শক্তি, ফৱাসী ছলনা  
 চূৰ্ণ কৱিবে মুক্তিসাধনা—  
 বৰ্ষফলক বিপুল, প্ৰথৱ।

( ১৫ )

ভৱলো পেয়ালা কাণায় কাণায়  
 ‘সেমোস্’-দ্বীপেৱ সেৱা মদিৱায় !  
 তকুণীৱা নাচে কুঞ্জে কুঞ্জে ;  
 বিজলী, কৃষ্ণ-নয়নপুঞ্জে ;  
 কিন্ত নেহাৰি প্ৰতিটি কুমাৰী  
 আস্তি-দীপ্ত নৃত্য-কলায়,  
 তপ্ত-অঞ্চ তিতায় নয়ন  
 ভাবিতে,—দাসেৱা ধৱিবে জীবন  
 হেন জননীৱ স্তৰ্গ-ধাৱায় !

( ১৬ )

ৱাথ ‘শুনিয়ামে’ মৰ্ম্মৱ-ময়  
 তুঙ্গ-বেলায় আসন আমাৰ ;  
 সেখানে বিৱলে আমি ও সাগৱ  
 শুনিব দোহাৰ, ভৱি’ অন্তৱ,  
 কৱণ রাগিণী, মৰ্ম্ম-কাহিনী ;  
 সেখানে বসিয়া গাহি’ অনিবাৰ  
 মৱালেৱ ঘত ত্যজিব জীবন।  
 গোলামেৱ দেশ মোৱ না কখন !  
 দূৰ হ পেয়ালা ‘সেমোসী’ শুৱাই।

## ବୀଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ଷାକାବ୍ୟେର ତତ୍ତ୍ଵ

ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ବି. ଏ.

ରାଡ଼ିଓନ ଆର. ଆର. ଏ. ସି. ଇଲ୍‌ଟିଉଶନ, ଚଟ୍ଟଗ୍ରାମ ।

**ବୀଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ବର୍ଷାକାବ୍ୟ** ଏକ ଅଫ୍ଫରସ୍ଟ ରମେର ଭାଣ୍ଡାର । ବର୍ଷା ଖତୁର ଅନିର୍ବଚନୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ—ତାର ଅପରାପ ବର୍ଣ୍ଣବିକାଶ କବିମନଙ୍କେ ସବଳେ ଆକର୍ଷଣ କରିଯାଛେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ବହି:ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନେଇ କବିଚିତ୍ତର ପରିଚୃଷ୍ଟି ସାଧିତ ହୟ ନାହିଁ ; ଏଇ ବୈଚିତ୍ରପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ରମ-ବର୍ଣ୍ଣନେର ମଧ୍ୟ ଦିଯା ଯେ ଏକଟି ଚିରକ୍ଷଣ ସହଜ ତତ୍ତ୍ଵ ଶତକ୍ଷନେ କ୍ରମାୟିତ ହିଁଯା ଉଠିଯାଛେ— ତାହା ସେମନ ଅପୂର୍ବ, ତେମନିଇ ବିଶ୍ୱାସାବହ । ବାଂଲା ସାହିତ୍ୟ ତାହା ଏକ ଅପୂର୍ବ କ୍ଷଣ—ବିଶ୍ୱାସାବହ—ତାହାର ଜୁଡ଼ି ପାଓଯା ଯାଏ କି ନା ସନ୍ଦେହ । ବର୍ଷାର ସହଜ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଭିତର ଦିଯା ଯେ ତତ୍ତ୍ଵଟା ବିକାଶଲାଭ କରିଯାଛେ—ତାହାର ଅନ୍ତର୍ମାତ୍ରର ଉଦ୍ଘାଟନେର ଚେଷ୍ଟା ଆମରା କରିବ ନା—ଶୁଭ ବର୍ଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ-ପାଗଳ, କବିମନର ଗହନ ପଥରେଥା ଧରିଯା ସତ୍ତ୍ଵକୁ ପାରି ଅଗ୍ରସର ହୋଯାର ଚେଷ୍ଟା ପାଇବ—ହୟତ ବା ଏହି ଅପରାପ ତତ୍ତ୍ଵର ଆଭାସ ମିଳିତେଣ ପାରେ ।

ମାହୁରେର ମନେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଏକ ଚିରକ୍ଷଣ ସତ୍ୟ । ବର୍ଷାର ଅବିରଳ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ଟୁପ୍ ଟୁପ୍ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ଗାନ ମାହୁରେର ଅନ୍ତର-ନିହିତ କବିମନଟାକେ ଜାଗାଇଯା ତୁଳେ—ତାହି ତ ବର୍ଷାର ଅଭିନବ ଛନ୍ଦେ ଗାନେ କବି ବଚନମୁଖର ହିଁଯା ଉଠେନ—ତୀହାର ନୀରବ ବୀଗା ଶୁରେର ଝକ୍କାରେ ପ୍ରାପବ୍ରତ ହିଁଯା ଉଠେ । ବିଶ୍ୱସତ୍ତ୍ଵର ଶୁର କବିବୀଗାଯ ନିପୁଣ ଅକୁଳିପାତେ କ୍ରମାୟିତ ହିଁଯା ଉଠେ । ‘ଆଶାଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଥମ ଦିବସେ’ ବର୍ଷାର ନବମେଷୋଦୟେ ଆଉହାରା କବିମନ ମୟୁରେର ମତ ଆନନ୍ଦେ ନାଚିଯା ଉଠେ—

ହୟ ଆମାର ନାଚେ ରେ ଆଜିକେ  
ମୟୁରେର ମତ ନାଚେ ରେ  
ହୟ ନାଚେ ରେ ।

ଶତବରଣେର ଭାବ ଉଚ୍ଛ୍ଵାସ  
କଳାପେର ମତ କରେଛେ ବିକାଶ  
ଆକୁଳ ପ୍ରାଣ ଆକାଶେ ଚାହିଁଯା  
ଉତ୍ତାମେ କାରେ ସାଚେ ରେ ।

ଅବିଆନ୍ତ ବୃଣ୍ଟି ପତନେର ମାଝେ ବର୍ଷାର ଏକ ନବୀନ ଛନ୍ଦ ଜାଗିତେ ଆରାସ କରେ । ଛନ୍ଦମନୀ ବର୍ଷାନଟାର ନୃତ୍ୟପରା ହୁମୁରେର ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ତାଳେ, ଅକ୍ଷକାର କରା ନବୀନ ମେଷେର ପାଦନ-ବଞ୍ଚାର, କବିମନର କ୍ରମ ଉତ୍ସନ୍ଧାରା ଅତିଇ ଖୁଲିଯା ଯାଏ, କବିମନ ମୟୁରେର ମତ କେକାଖନି କରିଯା

শত ছল্দে, সহস্র গাথায়, নাচিয়া উঠে। কবির চোখে নিখিল-বিশ জিঃ সজলমেঘের রং-এ<sup>১</sup>  
নৌলাভ হইয়া উঠে—

নমনে আমাৰ সজল মেঘেৱ  
নৌল অঞ্জন লেগেছে  
নমনে লেগেছে ॥

তাৰপৰ বৰ্ষাৰ ঢল জোৱে বিশেৱ শ্বামল বুকে নাচিয়া আসে, ‘জলে ভৱভৱ আউৰে  
ক্ষেত্’ পাৰ হইয়া, নদীৰ ছুল ছাপাইয়া, খাল-বিল-মাঠ জলে একাকাৰ কৱিয়া,  
ঘোলাটে জলেৱ বণ্ণা বুকে লইয়া তৱদেৱে পৱ তৱদ্ব তুলিয়া—বৰ্ষা ধীৱে ধীৱে গামেৱ  
পথে পা বাড়াইয়া দিল, শিশু তৱদ্বগুলি এ উহাৰ গায়ে আনন্দে ভাবিয়া পড়িতে লাগিল।  
চারিদিকে জলেৱ খেলা—কবিৰ মনে কী আনন্দ !

বাবে ঘনধাৰা নব পল্লবে  
কাপিছে কানন ধী঳ীৰ রবে  
তীৱ ছাপি নদী কল-কলোলে,  
এল পল্লীৰ কাছৰে  
  
হৰয় আমাৰ নাচেৱে আজিক্ষে  
মযুৰেৱ মত নাচেৱে ॥ নববৰ্ষা ।

এখন হইতে ঝূতুৰ মাঠকে, বৰ্ষাৰ অভিময় শুক হইতে চলিল। শুক শুক মেঘেৱ  
গৱজনে, বাদল ধাৰাৰ তালে তালে, নবীন ধানেৱ দোলন নৃত্যে, দাহুৱীৰ সঘন চিংকাৰ  
গানে, ভড়িত শিখাৰ চকিত আলোকে বৰ্ষাৰ আসৱ জযিয়া উঠিল—

শুক শুক মেঘ শুমিৰ’ শুমিৰ’  
গৱজে গগনে গগনে,  
ধেঘে চলে আসে বাদলেৱ ধাৰা  
নবীন ধান্ত দুলে দুলে সাৰা  
কুলায়ে কাপিছে কাতৰ কপোত  
  
দাহুৱী জাকিছে সঘনে—নববৰ্ষা ।

শ্বামদী বৰ্ষাহৃষ্ণুৰী তাৱ উপচাৰ লইয়া আমাদেৱ দুঃহারে উপনীত। তাৱই  
বাতৰ’ আকাশ বাতাস মধুত কৱিয়া ধৰনিত হইতেছে। বনবনামী তাৱই আলাপে মাতিয়া  
উঠিয়াছে। জলভদ্ৰা হাওয়া কী গোপন বাতৰ’ বহিয়া চলিয়াছে—আৱ শ্বামল-অৱণ্ণ—

শুক শুক গৰ্জনে নৌল অৱণ্ণ শিহৰে  
উতলা কলাশী কেকা কলৱবে শিহৰে  
নিখিল চিঞ্জ হৱয়া  
নব পৌৱবে আসিছে মত বৰণা ।

চারিদিকে আশার বাণী ছড়াইয়া পড়িয়াছে। রৌপ্যরিষ্টি বিবরী ধৰণীও যে শেষ  
তপ্ত নিশাস ত্যাগ করিয়া আশায় বুক বাধিয়া বসিয়া আছে কখন তাহার সারা অঙ্গে স্থিত  
শীতল কল্পনা বারি বরিয়া পড়িবে—

ঐ আসে ঐ অতি বৈরব হরমে  
অল সিংহিত ক্রিতি সৌরভ রভসে  
ঘন গৌরবে নব ঘোবনা বরবা  
শ্বাম গঙ্গীর সরসা—নববর্ধা।

তারপর কখন ঝড়ের মেঘে আকাশ অঙ্ককার হইয়া উঠিয়াছে। বিদ্যুৎ চমকানির  
সঙ্গে সঙ্গে, কবি ঘনের আনন্দ শ্বেতে এক অব্যক্ত অহৃত্ততিময় ব্যথার তুফান  
জাগিয়া উঠিয়াছে।

ঐ যে ঝড়ে মেঘের কোলে  
বৃষ্টি আসে মুক্ত কেশে  
পরাণখানি দোলে,  
একলা দিনের বুকের ভিতর  
ব্যথার তুফান তোলে।

কবির ঘনে হঠাতের এ ব্যথার তল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিজ্ঞানের মানদণ্ড  
দিয়া এর চুলচেরা বিচার হয় না। মস্তিষ্ক দিয়া একে বুঝা চলে না—হৃদয় দিয়া একে শুধু  
অহৃত্ব করা চলে। ভরা বাদলে ঘনের ভিতর কেন এ ব্যথা জাগে তাহার কারণ নির্দেশ  
করা শক্ত—তবে এটা সত্য যে এ ব্যথা প্রতি মাঝের ঘনেই জাগে। কবির ঘনোদর্পনে  
এর স্মৃষ্টি ছায়া পড়ে। কবে কোন আবাদের প্রথম প্রভাতে, নব মেষ দর্শনে কালিদাসের  
ঘনেও এ ব্যথা জাগিয়াছিল—‘মেষালোকে ভবতি স্থিতোহ্প্যগ্রথাবৃত্তি চেতঃ’। বিদ্যাপতিও  
এ ব্যথার হোয়াকে এড়াইতে পারেন নাই—

এ মহা ভাদ্র মাহ বাদ্র  
শূণ্য মন্দির মোর—

ঘনে হয় কবি হৃদয়ের ব্যথার মূলে রহিয়াছে—অনস্ত বিরহের অহৃত্তি সর্বব্যাপী  
বৃদ্ধার নিবিড়তার মাঝে এই নিত্য বিরহ তীব্র হইয়া জাগিয়া উঠে। নিখিলের অঙ্গম  
শ্বেতে পরিব্যাপ্ত ঘন বর্ধান নিবিড় বিরহের মাঝে সহজ নিরহের ভাবটাকে ফিরিয়া পায়।  
তাই অকল্পাং এই যে অব্যক্ত ব্যথার আঁতাম, এই যে অঙ্গানা বেদনার স্থিত হোয়া লাগা,  
তাহাই যুগে যুগে কবিদলকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে—

শতেক যুগের কবিদলে মিলি আকাশে  
ধৰনিয়া তুলিছে মস্ত মনির বাতাসে,

## শতেক যুগের গীতিকা ।

શત શત વન મુખરિત વન વીધિકા ॥

এই বাধাৰ ছোয়া কবিৰ মনে এক অভিনব অভিয্যক্তিৰ স্থচনা কৱিয়াছে, কবিৰ দুদয়াকাণে আলোছায়াৰ এক অপূৰ্ব পটপৰিবত্তনেৰ পালা হৰু হইয়াছে। বিৱহেৰ স্পৰ্শে উয়না কবি কথন ছুটিয়া চলিয়াছেন একাকিনী কোন বিৱহিনীৰ উদ্দেশ্যে, মেষেৰ সঙ্গে অনন্তেৰ পথে—আবাৰ কথন নিৱালা গৃহকোণে আপন প্ৰিয়াৰ নিকট নিৰ্ভাৱনায় আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ‘সীমাৱ মাঝে অসীমেৰ’ সকানেৰ বৰ্ণবিকাশ কবিৰ মনে আৱল্প হইয়া গিয়াছে। অনেক বক্ষ ও দন্তই মেন চোখেৰ পলকে অগসাৱিত হইয়া থাইতেছে। ‘যে কথা এ জীবনে রহিয়া গেল মনে’ তাহাও বৃঝি আজি প্ৰাণেৰ জনেৰ উদ্দেশ্যে নিবেদন কৰা যায়—

মনের অনেকখানি মিথ্যা মোহষ্ট আজ ঘুঁচিয়া গিয়াছে। প্রকৃত মিলনের পথে ষে অসংখ্য বাধাবক্ষ ছিল—সমাজের শাসন, জীবনের কোলাহল, সব আজ বাদল বরিষণে ডুবিয়া গিয়াছে। আছে শুধু—

তাই বুঝি, বিবৃহবিধুর, মিলন প্রয়াসী উগুখ কবি ঘন ছুটিয়া চলিয়াছে মেধাবি  
বিবৃহিনী প্রিয়া—

କୁଞ୍ଜକୁଟୀରେ ଅସି ଭାବାକୁଳ ଲୋଚନା,  
ତୃଞ୍ଜପାତାଯ ନବ ଗୀତ କର ରଚନା  
ମେଘମହାର ରାଗିଗୀ—ବର୍ଷାମଙ୍କଳ ।

କବି ମନ ମିଳନେର ଆଶାୟ ବ୍ୟାକୁଳ । କିନ୍ତୁ ମିଳନେର ସେ ମେଘମଜ୍ଜାର ରଚନାଯ ତିନି ତୋର ବିରହିନୀ ପ୍ରିସାକେ ଆବାହନ କରିଯାଇଛେ ଲେ ଖେଦ ମଜ୍ଜାର କୋଥାଯ ? କୋଥାଯ ଆଉ ନବ ଗୀତ ରଚନା ? ବିରହେର ଆକାଶ ସେ କ୍ରମେ ସନ ନୀଳ ହଇଯା ଉଠିଯାଇଛେ । 'ଈଶାନେର ଫୁଲୌଡୁତ ଅଛ ମେଘ' ସାବା ଆକାଶ ଛାଇଯା ଫେଲିତେଛେ, ଛୁଟିଯା ଆସିତେଛେ ସେନ ସାବା ବିଶ ଗ୍ରାସ କରିଯା ଫେଲିବେ । ବାହିରେର ଅଗନ୍ତ ସେଇ ଅଳମେର ବାତ୍ୟାର ବିଶ୍ଵଭିତ ହଇଯା ଉଠିଯାଇଛେ । କବିର ହୃଦୟ କୋଣେଓ ସେଇ ବହିର୍ଜଗତେର ବଢ଼ ବିରହବେଦନାର ଆକାରେ ତାଳ ପାକାଇଯା ତୁଳିତେଛେ । ତାହାର ବ୍ୟାକୁଳ ମନ, ବାନ୍ଧେର ବେଗେ ଛୁଟିଯାଇଛେ କୋନ କୋଥାଯ, ନା ଆନି କୋନ ହୃଦୟ 'ଅନହୀନ ପଥେ କୂର ପବନେ'

কোন অপরিচিতার সম্মানে। তার এ বেদনা কিসের, তার এ প্রাণের আকুল আবেদন  
কার উদ্দেশ্যে কোথায় শেষ হইবে—

বৰু বৰু ধারে জল, বিজলী হানে,  
পৰন মাতিছে বনে পাগল গানে  
আমাৰ পৱাণ পুটে  
কাৰ কথা বেজে উঠে  
হৃদয় কোনে।      নববিৱহ

কিন্তু কার তরে এই বেদনা ? কিসের লাগি এ প্রাণের চাওয়া—তাৱই সম্মানে, তিনি  
আপনাকে, স্বদূৰ অতীতে বিদ্যুতের পাখায় কৱিয়া তুবনময় পরিব্যাপ্ত কৱিয়া দিয়াছেন !  
নিৱালা গৃহ কোন আজ বিশ্বের অনন্ত প্রাণে আসিয়া মিশিয়াছে। অতীত আজ বৰ্তমানের  
তীব্র আলোতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে—

বিদ্যুতের চমকানি লেগে  
এ বক্ষ নাচিত তালে তালে,  
উভয়ী উড়িত মম,      উন্মুখ পাথার সম  
মিশে যেত আকাশে পাতালে,  
বিদ্যুতের চমকানি কালে।

কিন্তু আজ কবির মনে এ কি ভাব ! তাঁৰ বক্ষস্পন্দন কোথায় ? তাঁৰ আকুল  
চাওয়ার সম্মান মিলিল কই ? কবি আপনাকে আজ হারাইয়া ফেলিয়াচেন, যন তাঁৰ আজ  
উদাসী। + + + + … ; ‘বৰু বৰু ধারে ঝরিছে নিচোল’ বনবনানী মথিত কৱিয়া,  
গাছপালা ডুবাইয়া সমস্ত বিশ্বে এক কুলনের স্বর জাগিয়া উঠিতেছে—

কখন প্ৰহৱ গেছে বাজি  
কোন কাজ নাহি আজি  
ঘৰে আসে নাই কেহ,      সারাদিন শুন্ত গেহ  
বিলাপ কৱিছে তৰুৱাজি—ঝড়েৰ দিনে।

কবি আজ কিসের ধ্যানে তন্ময়। কখন প্ৰহৱ বাজিয়া গিয়াছে সে ধেয়াল তাহাৰ  
নাই। কেহ কি কেহ আসে নাই ? তাই তিনি শুধাইতেছেন—

শ্ৰিং সজল মেৰ কুজল দিবসে  
বিবশ প্ৰহৱ অঞ্জল অলস আবেশে  
শৰীতাৰা হীন অক্ষ তামসী বাহিনী  
কোথা তোৱা পুৱ কাহিনী—      বৰ্ধামান  
'আকাশ আধাৰ হল বেলা বেলী নাই' নৌল মৰণনে আৰাট গগনে আৱ তিল ধাৰণেৰ

ঠাই নাই। . দিনের শেষে খেঁসা পারও বক্ষ হইয়া আসিল। অই বুঝি কোন পথিকের  
শক্তাকুল কাতর আহ্বান শোনা যাও—

ଅହି ଶୋନ ତାଇ ପାରେ ସାବେ ସଲେ  
କେ ଡାକିଛେ ବୁଝି ମାଖିରେ  
ଦେଖା ପାରାପାର ବନ୍ଦ ହେବେ ଆଜିରେ ।

কিন্তু কই ? তার আগমন কোথায় ? অব্যক্ত জননের টেউ কবিতা কষ্ট পর্যন্ত  
ছাপাইয়া উঠিয়াছে। কষ্টে এ কী আর্তস্মর—‘খেয়া পারাপার বক্ষ হয়েছে আজিরে’।  
কিন্তু কই ? চারিদিক ভরিয়া শুধু এক অনস্ত জিজ্ঞাসা—“সে কোথায় ? সে কোথায় ?”

বিশের বুকে বৰ্ধাৰ ছুটিন নামিয়া আসিল। দূৰ আকাশেৱ কোনে প্ৰলয়েৱ মেঘ  
ঘন হইয়া উঠিতেছে। আৱ সময় নাই। ছুটিতে হইবে, অনন্ত অজ্ঞানাৰ পথে, নিতা  
দিনেৱ চাওয়া প্ৰাণবস্তুৰ সঙ্গানে—দূৰে-দূৰে-বহুদূৰে। কিন্তু তিনি কেমন কৱিয়া পথ  
চলিবেন—মনেৱ কোনে বুঝি এখনও একটু শকা রহিয়া গিয়াছে—পথেৱ সঙ্গান বুঝি এখনও  
মিলে নাই—

କେମନେ ଚଲିବ ପଥ ଚିନେ,  
ଆଜି ଏହି ଦୁରସ୍ତ ଦୁନ୍ଦିନେ—

କିନ୍ତୁ ଏହି ଅଜାନା ପଥେଇ ତାର ସଙ୍କାନ ଯିଲିତେ ପାରେ । ଏହି ବଡ଼େର ଦୁଢ଼ିଲେ, ଏହି ସନଘୋର ଅକାଳ ସଙ୍କ୍ୟାର ଆଧାରେ ଆକାଶେର ବୁକ ଚିରିଆ ବିଦ୍ୟୁତ ତାହାର ପଥ ଦେଖାଇଯା ଦିବେ । ଗ୍ରଲ୍ୟ ଝଫା ବାଜିଆ ଉଠିଯାଛେ । ମୃହଞ୍ଜେର ପୂର୍ବେର ସୋନାଲୀ ଆଭାମୟ ମେଘ କାକଡିର ନୌଲ ହଇଯା ଗିଯାଛେ । ପଥେର ଭୀଷଣ ଛବି ତାହାର ସାମନେ ଫୁଟିଆ ଉଠିଯାଛେ । କିନ୍ତୁ ତିନି ଏଥିନ ଆବର ତାହାତେ ଭୀତ ନନ । ପ୍ରାଣେର ଯଥତା ଆବର ତାର ନାଇ । ତିନି ସବହି ସନ୍ଧ ବରିତେ ପ୍ରସ୍ତତ । ବ୍ୟଥାକେଇ ତିନି ନିବିଡି କରିଆ ଧରିଲେନ—

ଦେଖିଛନ୍ତା ଓଗୋ ସାହସିକା,  
ବିକିମିକି ବିଦ୍ୟତେର ଶିଥା;

যনে ভেবে দেখ তবে এ বড়ে কি বাধা বৰে  
কৰবী শেফালি মালিকা  
ভেবে দেখ ওগো সাহসিক।

କବିର ପଞ୍ଚାତେ ଆଉ ପଡ଼ିଯା ରହିଲ, ‘ହିଁ ମାନାର ଅଟେକୁଷ୍ମମ । ସମୁଦ୍ରେ ଜୀବିଗିଯା ଉଠିଯାଇଛେ  
ଦୁର୍ଦ୍ଵିନେର ଆକୁଳ ବହା; କିନ୍ତୁ ମନେ ତୀର ଆର ଭସେର ଲେଖମାତ୍ରଓ ନାହିଁ । ତିନି ଆଉ  
ସାହସିକ । ବଢ଼, ବହା, ବର୍ଷପାତେ ଅନ୍ତରେର ପ୍ରଦୀପଧାନି ଜାଲାଇଯା ତିନି ଚଲିଯାଇଲେ  
ଦୂର୍ଘମଥେ,— ଦୁନିବାର ଆଏହେ । ‘ହୃଦୟର ଗର୍ଜନ ଲାଗିତେହେ ତାର କାହେ ସବୀତେର ଯତ’ ଅହ,  
କାଳଯେଶେର ପାତାଙ୍କ ବିଡ଼୍ଯତ କି ଲିଖିତେହେ ଆର ଯୁଦ୍ଧିଆ ଫେଲିତେହେ । ‘ଉଜ୍ଜୀନ ପିଲାଳ

‘জটাজাল’ মেলিয়া, প্রলয় বাহ্য শেফালির পেলব মালা ছিড়িয়া, মুছিয়া উড়াইয়া ফেলিয়া দিক্  
কবি আজ অন্তত—

আজিকাম এমন বাহ্য  
হৃপুর বাধে কি কেহ পায় !

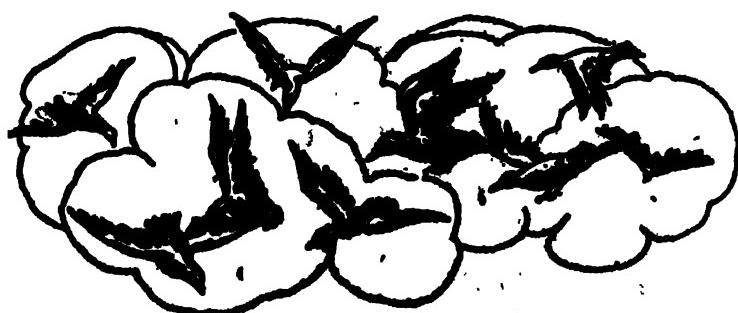
বাড় বাহ্য বজ্জ্বাত তুচ্ছ করিয়া, সংমারের সমস্ত ক্ষত্রিয়া সকল মোহবক্তুর ছিল করিয়া  
প্রাণের অসীম আকুলতায়—অন্ত আগেই, কবির মন যখন বিরহের সপ্তৰ্ষে—তখনই ভক্ত  
কবিব হৃদয়-মন্দিরে ভগবানের আবির্ভাব হইল। এইখানেই বর্ণকাব্যের অপূর্ব তত্ত্ব  
সূন্দরভাবে উন্মাটিত হইয়া উঠিল। + + + + কোন বসন্ত ফাল্গুনে কবি তাঁর  
ভৱসায় বসিয়াছিলেন। কিন্তু তখন তাঁর আবির্ভাব সম্ভব হয় নাই। ফাল্গুনের আবাহনে  
ছিল অপূর্ণতা, তাহাতে ছিল কামনার তীব্র স্পর্শ, ভজিতীন প্রেমের প্রাচুর্য তাই তাঁর  
আবির্ভাব হয় নাই। কিন্তু বর্ণার নিবিড়তার মাঝে, বর্ণার অথঙ্গ পরিপূর্ণতার মাঝে,  
বিরহের কঠোর সাধনায় যখন ভক্ত কবির প্রেম, ভজিক্রপে ফুটিয়া উঠিল, তখনই—সেই  
‘ঘন বরিষার’ মাঝে নিত্য দিনের চাওয়ার সংজ্ঞান মিলিল—

বহুদিন হল কোন ফাল্গুণে  
ঝরিয় আমি তব ভৱষায়  
এলে তুমি নব বরিষার।

এই দীর্ঘ বিরহ সাধনার অবসানে, কবির অন্তর আজ ব্রহ্মানন্দে ভরপুর। আজ তাঁর দুঃখ  
নিশা ঘুচিয়া গিয়াছে। এক প্রেমে আজ তাঁর জীবনের সর্ব প্রেম-তৃষ্ণা তৃপ্ত হইয়াছে।  
নিঃশেষে আজ কিনি আপনাকে পদপ্রাপ্তে বিলাইয়া দিয়াছেন—

আজি উত্তাল তুম্বল ছল্লে  
নবঘন বিপুল মন্ত্রে  
আমাৰ পৱাগে যে গান বাজাবে  
সে গান তোমাৰ কৰ সাম।

-----



## স্কুল গ্রন্থাগার

শ্রীবটকুফ বন্দোপাধ্যায়, বি. এল., এফ. আর. ই. এস. ( লঙ্ঘন )

সার্টিফিকেট : লাইভেল সার্জেন ; টিচার্স-ট্রেনিং ; জিওগ্রাফি

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি সমস্কে আলোচনা করা এই সংক্ষিপ্ত অভিভাবণের উদ্দেশ্য হইতে পারে না, হওয়া উচিতও নহে। ষেহেতু এই সম্মেলন গ্রন্থাগারিকের সম্মেলন নহে, কেবল মাত্র স্কুল গ্রন্থাগারের উন্নতিমূলক কয়েকটা বিষয় বিবৃত করিব। আমাদের মধ্যে গ্রন্থাগার সমস্কে বিশেষতঃ স্কুল গ্রন্থাগার সমস্কে অনেকেরই ধারণা বিশেষ অস্পষ্ট। বোধ হয় আমরা সকলেই জানি যে অনেকগুলি পুস্তক একত্রিত হইলেই একটা গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী হয় না। প্রকৃত গ্রন্থাগার বা লাইব্রেরী বলিতে অনেক কিছু বুঝায়, তবে সকল বিষয়ের গ্রাম্য এ বিষয়ে দেশ-কাল-পাত্রের উপর নির্ভর করিয়া ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত। বর্তমান ঘুগে ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে যে শ্রেণীর গ্রন্থাগার আছে এবং সকল স্থানের বিশ্বালয়সমূহেও যে গ্রন্থাগার পরিচালনা করা হয় তাহা আমাদের দেশে একেবারে বিরল।

বর্তমানে আমাদের দেশে স্কুলে গ্রন্থাগার পরিচালনার জন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষ-ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি নাই বলিলেই চলে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এ দেশে বিশেষতঃ বাংলায় একেবারে নৃতন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রতি এক বৎসর অন্তর মাত্র ২০টা ছাত্র লইয়া ছয় মাসব্যাপী একটা গ্রন্থাগারিক ট্রেনিং ক্লাশ কলিকাতাস্থ ভারত গবর্নমেন্টের Imperial Library কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই ট্রেনিং মাত্র দ্বাইবার দেওয়া হইয়াছে এবং আগামী এপ্রিল মাস হইতে ততীয় বার আবর্ত্ত হইবে। ইতিমধ্যে ইহার ফি ৫০- হইতে ৭৫ টাকায় পরিণত করা হইয়াছে। এই নিয়মিত ট্রেনিং-এর পূর্বে দুই চার জনকে মধ্যে মধ্যে Imperial Libraryতে ট্রেনিং দেওয়া হইত। এই ট্রেনিং ক্লাশের ছাত্র সমগ্র ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহিত হয় বলিয়া এবং অধিকত যাহারা ইতিপূর্বে লাইব্রেরীতে কার্য করিয়াছেন তাহাদের প্রবেশের দাবী অগ্রগণ্য হওয়ায় শিক্ষার প্রসারের দিক দিয়া ইহার উপকারিতা নগণ্য। তবে ভারত গবর্নমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত হওয়ায় ইহাই ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ট্রেনিং বলিয়া বিবেচিত হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে পাঞ্চাব বিখ্বিশালয়ই সর্বপ্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইহাদের কোস্ট কর মাসব্যাপী ৩ ও একটা বিদেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আছে। তবে ইহাতে ঐ প্রদেশের ছাত্র ব্যতীত অন্য প্রদেশের ছাত্রের ভর্তি

\* হেতুপূর্ব ক্ষমতায়ে পরিষিক্ত।

হওয়া কঠিন। অঙ্গবিশ্বিদ্যালয়ে একটী টেনিং-এর ব্যবস্থা হইয়াছিল কিন্তু এখন উহা উঠিয়া গিয়াছে। মাঝাজ বিশ্বিদ্যালয়ে একটী তিনমাসব্যাপী টেনিং-এর ব্যবস্থা ছিল। উহা এখন একবৎসরব্যাপীতে পরিষ্ঠি করা হইয়াছে। কিছুদিন যাবৎ বোষাই বিশ্বিদ্যালয়ও গ্রহাগারিক শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যবস্থায় সচেষ্ট হইয়াছেন। এই সকল শিক্ষাকেন্দ্র ব্যতীত আদেশিক গ্রহাগার সমিতি সমূহ সংক্ষিপ্ত শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

গত তিন বৎসর যাবৎ গ্রহাগার পরিষদ কলিকাতা আঙ্গভোষ কলেজে একটী একমাস ব্যাপী শিক্ষাকেন্দ্র প্রতি বৎসর যে মাসে পরিচালনা করেন। এ বৎসর উহা দেড় মাস ব্যাপী করা হইয়াছে এবং ফিউ ১৯ করা হইয়াছে। কলিকাতা লাইব্রেরী এসোসিয়েশন ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে Imperial Libraryতে একটী চাহিমাস ব্যাপী গ্রহাগারিক শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং মাত্র ৫ টাকা ফী লওয়া হইয়াছিল এবং বিশিষ্ট গ্রহাগারিকগণহারা ক্লাশ পরিচালনা করা হইয়াছিল। ১৯৩৯ সালের জন্য এখনও কোন সঠিক ব্যবস্থা হয় নাই।

গ্রহাগার বিজ্ঞানের মূল পৃষ্ঠকসমূহের দাম অত্যন্ত বেশী; বিশেষতঃ আমাদের গবীব দেশের পক্ষে কেবলমাত্র Dewey সাহেবের Decimal classification খানিই প্রায় ৪০ টাকা মূল্য। ইহার ১% শিক্ষা মূল্যের একটী সংক্ষিপ্ত সংক্ষরণ আছে। এই পৃষ্ঠকখানি প্রত্যেক স্কুল লাইব্রেরীর জন্য রাখা উচিত। কেবলমাত্র এই পৃষ্ঠকখানিতে গ্রহাগার বিজ্ঞানের বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। অধুনা বাংলাভাষায় কয়েকটী পৃষ্ঠক প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে অধিকাংশ স্কুলেই গ্রহাগারিক শিক্ষা-প্রাপ্তি ব্যক্তি নাই ও শিক্ষাকেন্দ্রের অভাবও অত্যন্ত। একপথে গ্রহাগার বিজ্ঞানের কতিপয় পৃষ্ঠক ক্রয় করতঃ যতটা সম্ভব প্রত্যেক স্কুলে অস্ততঃ তু'একজন শিক্ষকের আয়ত্ত করিতে ও কার্যে ব্যবহার করিতে চেষ্টা করা উচিত। উপর্যুক্ত ও বিশাল শিক্ষাকেন্দ্র থাকিলে বর্তমানে যেকুণ স্কুলসমূহ হইতে বিশ্বিদ্যালয়ের Teachers' Training Department-এ স্কুলগুলি বিজ্ঞান ও সাধারণ বিষয়-সমূহ ও শিক্ষার জন্য যেকুণ শিক্ষকগণ প্রেরিত হইতেছেন তদ্বপ্র হওয়া উচিত ছিল। যতদিন পর্যন্ত একত্রে অধিকসংখ্যক ব্যক্তিকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা না হয় ততদিন প্রত্যেক জেলা হইতে District Teachers' Association মারফৎ কয়েকজন করিয়া শিক্ষক বঙ্গীয় গ্রহাগার পরিষদের টেনিং ক্লাসে বা অন্যান্য কোন টেনিং ক্লাসে প্রেরিত হওয়া উচিত। দাহারা শিক্ষাপ্রাপ্তি হইবেন তাহারা শিক্ষাপ্রাপ্তির পর বিভিন্ন স্কুলে অল্পদিন করিয়া থাকিয়া পৃষ্ঠকাদি Classify (শ্রেণীবিভাগ), Catalogue ইত্যাদি করতঃ প্রত্যেক স্কুলের ছাত্রসংখা, শিক্ষক সংখ্যা ও আয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পৃষ্ঠক নির্বাচনের একটী বিশিষ্ট প্রণালী বিধিবক্ত করিয়া দিতে পারেন। অল্প কয় বৎসর মধ্যে যখন বহুলোক গ্রহাগারিক বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবেন তখন প্রত্যেক স্কুলে শিক্ষকগণের মধ্যে একজন করিয়া গ্রহাগারিক থাকিতে পারিবেন। গ্রহাগার-বিজ্ঞানে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রহাগারিকের সারা নিষিদ্ধিতভাবে কার্ড

Catalogue প্রস্তুত হইলে প্রত্যেক পৃষ্ঠাকথানি মানাপ্রকার ছাত্রের ও শিক্ষকের মানা বিষয়ের অন্য ব্যবহারের উপযোগী হইবে। মনে করুন একথানি অর্থনীতির পৃষ্ঠকে Banking, Currency, Politics, Sociology ইত্যাদি বিষয় আছে। উপযুক্ত Subject কার্ডের দ্বারা একথানি পৃষ্ঠকই মানালোকের মানাবিষয়ের উপযোগী হইয়া জ্ঞানাদ্বয়ের সহায় হইতে পারে। কিন্তু যদি কেবলমাত্র সাধারণভাবে পৃষ্ঠকের ফর্দ রাখা হয় তাহা হইলে যিনি যে পৃষ্ঠক খুঁজিতেছেন কেবল মাত্র সেইখানি না পাইলেই তাহাকে তখনকার মত নিযুক্ত হইতে হইবে। আমাদের দেশের স্কুল গ্রন্থাগার যত ক্ষুদ্রই হউক না কেন উপযুক্ত subject কার্ডের দ্বারা ইহার উপকারিতা অনেকাংশে বর্ণিত করা যাইতে পারে। অধিকন্তু উপযুক্ত subject কার্ডের ব্যবহারে ছান্তরগণ অভ্যন্ত হইলে প্রবেশিকা পরীক্ষার পর তাহাদের উন্নততর ও পৃষ্ঠকবহুল গ্রন্থাগার ব্যবহার করা অনায়াস-সাধ্য হইয়া বিচার্জনের সহায়তা করিবে। পৃষ্ঠক নির্বাচনে ও ক্রয় ব্যাপারে আপনাদের District Teachers' Association গুলি বিশেষ সাহায্য করিতে পারে। আমাদের দেশের মত গরীব দেশে ও অধিকাংশ স্কুলের আর্থিক অবস্থা যেরূপ শোচনীয়, তাহাতে অনেক reference পৃষ্ঠক স্কুলে ক্রয় না করিয়া মাত্র দু-একটি স্কুলে ক্রয় করত: District Teachers' Association দ্বারা আদান প্রদান করা চলিতে পারে। অবশ্য ঐরূপ করিতে হইলে District Teachers' Associationগুলিকে বিশেষ শক্তিশালী সভ্যে পরিণত করিতে হইবে। যদি জেলার অস্তর্গত প্রত্যেক স্কুলই ইহার অস্তভুত্ব হয় তবে এরূপ ব্যবস্থা করা আদৌ কঠিন নহে। এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা শুরুতর সমস্তা হইতেছে যে অনেক স্কুলের কর্তৃপক্ষগণের মধ্যে উপযুক্ত শিক্ষাব্রতী নাই। আপনাদের এই conference উপরক্ষে কার্য করিবার কালে একাধিক স্কুলে আমার নিকট শুশ্রাৰ্থ করা হইয়াছে যে স্কুলটি A. B. T. A.তে affiliate করিয়াই বা কি হইবে ও delegate পাঠাইয়াই বা কি হইবে? গণতন্ত্রের যুগে এপ্রকার প্রশ্ন বিশেষ স্বুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

কলিকাতায় A. B. T. A. যদি বিশেষ চেষ্টাদ্বারা সমস্ত স্কুলকে তাহাদের অধীনে আনিতে পারেন ও একথানি ছোট মটরকার সাহায্যে স্কুলসমূহের মধ্যে পৃষ্ঠক আদান প্রদানের ব্যবস্থা করিতে পারেন আমার বিদ্যাস তবেশিক্ষ: প্রচারের বিশেষ সহায়তা করা হইবে। এক স্কুলে যে সমৃদ্ধ পৃষ্ঠক সকলের পঠিত বলিয়া অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়া ধাবিত তাহা সামনে অস্ত স্কুলে পঠিত হইবে; এবং এই প্রণালী দ্বারা প্রত্যেক স্কুলে যে অর্থ সংকলন হইবে তাহারা নিয়া ব্যবহারোপযোগী আরও অধিক সংখ্যক পৃষ্ঠক বা শিক্ষার উপযোগী অঙ্গস্তোষ সামগ্রী ক্রয় করা চলিবে। কলিকাতায় Imperial Libraryতে ১৮ বৎসরের অনধিক বয়সী ব্যক্তির প্রবেশাধিকার নাই। এই নিয়ম ভারতগভর্নেন্ট কর্তৃক বহবৎসর পূর্বে গঠিত হইয়াছিল। এই নিয়মের দ্বারা এইরূপ অসুমান করা যাব না যে Libraryতে স্কুলের বয়স ছেলেদের পাঠোপযোগী পৃষ্ঠক আদৌ নাই। ষেহেতু

Imperial Library একটি সাধারণ পাঠাগার এবং কলিকাতার মত স্কুলবহুল অঞ্চলে স্থাপিত, ইহার দ্বারা স্কুলের ছাত্রগণের জন্য উপযুক্ত হওয়া উচিত। উক্ত Library'র স্কুলপাঠ্য পুস্তকাবলীর বর্ত্যান প্রথাহুসারে classify করত: বিশিষ্ট ভাবে সংরক্ষিত হওয়া উচিত এবং একটি বিশিষ্ট বিভাগ খোলা উচিত। A. B. T. A.র বোধ হয় এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবার সময় আসিয়াছে। প্রথমে Library Council ও Education Commissioner with the Government of India'র সহিত পত্রাদি ব্যবহার করা শাইতে পারে ও আবশ্যিক হইলে কেন্দ্রীয় পরিষদে প্রশ্ন উত্থাপন করা উচিত।

কলিকাতার বহু অনুপযুক্ত গ্রন্থাগার কলিকাতা Corporation'এর নিকট হইতে অর্থ সাহায্য লইয়া অনেক ক্ষেত্রে অর্থের অপব্যয় করিতেছে। সমুদয় স্কুলগুলিকে আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া ভোটের ঘাঁটির স্থানে করিয়া Corporation'এর নিকট হইতে A. B. T. A. নিজস্ব গ্রন্থাগার প্রসার করে অর্থ আদায় করিতে পারেন। অধিকস্ত কলিকাতানগরীর উপযুক্ত এক বা একাধিক, স্কুল বালকগণের উপযোগী গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে পারেন। এই সকল ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিতে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন হইবে না, শিক্ষক ও গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন হইবে (teacher & librarian)। স্মৃতরাঃ শিঙ্ক-দিগের একটি নৃতন কার্য ন্তৈর স্মৃচন। হইতে পারে।





আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু—কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শিক্ষাবৃত্তী  
শ্রীযুক্ত চাকচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম. এ. প্রণীত। পৃঃ ১৬; সচিত্র। মূল্য এক টাকা  
মাত্র। প্রকাশক—পাঠশালা কার্যালয়, ৩০, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

বিগত খৃষ্টিয় শতকের শেষভাগে এবং বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে বাংলাদেশে  
যে সকল অতি-মানবের অভ্যন্তর হইয়াছে, যাহারা আপন আপন প্রতিভা, শৌর্য ও  
বীর্যবলে বাঙালী জাতিকে এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে বিভিন্ন বিভাগে জগৎসভার প্রেষ্ঠ  
আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক-প্রেষ্ঠ, খনিকল আচার্য  
জগদীশচন্দ্র অন্যতম। নব নব তত্ত্ব উন্নাবনে, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে বাঙালী জাতির  
বৈশিষ্ট্য বহু প্রাচীন যুগ হইতে স্বীকৃত হইয়া আসিয়েছে। বৌদ্ধ যুগে আমরা  
দেখিতে পাই নালন্দা, বিজ্ঞানীলা প্রচৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শীলভদ্র, অতীশ দীপকুর,  
শাস্ত রক্ষিত, অভয়াকর শুণ্ঠ প্রচৃতি বাঙালী পণ্ডিতদিগের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি।  
বর্তমান যুগেও এসিয়া খণ্ডের প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই  
গৌরবময় ঐতিহ্য সংরক্ষিত হইয়াছে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, আচার্য জগদীশচন্দ্র  
বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সাব আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মেঘনাদ সাহা  
প্রচৃতি মহা মহা পণ্ডিতদিগের সুগভীর জ্ঞান, অসাধারণ ধীশক্তি ও বিপুল কৰ্মশক্তির অঙ্গু  
অবদানে।

পৃথিবীতে বিনাতারে বার্জাপ্রেৱনে ( Wireless ) আচার্য বসুর নিঃসংশয় গবেষণা  
যে ইতালীয় মার্কণি (Marconi) পূর্বগামী, তাহা St. Xavier College-এর তদানীন্তন  
স্কুলপ্রিমিক অধ্যাপক, জগদীশচন্দ্রের শিক্ষাগুরু, ফাঁদার লাফোর এক বকৃতা-প্রসঙ্গে লিখিত  
পত্রের নিয়ন্ত্রিত অংশে অবিসংবাদিতক্রমে প্রমাণিত হইয়াছে:—“I would like to  
take this opportunity to vindicate your rights to priority over Marconi”:

আচার্য বসু যহাশয়ের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ সমক্ষে মৌলিক গবেষণা প্রকাশিত হইলে পদ  
করাসী বিজ্ঞান-পরিষদের সভাপতি কণ্ঠ শিখিয়াছিলেন—“আপনার আবিজ্ঞান দ্বারা আপনি  
বিজ্ঞানকে বহুত্ব অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। দুই হাজার বৎসর পূর্বে আপনার পূর্বপুরুষগণ  
মামৰ-সভ্যতায় অগ্রণী ছিলেন এবং বিজ্ঞানে ও কলাবিদ্যায় জ্ঞানের ভৌত্র আলোক অগ্  
সমক্ষে সন্দীপ্ত করিয়াছিলেন। আপনি আপনার পূর্বপুরুষদিগের গৌরববীতি’ পুনঃ

ଅଭିଷ୍ଠିତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରନ ।” ବଲା ବାହଳ୍ୟ, ଆଚାର୍ୟ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଣେର କାମନାଓ ଛିଲ ତାହାଇ । ରୋମା ରୌଣ୍ଡା “ଜିନ କିଟୋଫାର” ନାମକ ବିଦ୍ୟାତ ଉପନ୍ୟାସଥାନି ଜଗନ୍ନାଥଚଞ୍ଜଳିକେ ଉପହାର ଦିବାର ସମସ୍ତ ଲିଖେନ—“ଏକଟି ମୃତନ ପୃଥିବୀର ଆବିକତୀକେ” । ୧୯୨୮ ଧୂଟାବେ ୧ଲା ଡିସେମ୍ବର ତାରିଖେ ଦେଶବାସୀ ସଥନ ତାହାର ସମ୍ପତ୍ତିମ ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ସବ ସମ୍ପର୍କ କରିତେଛିଲେନ, ସେଇଦିନ ଚିନେର ନ୍ୟାଶନ୍ୟାଲ ରିସାର୍ଚ ଇନ୍‌ସଟିଉର୍ଟ ହିତେ ସେ ତାର ଆସେ ତାହାର ଶେବେ ଲିଖା ଛିଲ—“ଜଗଂ ଆପନାର ନିକଟ ଏହୁ ଆଶା କରେ ଯେ, ଆପନି ବିଜ୍ଞାନକେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାର ରାଜ୍ୟ ଉପ୍ରାପ୍ତ କରିବେନ । ସମ୍ପର୍କ ଏଥିଯା ଆପନାର ଗୌରବେର ଅଂଶୀ ।” ଏହି ମହତ୍ୱ ଆଶା ତିନି ଜୀବନେ ସଫଳ କରିଯା ତୁଳିଯାଛିଲେନ, ଜଡ଼ ଓ ଜୀବେର ମଧ୍ୟେ ଏକଇ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର କ୍ରିୟାର ଆବିଷ୍କାର କରିଥା । ବିଜ୍ଞାନର ଆଜ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟର ଦିକେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହିତେଛେ ତାହାର ସୁମ୍ପଟ ଆଭାସ ଆମରା ପାଇତେଛି । ଏହି ପଥେର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥିକ ଆଚାର୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଚଞ୍ଜଳ ବନ୍ଦ । Sir James Jeans, ଯିନି ବିଗତ ବେଳେ କଲିକାତାଯ ନିଖିଳ-ଜଗଂ-ବିଜ୍ଞାନ-ମହା-ସଭାର ଅଧିବେଶନେ ସଭାପତିର ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିଯାଛିଲେନ ତାହାରଙ୍କ ଲେଖା ହିତେ କିମ୍ବିନ୍ ଏଥାନେ ଉଚ୍ଚତ କରା ଯାଇତେଛେ । ତିନି ବଲିତେଛେ—“I would say as a speculation, not as a scientific fact, that the universe and all material objects in it—atoms, stars and nebulae—are merely creations of thought—of course, not of your individual mind or mine, but of some great universal mind underlying and co-ordinating all our minds. The most we can say is that scientific knowledge seems to be moving in that direction.” ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ସଭାଯ ଅପର ଏକଙ୍କି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଂରାଜ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆସିଯାଛିଲେନ, ତାହାର ନାମ Sir Arthur Eddington : ତାହାରେ କଥା ଏହି ଯେ “Everything seems to be a projection of the Mind.” ଏହି ସକଳ ଉତ୍କିଳ ହିତେ ଦେଖା ଯାଏ ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ମନୋରାଜ୍ୟର ତମ୍ଭାଚୁର୍ବ ପଥେ ପଦାର୍ପଣ କରିତେ ଚଲିଯାଛେ । କିଛୁଦିନ ପୂର୍ବେ ଆମେରିକାର ବିଦ୍ୟାତ ବିଦ୍ୟ୍ୟ-ତ୍ୱର୍ତ୍ତ୍ୱ ( Electrician ) Charles Steinmetzକେ ଜିଜ୍ଞାସା କରା ହେଇଯାଛିଲ “What line of research would see the greatest development in the next fifty years ?” ଇହାର ଉତ୍ତରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଇସାଓ Steinmetz ବଲିଯାଛିଲେନ—“I believe the greatest discovery will be made along spiritual lines.” ଆଚାର୍ୟ ବନ୍ଦର ଅନ୍ତିମ ଦିନ ଚିନ ହିତେ ସେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆସିଯାଛିଲ ତାହାର ମଧ୍ୟେ ସେ ଆଶା ନିହିତ ଛିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ-ଜଗଂ ଦ୍ୱୀରେ ଦୀରେ ଦେଇ “ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତାର ରାଜ୍ୟ ଉପ୍ରାପ୍ତ” ହିତେ ଚଲିଯାଛେ । ବିଜ୍ଞାନେର ଜଡ଼ବାଦାହି ବିଗତ ଶତାବ୍ଦୀତେବେଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜଗତେ ବହ ଅନର୍ଥେର ଶଟ୍ଟି କରିଯାଛେ । ଏଥିନ ସମ୍ମ ଇହା ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱକର ବ୍ୟାପାରମକଳ ଲାଇମା ଗଭୀର ଗବେଷଣାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହସ, ତାହା ହିଲେ ଇହା ନିଃମେହେ ବଲା ଯାଏ ସେ ଜଗତେର ସ୍ଵର୍ଗ-ସ୍ଥଳ ଆଗତପ୍ରାୟ ।

ଆମାଦେର ପରମ ଗୌରବେର ବିଷୟ ଏହି ସେ, ଆଚାର୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଚଞ୍ଜଳ, ଯିନି ବେ-ତାର ( Wireless ), ଅନୁଶ୍ୟ ଆଲୋକ, ଅଫେର ଚେତନା ପ୍ରତ୍ଯେକ ଅଭିଜ୍ଞିତ ବିଷୟେ ବହ ମୌଳିକ

গবেষণা করিয়া গিয়াছেন, তিনি ইহুদীর সেই স্বৰ্গ শুণের প্রথম এবং প্রধান পুরোহিত, সেই অচিন্ত্য পথের অগ্রদূত। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে রয়াল ইনষ্টিউশনের অধিবেশনের বক্তৃতায় জগন্মিষ্টজ্ঞ তাহার অপূর্ব আবিকারের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া উপসংহারে বলিয়াছিলেন :—

“আলোকে ভাস্তু ধূলিকণা, পৃথিবীর অগণিত জীব ও আকাশে দীপ্যমান অসংখ্য সূর্যের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য যথন লক্ষ্য করিলাম, তখন আমার পূর্বপুরুষগণ তিনি সহস্র বর্ষ পূর্বে ভাগীরথী তীরে যে মহান् সত্য উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহার কিছুদংশ আমার স্মরণ হইল—বিশ্বের এই নিয়ত পরিবর্তনশীল অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে বাহারা সেই এককে দেখিতে পায়, সত্য শুধু তাহারাই পায়, আর কেহ নয়, আর কেহ নয়।”

এইরূপ একজন বিজ্ঞান-ঔষধির জীবনী লিখিয়া গ্রন্থকার তাহার লেখনীকে ধন্য করিয়াছেন।—“এই প্রসিদ্ধ ভারতীয় মনীষী, যাহাতে সত্যানুসন্ধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং বিশ্বের বিশৃঙ্খলতার মধ্যে এক বিরাট ঐক্যবোধের মহত্তী কল্পনা, এই দুই-এর অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে” ( German Encyclopaedia )। তাহার চিরস্মানী অবদানের বার্তা-সংবলিত এই পুস্তকবানিকে উৎসর্গ করিতে গিয়া গ্রন্থকার লিখিতেছেন—“ভারতবর্ষের এক গহতী গৌরবকাহিনী ভারতীয় যুবকের স্মৃতিপথে রাখিতে এই পুস্তক তাহাদের হস্তে উৎসর্গ করিলাম।” আমরা সর্বাঙ্গভাবে তাহার এই উক্তির সমর্থন করি এবং আশা করি তাহার এই সাধু ইচ্ছা বাঙালী যুব-সম্প্রদায়ের চিন্তকে চিরদিন উদ্ধৃত করিবে। ইহা এমন একখানি জীবনী যাহা শুধু বিদ্যা-বিতানে নহে, কিন্তু বাঙালাদেশের ঘরে ঘরে সফলে রক্ষা করা উচিত।

**মূলত খাজা।** ( বিভিন্ন সংস্করণ )—কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক মিত্র এণ্ড ঘোষ।

১, শ্রামাচরণ দে প্রেস্ট, কলিকাতা। মূল্য ১।০

বাঙালাদেশ তাহার শুণী জ্ঞানী ও মহাপুরুষদের অন্ন দিনের মধ্যেই তুলিয়া থায়। এমনটা অশ্ব কোন দেশে হয় না। কয়েক বৎসর আগেও কবি কিরণধন জীবিত ছিলেন এবং তাহার কবিতার আদর ছিল। কয় বৎসরের মধ্যে কবিকে আমরা তুলিয়া গিয়াছি। কোন সাময়িক পত্রে কোন আলোচনায় তাহার নাম দেখি না—। আর স্মৃতিরক্ষা? কবির স্মৃতি কে রক্ষা করিবে? কবি নিজেই নিজের স্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন একখানি মাঝ পুস্তকে। সেই পুস্তক আর বাঙারে মিলিত না। এ দেশে কবিতার পুস্তকের বিভিন্ন সংস্করণ বড় একটা হয় না। ইদানীং মিত্র এণ্ড ঘোষ তাহার কাব্যপ্রহী খানির বিভিন্ন সংস্করণ করিয়া আমাদের ক্ষতজ্ঞতাজন হইয়াছেন। কিরণধন যে কত বড় কবি ছিলেন—তাহা তাহার কবিতাবলীর বিজ্ঞেন-মূলক সমালোচনার দ্বারাও কেহ দেখান নাই। তাহা দেখানো একটি স্বৰূপ প্রক্ষেপের উপজীব্য। আমি এই টিপ্পীতে শুধু এই কথা বলিতে চাই—বাংলাদেশের ও বাংলার শুহুর সংসারের শর্করকথা লইয়া এসেছে।

খ'টী বাংলা ভাষায়, ভাবে ও ভঙ্গীতে যতগুলি গীতি-কবিতা রচিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কিরণধনের কবিতাগুলি প্রথম স্তরের সামগ্রী। কিরণধনের রচনাভঙ্গী তাহার নিক্ষে—নবীজ্ঞানাত্মের অশুল্কতি নয়। এই কবিকে যদি আমরা ভূলিয়া যাই, এই কবিতা-গুলির যদি আমরা আদর না করি—তাহা—হইলে বুঝিতে হইবে আমরা এখনও বসজ্জ হইয়া উঠি নাই।

**যুগান্তরের কাহিনী।** শ্রীনপেন্দ্রকুম চট্টোপাধায়। মিত্র এণ্ড ঘোষ প্রকাশক।  
মূল্য এক টাকা।

ইহাতে সর্বাঙ্গিকার রাষ্ট্রীয় মতবাদের জন্ম, প্রবৃক্ষি, ইতিহাস ও ক্লপান্তরের কথা আছে। কমুনিজ্ম, ফ্যাসিজ্ম, বোলশেভিজ্ম ইত্যাদির বিষয় বিশেষ করিয়া ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এগুলি ছাড়া বর্তমানযুগের বিখ্যাত—বৈজ্ঞানিক ও ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথা ইহাতে আছে। বিংশ শতাব্দীর সর্ববিভাগের নব নব চিক্ষা-দারা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির কথা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তকখানি শিক্ষাবিভাগের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

**তরুণগুণ্ডের বিচিত্র কৈর্ণিকাহিনী—আগজেন্জনাথ মিত্র।** মূল্য ৬০ আনা।

ইহাতে নয়টি ডিটেক্টিভ গল্পকে একস্তরে গাঁথা হইয়াছে। গল্পগুলি কিশোর-গণের জন্য রচিত। মারামারি কাটাকাটির রোমাঞ্চকর ঘটনা-সমাবেশ ইহাতে নাই—বুদ্ধির দ্বারা কেমন করিয়া দ্রুতি জয় করা যায়, ইহাতে তাহারই চমৎকার নির্দর্শন দেখানো হইয়াছে। রচনার ভাষা ও ভঙ্গী চিত্তার্করক।

১। মেঘলাঙ্গবধ কাব্য	...	মূল্য ১০
২। ব্রজাঙ্গনা কাব্য	...	মূল্য ৫০

[ প্রকাশক এডুকেশান্টাল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ]

প্রকাশক মাইকেলের এই কাব্য দুইখানি ছাত্রগণের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে। সম্পাদনকার্যে যে-যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা যথাযথ। কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীটী প্রথমেই ছাত্রকে কবির সহিত পরিচিত করাইবে। তারপর মধুসূদনের সমকালীন বাংলা-সাহিত্যের অবস্থার আলোচনাটী স্মরণ। ভাষা ও ছন্দ সহজে আলোচনাটীও সুসম্ভত হইয়াছে। সীতা চরিত্রের বিবেরণটা বেশ হইয়াছে। শক্তাৰ্থ ও বাক্যাংশের ব্যৱনীৰ্থ দিয়া সম্পাদক ছাত্রদের খুবই স্ববিধা করিয়া দিয়াছেন। ব্রজাঙ্গনা-কাব্যের গ্রন্থ সমালোচনা ভালো হইয়াছে। কবিতা-গুলির বাখ্যা ও শক্তাৰ্থ ধোকায় ছাত্রগণ কবিতা হস্তযুক্ত করিবার স্বিধা যথেষ্টই পাইবে। আমরা পুস্তক দুইখানির শিক্ষাবিভাগে বহু প্রচার কামনা করি।

১। সাহসীর জয়বাজ্রা—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত।

২। অগৎ কোন পথে?—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত।

পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৫২ ও ২০০। সাম প্রতোক খানারই এক টাকা। প্রকাশক এস, কে, মিত্র এণ্ড বাণাস্প, ১২ নং নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

আজকাল একধা কাহারও অবিদিত নাই যে জগতের কোন দেশে কোন রকম আন্দোলন বা পরিষ্ঠিতি উপস্থিত হইলে বিভিন্ন দেশেও উহার প্রতিক্রিয়ার তরঙ্গ ছড়াইয়া পড়ে। বাস্তবিক বর্তমান যুগে কোন দেশের পক্ষেই আন্দোলনিক পরিষ্ঠিতি উপেক্ষা করা নিরাপদ নহে। জগতের সহিত সমান তালে চলিতে না পারিলে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। তাই জাতিকে বাচিতে হইলে, জগতের বিভিন্ন জাতি ও দেশের অবস্থা, ব্যবস্থা, সমস্তা ও তাহার সমাধান প্রভৃতি সমস্যে সংজ্ঞাগ ও সচেতন থাকা। একান্ত প্রয়োজন। জাতির যেকোনও ও ভবিষ্যতের আশা-ভরসার স্থল যুক্ত ও ছাত্র-সম্প্রদায়কে এ বিষয়ে শিক্ষিত ও সম্যক অবহিত করার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের; কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় এ সমস্যে আজ পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছু করেন নাই। বাজারেও এ ধরণের পুস্তকের নিতান্ত অভাব। যোগেশ বাবুর এই প্রচেষ্টা সামাজি-হইলেও কতক অংশে সে অভাব পূরণ করিবে, সন্দেহ নাই। অগৎ কোন পথে? বইখানাতে আমরা পাই-ক্লিনিক্স দেশের বিবিধ সমস্তা, আন্দোলন ও চিন্তাধারার একটা সুস্পষ্ট আভাস। আবার ‘সাহসীর জয়বাজ্রা’য় পাই কেমন করিয়া এক একজন অনন্যসাধারণ ব্যক্তি শত অত্যাচার লালনা সহ করিয়া অসীম সাহসে, অদম্য উৎসাহে, জাতীয়তার প্রেরণায় উদ্বৃক্ত হইয়া নিজ নিজ জাতিকে অগৎ সভার প্রের্ণ আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন বা করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। বিষয়টি স্বৱহৎ বিবেচনায় কেবল বর্তমান যুগে আন্দোলনিক ক্ষেত্রে যাদের গুরুত্ব সব চেয়ে বেশী তাহাদের এবং ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহের কথাই বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। আবার সান্ন ইংগ্রেজ সেন, হিটলার, মুসোলিনী, ডি ভেলেরা, মহাত্মা গান্ধী, স্বত্ত্বামুক্তি প্রভৃতির চরিতকথা ও গ্রন্থকার আলোচনা করিয়াছেন। পুস্তক দুইখানি পাঠে পাঠক-পাঠিকাগণ একদিকে যেমন জাতির বিভিন্ন সমস্তার সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন, অপরদিকে তেমনি জাতির নিঃস্বার্থ একনিষ্ঠ সাধক ও সাধিকারণে জাতি সংগঠনে উদ্বৃক্ত হইবেন। প্রত্যেক যুক্ত-যুবতীই পুস্তক দুইখানা পাঠে উপকৃত হইবেন, ভাষা ও ভাবের কোন জটিলতা নাই। বজ্রব্য বিষয় অতি সহজ ভাবেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। পুস্তক দুইখানা প্রত্যেক স্থল লাইত্রেরীতে স্থান পাইবে, আশা করি। ছাপা মূল্যে। পারিতোষিক ও উপহারের বেশ ঝুঁপযুক্ত।

**শ্রাবণবাজার এ, ডি, স্কুল পত্রিকা—তৃতীয়বর্ষ—প্রথম সংখ্যা।**

সম্পাদক উক্ত স্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীউমাচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, বি-টি। সাধারণ স্কুল ম্যাগাজিন যেক্ষণ হয়—তাহার তুলনায় পত্রিকাধানিকে স্বসম্পাদিত বলিতে হয়। ইহাতে কেবল বালকদের বাচনা নয়, প্রাক্তন ছাত্র, শিক্ষক ও স্কুল পরিচালিকা সমিতির কোন

কোন সভ্যের রচনাও ইহাতে সংকলিত হইয়াছে। পত্রিকাখানিতে বঙ্গ-ভাষায় লিখিত রচনাকেই প্রাধান দেওয়া হইয়াছে। ‘বিচিত্রা’ ও ‘আহরণী’ নামে দুইটি বিভাগে শিক্ষা-সংক্রান্ত ও বালকগণের শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের যে সকল আলোচনা স্থান পাইয়াছে, সেগুলি স্বীকৃত এবং এইগুলিই পত্রিকাখানির বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছে। পত্রিকাখানি ছাত্রগণের মুশিক বিষয়ে ঘন্টে সহায়তা করিবে।

## বঙ্গ-সাহিত্য মহামণ্ডল

[ গভর্নেমেন্ট রেজিস্টার্ড ]

বহুমপুর, পো: খাগড়া

দেশের শিক্ষিত নরনারীকে মাতৃভাষার আলোচনায় উৎসুক করিবার শুভ উদ্দেশ্য লইয়া এই প্রতিষ্ঠান সন ১৩৩০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নবীন লেখক ও লেখিকাগণকে উৎসাহ দিবার জন্য এই প্রতিষ্ঠান হইতে বঙ্গভাষায় উপাধি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হইয়াছে। জাতি ধর্ম নির্কাশে সকলেই এই পরীক্ষা দিয়া উপাধি ও পদকারি পুরস্কার পাইতে পারেন। বাংলার বহু মনীষি এই প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। বাংলার প্রায় প্রতি জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্র আছে। ধান্দারা আগামী শারদোৎসবে উপাধি পরীক্ষা দিতে ইচ্ছুক তাহারা প্রধান পরিচালক মহাশয়ের সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন। শ্রীকাশীশ্বর বিষ্ণুরঞ্জন, কাব্য-ব্যাকরণ-স্তুতিতীর্থ, প্রধান পরিচালক। বহুমপুর, পো: খাগড়া।

## অংশ-সংশোধন

প্রাবণ সংখ্যা—“গ্রীসের দীপালী”

পৃষ্ঠা ১৯০—

৩য় লাইন—	“ভাসিল”	স্লে	“উদ্দিল”	হইবে।
-----------	---------	------	----------	-------

৫ম ”	“কিবস্”	”	“ফিবস্”	
------	---------	---	---------	--

১৮শ ”	“দীপালু বিধাবু”	”	“দীপালু-বিধাবু”	
-------	-----------------	---	-----------------	--

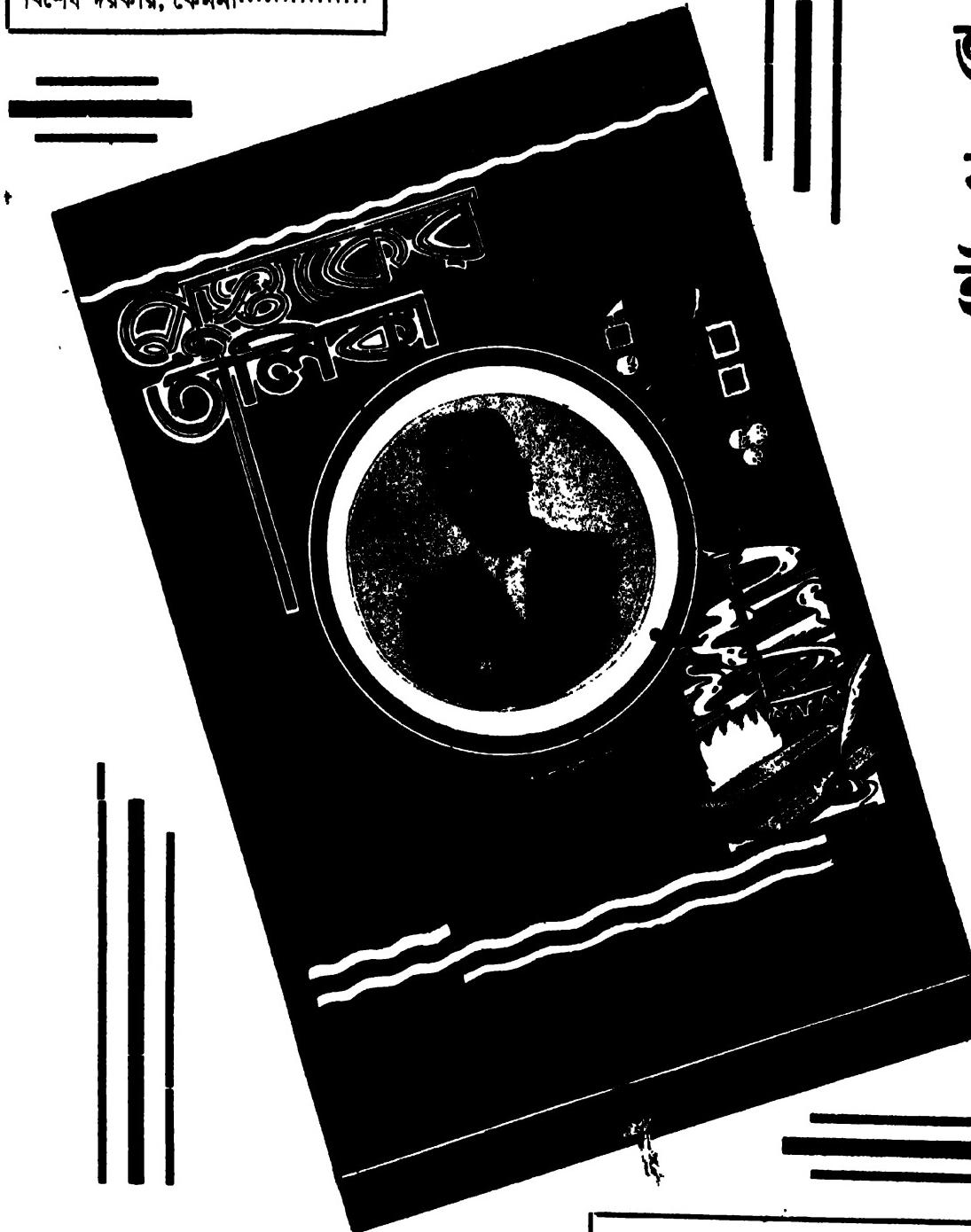
২১শ ”	“শেখা”	”	“সেখা”	
-------	--------	---	--------	--

পৃষ্ঠা ১৯১—

৭ম লাইন—	“গণিলেন”	”	“গণিলেন”	
----------	----------	---	----------	--

১৫শ ”	“ধমলী”	”	“ধমনী”	
-------	--------	---	--------	--

অসম—যোগেশ চন্দ্রের 'শাহসীর  
জয়ত্বা' ও 'জগৎ কোনু পথে?' নামক  
পৃষ্ঠকসহ প্রত্যোক ছাত্রেরই পাঠ করা  
বিশেষ দরকার, কেননা.....



এন, কে, মিত্র এণ্ড আদার্স  
শিশু-সাহিত্য প্রকাশক  
১২, নায়িকেল বাগান লেন,  
কলিকাতা।

সারা ভারতবর্ষের বহু স্কুলেয় শিক্ষক মহে  
গণ আমাদের সব কয়খানি পৃষ্ঠকই ও  
এবং লাইব্রেরীর জঙ্গ যন্মোনীত করেন—  
বাঙ্গালার প্রত্যোক বৈদিক, শাহসীহিক  
মাসিক পত্রিকা আমাদের এই সাধু প্রচে  
স্থাপিত শতমুখেই করিছেন—এখন নি  
করে আপনাদের সহায়ত্ব—ইতি লি

## প্রত্যেক ছাত্রই এই পুস্তকগুলি পাইজে —পাইলে বিশেষ খুনী হইবে—

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগণ—জগত কোল্ পথে ?	...	১।
শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগণ—সাহসৌর জহুমাতা	...	২।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—অজানা দেশের পথে	...	১।
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়—অদৃশ্য আনন্দ	...	১।
শ্রীমন্দির্ষল বসু—অসম দুর্লিখাস্ত	...	৫০
শ্রীমন্দির্ষল বসু—জীবন্ত কঙ্কাল	...	৫০
শ্রীমধীরকুমার মুখোপাধ্যায়—শস্য তালের ঝাঁদ	...	৫০
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—আকাশ-পাতাল	...	৫০
শ্রীআনন্দতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়—গভীর জঙ্গলে	...	৫০
শ্রীনীচার বঞ্চন শুণ্ঠ—বিস্ময়ের ইন্দজাল	...	১০।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—সৈনিকের ডাঙ্গেরী	...	১০।
শ্রীআলোক দৃঢ়—মুক্তির সন্ধানে আঞ্চলিকাস্ত	...	১০।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—আগুণের পাহাড়	...	১০।
শ্রীমৌরীক্ষমোহন মুখোপাধ্যায়—নিরূপ পুরী	...	১০।
শ্রীশংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়—ভূমিকস্পের পর	...	১০।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—আশ্চর্য দেশ	...	১০।
শ্রীমন্দির্ষল বসু—অরণের মুখে	...	১০।
শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—তিকিতেপ	...	১০।
শ্রীমৌরীক্ষমোহন মুখোপাধ্যায়—চালিমাট চন্দর	...	১০।
শ্রীদলীকুন্দল ভট্টাচার্য—ডাকাত সর্দার	.	১০।
শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র—কারাকোরাম পর্বতে	...	১০।
শ্রীমন্দির্ষল বসু—দিল্লীকা লাভ	...	১০।
শ্রীকেশবচন্দ্র সেন—কেদার রায় ( নাটক )	...	১০।
শ্রীগোরগোপাল বিশ্বাবিনোদ—দুর্ঘ্যাগের আলো	...	১০।

### সর্বত্ত পাওয়া গায়

বিস্তারিত বিবরণের জন্য পত্র দিলে বিনা যালে ক্যাটলগ পাঠাইয়া থাক।

এস, কে, মিত্র এণ্ড ভ্রাদার্স—শিল্প-সাহিত্য প্রকাশক।

১২, নারিকেল বাগান লেন, কলিকাতা।

**LONG MANS, GREEN & Co., Ltd.**

**17, Chittaranjan Avenue, Calcutta**

**Books for Teachers :**

42

**Geography in School**

By James Fairgrieve, M. A., F. R. G. S. Rs. 6 3 0

**History Teaching in Schools**

By Alan F Hattersley Rs. 3 12 6

**Talks to Teachers on Psychology**

By William James Rs. 5 8 0

**The Art of Teaching Arithmetic**

By J. B. Thomson Rs. 3 12 6

**An Illustrated Historical Time-Chart of  
Elementary Mathematics :**

For Senior & Secondary Schools,

Training Colleges and Universities.

In five Sections By E. J Edwards,

M. A. Per Section Rs. 3 7 0

Complete Set of 5 Sections Rs. 14 7 0

**Anatomy & Physiology of Physical  
Training**

By Major R. W. Gallaway, with an

Introduction by Prof. E. P. Cathcart Rs. 4 2 0

**Achievement**

A Book of Modern Enterprise Rs. 4 2 0

**Frontiers of Science**

By Carl Truebald Chase, with an

Introduction by H. Spencer Jones Rs. 8 9 6

কর্মিকাজ বিষয়ে প্রতিবেদের প্রধান প্রতিবেদাপত্র

## গ্রীষ্মের প্রসাদ ঘোষ

বন্ধু প. দি. পর্য। টেলিফোন: ৩৩৩৩

চিত্তানন্দ উচ্চ প্রশাসক বঙ্গভূষণ শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক ১৯৩০ সালের জানুয়ারী  
তে উচ্চ প্রশাসক বঙ্গভূষণ জন্ম অনুমোদিত

১৯৩০ সালের জন্ম জন্ম অনুমোদিত প্রতিবেদ

### ১। পাঠীগণিত

প্রথম উচ্চারণ প্রতিবেদনের জন্ম অনুমোদিত  
প্রতিবেদনের উচ্চ প্রশাসক (worked out sums) কর্তৃক প্রকৃতি এবং অবস্থা  
কর্তৃক প্রকৃতি কর্তৃক প্রকৃতি কর্তৃক প্রকৃতি কর্তৃক প্রকৃতি কর্তৃক  
পাঠীগণিত-সমাধানে বিশেষ কর্তৃক অনুমোদিত কর্তৃক

প্রথম প্রতিবেদনের মাঝে প্রথম প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রথম প্রতিবেদনের  
কর্তৃক প্রকৃতি কর্তৃক প্রকৃতি কর্তৃক

পাঠীগণিত-সমাধান

### ২। সহজ গণিত—১ম ভাগ

প্রথম ২ বছর পাঠীর জন্ম অনুমোদিত  
অধিক প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের  
প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের

### ৩। সহজ গণিত—২য় ভাগ

চতুর্থ প্রতিবেদনের পাঠীর জন্ম অনুমোদিত  
কর্তৃক প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের  
প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের  
প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের প্রতিবেদনের

### বাণী ব্রাহ্মণ

ঠিকানা: ১৪, কলেজ পোজার









